মতান্তর চিকিৎসা, দ্রব্যগুণ, জ্যোতিষ,

মুষ্টিযোগাদি সম্বলিত

কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ-নিদান-তত্ত্ব।

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

নবচত্বারিংশত সংস্করণ।

কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত,

শ্রী রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন,

এম, ডি, এইচ, আই, এ, এচ্

প্রণীত।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর,

খুরুট রোড, হাওড়া।

সং ১৩২২, শ্রাবণ।

হাওড়া,

২ নং তেলকল ঘাট রোড,

কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

[illegible] শাব সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

পাঠকবর্গের প্রতি অনুরোধ।

১। যে কোন পাঠক, পত্রাদি ব্যবহার করিলে নিম্ন ঠিকানায় নিজের নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। যে সকল ব্যক্তি পত্র দিবার পর অন্ততঃ সাত দিবস মধ্যে প্রত্যুত্তর পাইবেন না, সেই স্থলে সকলেই মনে করিবেন, হয় পত্র হস্তগত হয় নাই, না হয়, নাম ঠিকানা বুঝিতে না পারায় উত্তর দেওয়া হয় নাই।

৩। প্রত্যেক রোগীর রোগ বিবরণ সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে লেখা না থাকিলে উত্তর দিতে বিলম্ব হইবে। বিশেষ কথা ৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সাধারণ ঠিকানা—কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত

শ্রী রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন, এম্, ডি, এইচ, আই, এ, এস্,

হাওড়া-কুষ্ঠ-কুটীর, খুরুট রোড, হাওড়া।

মুষ্টিযোগ,

দ্রব্যগুণ, জ্যোতিষ, এবং

কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ-নিদান-তত্ত্ব সম্বলিত

সহজ-পারিবারিক-চিকিৎসা ।

—————o—————

কুষ্ঠরোগ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত

শ্রী রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন

এম, ডি, এইচ, আই, এ, এস্,

প্রণীত ।

——————

হাওড়া-কুষ্ঠ-কুটীর,

হাওড়া ।

১৩২২ সাল, মাহ শ্রাবণ ।

পাঠকমহাশয়ের প্রতি নিবেদন।

মাননীয় মহাশয়!

আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রেরণ করিলাম। যদিও এই পুস্তিকাখানিতে মহাশয়ের শিক্ষোপযোগী কোন কথা নাই সত্য, তথাপি এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ইহা তালিকা পুস্তক হইলেও পুস্তিকা মধ্যস্থ বিষয় দ্বারা সাধারণ গৃহস্থের বিশেষ উপকার হইবে মনে হয়। এই পুস্তকে যে যে বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বহু পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষ ভাবে উপকার প্রদায়ক সন্দেহ নাই। অতএব নিবেদন, যদি আপনার কোন বিষয়ে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবসর মত পরীক্ষা করিলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সন ১৩২২।
মাহ ভাদ্র,
হাওড়া।

বিনীত—
শ্রী রামপ্রাণ শর্ম্মা।

সূচী পত্র।

পারাবিকৃতি, উপদংশ,
ও রক্তদোষের
ভীষণ পরিণাম।

বাতরক্ত, গলতকুষ্ঠ,
চর্ম্মরোগের
চরম অবস্থা।

উপক্রমণিকা।

——:০:——
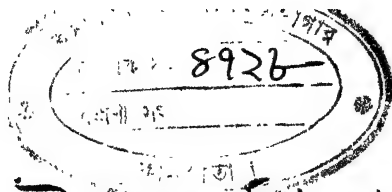
অনেক সময় ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ রোগ ঠিক করিতে না পারায় নানাবিধ বিজ্ঞাপন-জালে জড়িত হইয়া অবশেষে ধূর্ত্ত চিকিৎসকগণের মায়ায় মুগ্ধ হন, এবং ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়া থাকেন। চিকিৎসা ব্যবসা, ধার্ম্মিকের ব্যবসা, ইহা যাহার তাহার কর্ম্ম নহে, বোধ হয় একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আজকাল যেরূপ চিকিৎসা-সঙ্কট কাল উপস্থিত, তাহাতে সমধিক স্থলে আসল নকল চেনা দায় হইয়াছে, কেন না সহসা জানা যায় না, ইনি চিকিৎসক, আর ইনি অর্থ শোষক। সেকালে চিকিৎসকগণ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন সাধারণের উপকার করিয়া নিজের ভরণ পোষণ এবং ধর্ম্মোন্নতি জন্য, কিন্তু কাল-ধর্ম্মে ইদানীন্তন এমন দেখা যায়, তুমি মর আর সর্ব্বস্বান্তই হও কিন্তু বাপু, আমার টাকা চাই। এ কথায় হয়ত পাঠক মহাশয় মনে করিতেছেন যে লেখক একজন সন্ন্যাসী, কি গৃহত্যাগী অথবা দয়াশীল ব্যক্তি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেন না আমিও একজন চিকিৎসক। সুধু চিকিৎসক নহে বিশেষ কুষ্ঠ চিকিৎসক, তবে কিছু প্রভেদ আছে মাত্র। আজকাল সত্যপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, কেন না, আমি যদি রোগীর জন্য সত্য কথা বলি, আমি যদি তোমার বেদনায় কাঁদিয়া ফেলি, আমি যদি তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ করি, তাহা হইলে তুমি অমনি আমায় বলিবে আমার জ্ঞান নাই, আমি চোর, আমি মিথ্যাবাদী, আমি প্রতারক, আমি ধূর্ত্ত; অতএব আমার আর উপায় নাই, কাজেই আমায় ঘুস দিয়া সার্টিফিকেট লইতে হয়, আমার গায়ে, পিঠে, কাদা মাখাইয়া কুষ্ঠের চাকা চাকা দাগ করিয়া সাধারণ রোগীর মন হরণ করিবার জন্য ফটো উঠাইয়া রাখিতে হয়, আমার স্বার্থের জন্য কত কি করিয়া এডিটর, প্রফেসর, মাষ্টার প্রভৃতির দেয় চাপরাশ, বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত করিতে হয়, তবে আমি চিকিৎ-সক হইতে পারি, তবে আমার নাম ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমি কুষ্ঠ চিকিৎসক সাজিতে পারি। আজকাল যদি গুণের পরীক্ষা থাকিত, আজকাল

যদি অধিকাংশ চিকিৎসকের রোগীর প্রতি দয়া থাকিত, তাহা হইলে, আজ আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। আর মফঃস্বলস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তি হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেন না, যে, "আর বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস হয় না, আর ঔষধ সেবন করিব না ইত্যাদি।" বড়ই পরিতাপ! যে চিকিৎসকের আশ্বাসবাক্য প্রাপ্ত হইলে রোগী রোগ-মুক্তির আশায় উঠিয়া বসিতেন, আজ কিনা সেই চিকিৎসক ঔষধ হস্তে লইয়া প্রার্থনা করিতেছে—আমার ঔষধ সেবন কর, কিন্তু তথাপি রোগীর গ্রাহ্য নাই। ইহাপেক্ষা চিকিৎসকের আর কি গ্লানি আছে। আর ইহাপেক্ষা চিকিৎসকের অবনতি কতদূর হইতে পারে। ইহ-জগতীতলে মনুষ্য-নামধেয় জীব, কর্ম্মবলে উপকার ও অপকার নামক কর্ম্ম-সাধন করিতে আসিয়াছে মাত্র। ইহার মধ্যে অধিকাংশ মনুষ্যনামধেয় জীব উপকার নামক কর্ম্মটি কঠিন বলিয়া সহসা সে দিকে অগ্রসর হইতে না পারায়, সমধিক স্থলে অপকার নামক কর্ম্মের সাহায্যে ভবিষ্যতের সুপ্রশস্ত পথকেও অপ্রসর করিয়া থাকে। কিন্তু সমধিক কুকর্ম্মশালী জীব, একথা একবারও ভাবে না যে, জগতে তাহার স্থিতি অল্পদিন মাত্র। তুমি গায়ে কাদাই মাখাও আর ময়লার গামলায় ডুবিয়াই থাক, কর্ম্মফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে, অতএব পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল নহে কি? ধন, কোঠা কিছুই সঙ্গে যাইবে না। আজ তুমি দণ্ডধারী হইয়া দণ্ড দিতেছ, আজ তুমি আমায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া ভীটা বিক্রয় করিয়া লইতেছ, আজ আমায় হীনবল দেখিয়া প্রস্তুত অন্ন কাড়িয়া লইতেছ, কিন্তু ভাই স্মরণ রাখিও, তোমার ঐ দিন থাকিবেনা. তোমাকেও রবিসুতের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে জর্জ্জরিত হইয়া "হায় কি করিয়াছি" বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে। ভাই! একথা কেহ মনে করিও না যে, চিরদিন এক যায়, অথবা তুমি উচ্চ আর আমি নীচ। করুণাময় জগৎ-পিতার রাজত্বে সকলেই এক উপাদানে গঠিত হইয়াছে, এবং সকলকেই এক স্থানে যাইতে হইবে, তখন কেন আর দুদিনের জন্য ব্যথিতের দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশসাধন করিতেছ। যদিও ভাই, তুমি ধনী মানী, জ্ঞানী, ও উচ্চ পদলাভ করিয়াছ সত্য, এবং পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যদিও তোমার নিকট দরিদ্র, মুক্তির আশায় করজোড়ে দণ্ডায়মান আছে সত্য, কিন্তু

তাহা বলিয়া তুমি মনে করিও না, যে ঐ পদই তোমার স্থায়ী হইবে। এই জগৎ চিরদিনই পরিবর্ত্তনীল, অতএব তখন তোমাকেও তাহার অন্তরালে থাকিয়া সেই মহা শ্মশানে ঐ স্থূলদেহ ভস্মিভূত করিতে হইবে,তখন তোমার ঐ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ থাকিবে না, তখন আর পর হিংসা, পরচর্চ্চা, পরের অর্থ হরণ, পরের মনোবেদনা দিতে পারিবে না, এইসময় দীনহীনের স্ত্রী পুত্রের ন্যায় তোমারও স্ত্রী পুত্র ক্রন্দন করিতে করিতে কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা করিবে, কিন্তু তুমি তাহা জানিবে না। অতএব তাহাতেই বলি ভাই, যে যাহার পথে অগ্রসর হইয়াছ, সেই সত্য পথে দয়া-ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া আপন আপন কর্ম্মের সাধনা কর, যথার্থ পাপীর শাস্তি দেও, দরিদ্রের মুখ পানে চাও, তাহা হইলে সেই পরম পিতার নিকট নিশ্চয় সুখী হইবে সন্দেহ নাই। সংসারে সুখ বা দুঃখ পৃথক দুটী বস্তু নাই। কেবল জীবগণ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ নামক ফল প্রাপ্ত হয় মাত্র। শাস্ত্রকারগণ সদাসৎ কর্ম্মের নামান্তর সুখ ও দুঃখ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কূপের খনন-কর্ত্তা যেমন কূপ খনন করিতে করিতে নিম্নগামী,আর প্রাচীর গাথক প্রাচীর গাঁথিতে গাঁথিতে উচ্চগামী হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইহসংসারের আত্মকৃত কর্ম্মই জীবকে সুকর্ম্মের বলে উচ্চে, আর হীনকর্ম্মবলে নিম্নগামী করিয়া থাকে। জগদীশ্বর সকলকেই বিবেক-শক্তি প্রদান করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, তিনি এমন কোন কথা বলিয়া দেন নাই যে, তুমি দুষ্কর্ম্ম দ্বারা সময় অতিবাহিত করিও। তিনি জীব অনুসারে প্রত্যেককেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা জীব কর্ম্ম ফলানুসারে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। কেননা শাস্ত্রে দেখা যায়—

নকর্ম্মচিৎ কশ্চিদিহ স্বভাবা।
দ্রুবত্যুদারোহভিমতঃ খলোবা॥
লোকেগুরুত্বং বিপরীততাং বা।
স্বচেষ্টিতান্যেব নরং নয়ন্তি॥

অর্থাৎ আপনা হইতে কেহ কাহার অভিমত হয় না, অথবা খলও হয় না। সংসারে আসিয়া যদি আমরা মানব নামই গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইলে আমাদের সমধিক স্থলে তাহার পরিচয় কই? যদি আমাদের দেহ, জ্ঞানের

জন্য, শক্তি, দুর্ব্বল রক্ষার জন্য, ধন, দরিদ্র পালনের জন্য, আর ভক্তি উচ্চগামী, এবং স্নেহ নীচগামীই ধার্য্য আছে, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সাধন হইল কোথায়? আমাদের যদি বাল্যকাল হইতে বর্ব্বর পশুবৃত্তিগুলিই জাগরূক হইল; যদি যৌবনাবস্থায় দুর্দ্দম্য কামরিপুকে দমন করিতে না পারিলাম, যদি প্রৌঢ়াবস্থায় লোভ নামক কুপথের বন্ধুকে দমন করিতে না শিক্ষা করিলাম, যদি বার্দ্ধক্যে ষড়রিপু আলিঙ্গন করিয়াই থাকিল, তাহা হইলে আমাদের মানব নামের সারত্ব কোথায় রহিল? উদ্যোগ পর্ব্বের ৩৩।১১।৪২ শ্লোকে বলিয়াছেন—

শীলং প্রধানং পুরুষে তদ্ যস্যেহ প্রণশ্যতি।
ন তস্য জীবিতেনার্থো ন ধনেন ন বন্ধুভিঃ॥

অর্থাৎ চরিত্রই পুরুষের প্রধান গুণ, ইহসংসারে ঐ চরিত্র যাহার নষ্ট হইয়াছে, তাহার জীবন ধন বা বন্ধু বান্ধবে ফল কি? চরিত্র গঠন করিতে না পারিলে জীব কখনও আত্মোন্নতি-লাভ করিতে পারে না। চরিত্রের সঙ্গে আত্মার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। চরিত্র, পরিমার্জ্জিত না হইলে, মন পবিত্র হয় না, এবং মন পবিত্র না হইলে ব্যাধির শান্তি হয় না, ব্যাধি শান্তি না হইলে জ্ঞানোপলব্ধি হয় না, জ্ঞান না আসিলে দয়া বা শ্রদ্ধা আসে না, শ্রদ্ধা না আসিলে উন্নতির আশা নাই, উন্নতির আশা না হইলে সমাজ-সংস্কার হয় না, সমাজ সংস্কার না হইলে সমাজ কলুষিত হয়, এবং ঐ কলুষিত সমাজ হইতে ক্রমশঃ ক্রোধ, হিংসা, নীচপ্রবৃত্তি, নরহত্যা প্রভৃতি বিবিধ পাপের সঞ্চার সহ মানব ক্রমশঃ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এজন্য অগ্রে চিত্ত সংশোধন আবশ্যক, কেননা চিত্ত শোধন না হইলে সৎপথাশ্রয় লাভ করা যায় না। সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সচ্চর্চ্চা নিরত না হইলে আত্মার কখনই উন্নতি লাভ হয় না। উন্নতি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-নির্ভর করিয়া যাহাতে সাধারণের উপকার করিতে পারা যায়, এবং যে সকল জ্ঞান শিক্ষা করিলে দৈহিক এবং আন্তরিক শক্তি মার্জ্জিত হইয়া নম্রতাবাপন্ন হইতে পারা যায়, এ বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা সামান্য জ্ঞানাঙ্কুর লাভ করতঃ উচ্চ প্রবৃত্তিকে নিম্নে রাখিয়া অসৎ প্রবৃত্তি-গুলিকে উত্তেজিত করিলে সাধারণ জনবর্গের এবং আপনারও যে নিশ্চয়

অনিষ্ট সাধন হইবে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে বনপর্ব্বে দেখা যায় যে—

তত্তং সঙ্কল্প বীজেন কামেন বিষয়েষুভিঃ।
বিদ্ধঃ পততি লোভাগ্নৌজ্যোতির্লোভাৎপতঙ্গবৎ ॥

অর্থাৎ পতঙ্গ যেমন জ্যোতির লোভে অগ্নিতে পতিত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রাদির সার গ্রহণ না করিয়া অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অসৎ পথে গমন করিলে সঙ্কল্প বীজ-ভূত দুষ্ট কামনা কর্ত্তৃক বিষয়-শরে বিদ্ধ হইয়া লোভাগ্নিরূপ অনলে পতিত হইতে হয়। দেহে বল থাকিলেই যে, মার মার করিতে হইবে; পিতা অপেক্ষা শিক্ষিত হইলে যে জন্মদাতা পিতাকে অবজ্ঞা করিতে হইবে, এবং পেটে দুটা আখর থাকিলেই যে অন্যের অঙ্গে খোঁচা দিতে হইবে, ইহার ত কোন মানে নাই? আর যদি তুমি জ্ঞানই লাভ করিয়াছ, তাহা হইলে তোমার দেহে ক্রোধ কেন? এবং এতদূর স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়া নিজের এবং দশের অনিষ্ট সাধন করিতেছ কেন? শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেক শাস্ত্রে বলিয়াছেন, শিক্ষার পরম সার একমাত্র নম্রতা, যদি শিক্ষার সার নম্রভাবই হইল, তাহা হইলে অতি ক্রোধ, প্রতিহিংসা, যথেচ্ছাচার প্রভৃতি ঐ নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয় কেন? একথা ভীষ্মপর্ব্বে দেখা যায় যে—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনু বিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥

অর্থাৎ মনুষ্য যদি উন্নতি লাভ করিতে যাইয়া স্বেচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হওতঃ দুষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহের অনুগামী হয়, তাহা হইলে বায়ু যেমন নৌকাকে জলমগ্ন করে, তদ্রূপ মন ও বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। এজন্য জ্ঞানিগণ সর্ব্বাগ্রে মনকে জ্ঞানরূপ রজ্জু দ্বারা অবরোধ করিতে আদেশ দিয়াছেন, কেন না মনস্থির সহ সত্যবাক এবং বিশুদ্ধচেতা না হইলে জগতের সত্যাসত্য এবং আমরা কি করিতে আসিয়াছি ইত্যাদি বিষয়ক কথা কখনই স্থির করিতে পারা যায় না।

নিবেদন।

বর্ত্তমান শিক্ষিত সাধারণকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই, তবে তাঁহারা যদি নিজেই একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আপনা হইতেই নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, আজ দেশের ও দশের কি অবস্থা: অতএব

আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরিচয় নির্ম্মলচেতা মহাত্মাগণের নিকট আর ব্যক্ত করিতে হইবে না।

এই বিজ্ঞাপনটুকু এমন মহাত্মার নিকট পৌছছিতে পারে যিনি এই মাতৃভূমির গৌরব স্থল, সুতরাং তাঁহার নিকট আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। শুনিয়াছি কীট সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ কীট পুষ্পমধ্যে পতিত হইলে, নারায়ণের নিকটেও যেমন অগ্রসর হইয়া থাকে, সেইরূপ আজ যদি কোন মহাত্মার সম্মুখে এই ক্ষুদ্র কীট সম্মিলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিব ইহা একমাত্র সৎসঙ্গের ফল ও একমাত্র সেই করুণানিদান দীননাথের দয়া। কারণ শাস্ত্রে বলিতেছেন যে, গুণিগণই একমাত্র গুণিগণের আদর বুঝিয়া থাকেন। পদ্ম যে কি পদার্থ তাহা ভ্রমরই যথার্থ বুঝে। ভেক পদ্মের সন্নিকটে থাকে বটে, কিন্তু সে পদ্মের গুণ কিছুই জানিতে পারে না। যথা—

গুণিনি গুণজ্ঞো, রমতেনাগুণ—
শীলস্য গুণিনিপরিতোষ
অলিরেতি বনাৎ কমলং নহি
ভেকস্তেকবসোঽপি চ॥

হে পাঠক মহাশয়! আমাদেরও আজ ভেকত্ব ঘটিয়াছে। কারণ আমরা আসল নকল বুঝি না, সদাসৎ চিনি না, মঙ্গলামঙ্গল জানি না, চিনি কেবল আড়ম্বর, জানি কেবল কুটীলতা। আজ আমরা যদি নিজের হিত জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের এত দুর্দ্দিন উপস্থিত হইত না। বুঝিবই বা কি প্রকারে? একে আমাদের অধিকাংশ কানা, তাহাতে সদ্‌গুরুর অভাব; যাঁহারা গুরুরূপে উদয় হইয়া উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ স্বার্থান্ধ, সুতরাং আমাদের যে, দুর্দ্দশা নিশ্চয় ঘটিবে তাহার আর বৈচিত্র্য কি? বিশ্বাস করি কার কথায়? যিনি বলিতেছেন—গৃহস্থ জাগরিত হও, আবার তিনিই বলিতেছেন—উঠিও না। এখন কি কর্ত্তব্য? যখন অধিকাংশ স্থল এইরূপ প্রতারণা পূর্ণ, তখন আমাদের সেই ঈশ্বরদত্ত যে মনুষ্যত্ব আছে তাহাকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে কি? ঈশ্বর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রত্যেককেই বিবেকশক্তি দিয়াছেন, একটু স্থিরভাবে সেই শক্তি পরিচালন

দ্বারা ধীরে ধীরে জগতে আসল, নকল, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, হিত, অহিত, এই সকল নির্দ্দেশ করিয়া লইলে, আশা করি আমরা সর্ব্বদা ঠকিব না, এবং বহুতর বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ পাইব, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অধিক আর কি বলিব সামান্য যাহা বলিয়াছি বোধ হয় পাঠক মহাশয়কে তাহাতেই বিরক্ত করিয়াছি, আমি অজ্ঞান, যদি ভুল কথা বলিয়া থাকি, তাহা হইলে জ্ঞানিগণ সেই ভ্রমটুকু নিজগুণে সংশোধন করিয়া লন্ ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। বিনীত—শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা।

কুষ্ঠরোগ কেন হয়।

বহুবিধ পারাদোষ সংসৃষ্ট কারণ ব্যতীত মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদির বিরুদ্ধ ভোজন। অন্ন, পানীয় এবং দ্রব স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য অতিভোজন, মল মূত্র ও বমনের বেগ ধারণ, অপরিমিত ভোজনানন্তর ব্যায়াম ও সন্তাপের অতিসেবন, আতপাক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্রাম না করিয়া শীতল জল পান, অজীর্ণে ভোজন, অধ্যসন, বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের পর অহিতাচার করণ, এবং নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অম্ল, মাসকলাই, মূলা, পিষ্টান্ন, তিল, ক্ষীর ও গুড় অতিসেবন,ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতেই ভোজন, এবং মৈথুন করা, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপমান এবং বহুবিধ উৎকট পাপাচরণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় দুষ্ট হইয়া ত্বগ্‌গত রস, রক্ত মাংস ও লসীকাকে দুষিত করিয়া কুষ্ঠ রোগ উৎপাদন করে। বাতাদি দোষত্রয় ও রসাদি দুষ্য চতুষ্টয় এই সাতটি কুষ্ঠ রোগের উপাদান ; এই কুষ্ঠরোগ সমুদয়ে মোট আঠার হইতে মতভেদে ৮০ প্রকার দেখা যায়।

সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, দোষের আধিক্যানুসারে ইহা সাধারণতঃ সাত প্রকারে পরিগণিত হয়। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। দোষভেদে বৃহৎকুষ্ঠ সাত প্রকার হইলেও বিশেষ অবস্থানুসারে কুষ্ঠ ১৮ হইতে ৮০ প্রকার দেখা যাইয়া থাকে। (চরক প্রভৃতি দেখুন)

কুষ্ঠের প্রথম অবস্থায় সচরাচর প্রায় এই লক্ষণগুলি অধিক প্রকাশ পায় যথা—অঙ্গ বিশেষে অতি মসৃণ, খরস্পর্শ অধিক ঘর্ম্ম বা একবারেই ঘর্ম্মরোধ,

শরীরের বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডু অর্থাৎ চুলকাণি, গুড়গুড়ানি, স্থানে স্থানে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুমান করা, অঙ্গ বিশেষে স্পর্শশক্তি লোপ, সূচিবিদ্ধ মত যন্ত্রণা, মধ্যে মধ্যে বোলতা বিছার কামড়ান মত যন্ত্রণা বোধ করা, শরীরে বহুবর্ণের লাল, কাল, চাকা চাকা দাগ প্রকাশ, ক্লান্তিবোধ, কোন কারণে ক্ষত হইলে তাহার বেদনা ও সত্বর শুষ্ক না হওয়া, ক্ষত শুষ্ক হইলেও ব্রণবস্তুর রুক্ষতা, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা, নাক, মুখ, অঙ্গুলি, কর্ণ প্রভৃতি ফোলা, হস্তপদ জ্বালা করা এই সকল কুষ্ঠের প্রথম অবস্থায় দেখা যায়।

উহার মধ্যে কুষ্ঠ যে যে স্থানে আশ্রয় করিলে যে যে স্থান অধিকার করে ও যেরূপভাবে প্রকাশ হয় তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি। যথা—

কুষ্ঠ, সপ্ত ধাতু আশ্রয় করিলে এই সকল প্রকাশ হয়। কুষ্ঠ রসগত হইলে অঙ্গের বৈবর্ণতা ও রুক্ষতা, স্পর্শশক্তি লোপ, রোমাঞ্চ অধিক ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মরোধ, মুখাদি স্ফীত।

কুষ্ঠ রক্তগত হইলে—কণ্ডু ও অধিক স্ফোটক পুঁজসঞ্চয়, ভয়ানক আকৃতি।

কুষ্ঠ মাংসগত হইলে—পুষ্টি, কার্কশ্য, মুখশোষ, পীড়িকা-উৎপত্তি, সূচিবেধমত যন্ত্রণা, কুষ্ঠের স্থিরতা।

মেদোগত হইলে—হস্ত পদাদির ক্ষয়, গতি-শক্তিনাশ, অঙ্গের বক্রতা, ক্ষত বিস্তার এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

কুষ্ঠ অস্থি ও মজ্জাগত হইলে—উপরোক্ত লক্ষণ, এবং নাসাভঙ্গ, চক্ষুর দোষস্বরভঙ্গ এবং ক্ষততে পোকার উৎপত্তি হয়।

কুষ্ঠ শুক্রগত হইলে—তাহার আর প্রায় কিছু থাকেনা, পঙ্গুবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, এবং আর তাহার প্রায় আরোগ্যের আশা থাকে না, হস্তপদ সকলি খসিয়া যায়। কুষ্ঠ রোগ যাহার হইয়াছে তাহার একেবারে স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ; কেননা তাহা নিজের এবং সন্তানের পক্ষে ভয়াবহ।

কুষ্ঠ রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব।—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঋষিগণ বলিয়াছেন যে রস রক্ত ও মাংসগত কুষ্ঠ এবং বাতশ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠ সাধ্য। মেদোগত দ্বন্দজ কুষ্ঠ যাপ্য। অস্থি, মজ্জাগত ও ক্রিমিযুক্ত তৃষ্ণা দাহ ও মন্দাগ্নিযুক্ত এবং ত্রিদোষযুক্ত কুষ্ঠ প্রায়ই অসাধ্য হয়।

কুষ্ঠের খারাপ লক্ষণ।—যে রোগীর কুষ্ঠ বিদীর্ণ স্রাবযুক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ ও

স্বরভঙ্গ হয় এবং বমন বিরেচনাদি পঞ্চবিধ চিকিৎসা দ্বারাও যাহাতে কোন ফল হয় না সে কুষ্ঠরোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

সপ্ত মহাকুষ্ঠ যথা।—কাপাল, ঔড়ুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম, কাকণ, এবং একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ যথা—এককুষ্ঠ, চর্ম্মাখ্য, কিটীম, বৈপাদিক, অলসক, দদ্রুমণ্ডল, চর্ম্মদল বা চুলকনা, পামা, কচ্ছু বা খোস, বিস্ফোটক। আর কাপাল, ঔড়ুম্বর, মণ্ডল দদ্রু, কাকণ, পুণ্ডরীক, ও ঋষ্যজিহ্ব এই সাতটী মহাকুষ্ঠ। অপরগুলি ক্ষুদ্র কুষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত হয়।

১ম। কাপাল কুষ্ঠের লক্ষণ। চর্ম্মের উপর খাপরার ন্যায় কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ, ঈষৎ অরুণবর্ণ, রুক্ষ, কর্কশ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত চিহ্নোৎপত্তি হইয়া থাকে।

২য়। সর্ব্বশরীরে অথবা মধ্যে যজ্ঞডুম্বুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, দাহ, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত, এবং উহার উপরিস্থিত রোম কপিল বর্ণ হইলে ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ।

৩য়। শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থির, আর্দ্রভাবাপন্ন ও স্নিগ্ধ এবং চতুর্দ্দিকের পাড় উচ্চ ও মণ্ডলাকারে উত্থিত হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে তাহাকে মণ্ডল কুষ্ঠ কহে।

৪র্থ। যাহার উপর লাউ ফুলের ন্যায় শ্বেত ও তাম্রবর্ণ হয় এবং ঘর্ষণ করিলে দাগের মধ্য হইতে ধুলির ন্যায় নির্গত হয়, তাহাই সিধ্ম কুষ্ঠ।

৫ম। যাহার বর্ণ গুঞ্জা ফলের ন্যায়, মধ্যে অরুণ ও পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ অথবা মধ্যে কৃষ্ণ পার্শ্বে রক্তবর্ণ বেদনাযুক্ত অথচ পাকে না, তাহাই কাকণ কুষ্ঠ।

৬ষ্ঠ। যাহার উদ্গত মণ্ডলসমূহ রক্তপদ্মের পাতার ন্যায় বর্ণ, তাহা পুণ্ডরীক কুষ্ঠ নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

৭ম। যাহার দাগ বা মণ্ডল সমূহ হরিণ জিহ্বার ন্যায় কর্কশ, বেদনাযুক্ত এবং অন্তে রক্তবর্ণ মধ্যে শ্যাববর্ণ তাহা ঋষ্যজিহ্ব।

৮ম। যাহার দীর্ঘস্থান ব্যাপিয়া মৎস্য শল্কের ন্যায় উদ্গত হয় তাহাকে এক-কুষ্ঠ বলে। ইহাতে ঘর্ম্ম বোধ হইয়া থাকে।

৯ম। যাহা গজ চর্ম্মের ন্যায় স্থূল, রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ, তাহা গজচর্ম্ম।

১০ম। যাহাতে রক্তবর্ণ বেদনাযুক্ত কণ্ডু বর্ত্তমান থাকে, স্পর্শাসহ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, এবং চর্ম্ম বিদীর্ণ হয় তাহা চর্ম্মদল কুষ্ঠ।

১১শ। শ্যাববর্ণ চাকা কণ্ডুযুক্ত ও বহু স্রাবশালী পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিচর্চ্চিকা বলে।

১২শ। উপরোক্ত লক্ষণ হইয়া পাদতলে উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিপাদিকা বলে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, হস্ত ও পাদতলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া ছুশ্চিহ্ন সহকারে বিদীর্ণ হইলে তাহাকেই বিপাদিকা বলে।

১৩শ। কণ্ডু ও দাহযুক্ত স্রাবশীল বহু সংখ্যক পীড়কাযুক্ত হইলে তাহাকে পামা বলে।

১৪শ। যাহাতে হস্তদ্বয়ে অথবা পায়ের দাবনায় পামার ন্যায় বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ স্ফোটক উৎপন্ন করে, তাহাকে কচ্ছু বলে।

১৫শ। যাহাতে রক্তবর্ণ কণ্ডুযুক্ত পীড়কা মণ্ডলাকারে উদ্গত হয়,তাহাকে দদ্রুমণ্ডল কহে।

১৬শ। যাহাতে চর্ম্ম অতিশয় পাতলা হয় এবং স্ফোটক, শ্যাব বা অরুণ বর্ণ হইয়া প্রকাশ হয় তাহাই বিস্ফোটক নামে খ্যাত হইয়া থাকে।

১৭শ। যাহা শ্যাববর্ণ, খরস্পর্শ এবং শুষ্ক ব্রণস্থানের ন্যায় কর্কশ, তাহাকে কিটিম কুষ্ঠ বলে।

১৮শ। যাহা রক্তবর্ণ ও বৃহৎ স্ফোটকাকারে উৎপন্ন হয়, তাহাই অলসক।

যে কুষ্ঠ দাহযুক্ত রক্তবর্ণ অথবা শ্যাববর্ণ এবং বহুসংখ্যক ব্রণযুক্ত, তাহাকে শতারু কুষ্ঠ কহে। অন্যান্য বিশেষ কথা চরক, সুশ্রুত, ভাব-প্রকাশাদিতে দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক কুষ্ঠ আছে, বিবেচনা বোধ করিলে পরে দেখাইয়া দিব। উপরোক্ত যে কোন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি অতি সন্তর্পণে সহবাস করিবেন কারণ শাস্ত্র বলেন যে—

দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাদ্দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ।
যদপত্যং তয়োর্জ্জাতং জ্ঞেয়ং তদপিকুষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্ত্রী পুরুষের আর্ত্তব রক্ত ও শুক্র দুষিত হইলে তাহা হইতে যে সন্তান উৎপত্তি হয়, সেই সন্তানও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালের রাজাগণ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ রোগিগণের জন্য স্বীয় বাস-ভূমির প্রান্তভাগে বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাদের বাস করাইতেন। যেহেতু কুষ্ঠ রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম, মল, মূত্র, আচার ব্যবহারে পাছে অন্যেরও

কুৎসিত ব্যাধি আক্রমণ করে। এবং মনু প্রভৃতি বহু বহু শাস্ত্রকারগণ গলিত কুষ্ঠাদির প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ করিয়া কতিপয় কুষ্ঠকে মহাপাতক, আর কতিপয়কে অতিপাতক মধ্যে নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন।

কুষ্ঠরোগ প্রকাশের সূত্র হইতেই তাহার মূল উৎপাটন করিতে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ; যে হেতু উহা সত্বর উপশমিত না হইলে পশ্চাৎ অসাধ্য ও কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। আজকাল সাধারণতঃ দেখা যায় যে শতকরা ৭৫ জনের শরীরে উপদংশ ও প্রমেহ রোগ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু এই দুইটী রোগ যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা কি অজ্ঞান, কি জ্ঞানী একবার ভাবিয়াও ভাবেন না যে, আমার ভবিষ্যতকাল কিরূপে অতিক্রম হইবে। পূর্ব্বোক্ত কুষ্ঠরোগ বহু চেষ্টা করিলে সময়ে সময়ে হয়ত বুঝা যায় না, কারণ কোনটী দৈব ব্যপাশ্রয় আর কোনটি কর্ম্ম ব্যপাশ্রয়। কিন্তু উপদংশ রোগটি যে সমধিকই নিজের পাপকৃত এই কথাটী কে কয়বার চিন্তা করিয়া থাকেন। অজ্ঞান মানব ক্ষণিক সুখের জন্য এই ভয়াবহ উপদংশ রোগ শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া শরীরের শান্তি ইহজন্মের মত পরিত্যাগ করায়। রোগী প্রথমতঃ লোক-লজ্জার ভয়ে গোপন করেন, পরে রোগ ভয়াবহ হইলে তখন প্রাণের দায়ে চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন।

ইংরেজিমতে রোগ নিরূপণ শিক্ষা।

পামা অর্থাৎ একজিমা রোগ।

একজিমা অর্থাৎ পুঁযযুক্ত ফুস্কুড়ি, ইহা সচরাচর কিছু বড় ও ছোট আকারের হইয়া তাহার উপর মামড়ী পড়ে। ইংরাজিতে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হয়, যথা রেড একজিমা এবং হিটব্লিষ্টার্স ও ইমপিটিজিন্‌স্‌ একজিমা। রেড একজিমায় ক্লেশ দায়ক চুলকানি, জ্বালা, সামান্য ক্ষত, এবং উক্ত স্ফোটকের মুখ হইতে পাতলা গমের ভুষির মত মামড়ী পড়ে। হিটব্লিষ্টার্স প্রায়ই গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন হয়। আর ইহপিটিজিন্‌স্‌ একজিমা ও রেড একজিমা প্রায় সচরাচর জন্মাইয়া থাকে। আর্য্যঋষিগণ এই রোগ ৮০

প্রকার কুষ্ঠরোগ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এই রোগ বিশেষতঃ মলদ্বার অণ্ডকোষ, স্ত্রী বাহ্য-জননেন্দ্রিয় হস্ত পদ পৃষ্ঠ গ্রীবা হাতের আঙ্গুল প্রভৃতি বহু অঙ্গে জন্মিয়া থাকে। এ রোগ বড় কঠিন একবার হইলে সহসা আরোগ্য হয় না।

টিনিয়া টন্ সুর‍্যানস্।

উদ্ভিদ পরাঙ্গপুষ্টিয় চর্ম্মরোগ। এই রোগ ইংরাজি নিদানে সাত প্রকার বর্ণিত আছে।

যথা—

১। টিনিয়া টন্ সুর‍্যানস্।
২। টিনিয়া ভার্সি কোলর।
৩। টিনিয়া ডিক্যাল ভ্যানস্।
৪। ডার্ম্মি কোসিসসার্সিনেটা।
৫। টিনিয়া সাই কোসিস্।
৬। টিনিয়া ফেভোসা।
৭। প্লাইকা পোলিনিকা।

টিনিয়া টন সুর‍্যানস্।

মস্তকের দাদ। ইহা মস্তকের যে অংশে জন্মে, তথায় গোলাকার চিহ্ন বিকৃত হইয়া মস্তক আচ্ছাদিত হইতে পারে, ইহার মধ্যে টন্ সুরান্স নামক কীট থাকিয়া কখন কখন উহা হইতে মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক জন্মাইয়া কেশমূল ও সমগ্র মস্তকে বিপদ আনয়ন করিয়া থাকে। এই রোগ সংক্রামক।

টিনিয়া ভার্সি কোলর।

ইহাতে ঈষৎ পীতাভ বা ধূসর বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার কোমল চিহ্ন জন্মে, সচরাচর বক্ষ, উদর, উরুদেশ প্রভৃতিতে জন্মাইয়া থাকে! ইহার দাগস্থান শুষ্ক, রুক্ষ, খস্‌খসে, এই স্থানে ছুরিকা দ্বারা ঘর্ষণ করিলে ঐ স্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক কোষ উঠিয়া যায়। এই রোগে প্রথমে বিশেষ কষ্ট হয়

না বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। এই রোগ প্রায়ই অপরিস্কার অবস্থা হইতে জন্মায়। ইহা বড়ই সংক্রামক, ইহার মধ্যে এক প্রকার মাইক্রেসপোরন্ নামক কীট থাকে, এই দাগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা আবশ্যক, নতুবা কঠিন হইয়া থাকে।

টিনিয়া ডিক্যাল ভ্যানস্।

ইহা বড়ই কঠিন।

ডার্মি কোসিস সাসিনেটা।

মণ্ডল কুষ্ঠবৎ চক্রাকার দাগ বিশেষ। ইহার পীড়িত স্থান উচ্চ পাড়-যুক্ত, মধ্যে ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি জন্মে, এবং চুলকাইয়া থাকে। ইহা ভয়ানক রোগ।

টিনিয়া সাই কোসিস, কেশদাদ।

এই রোগ কেশ মূল, দাড়ি ও গোঁফের কোন কোন অংশে জন্মিয়া থাকে। ইহা হইলে কেশমূলে ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি হয় ও প্রদাহ জন্মাইয়া থাকে। ইহা সংক্রামক ব্যাধি।

ক্রেস্টা সার্পিজিনোজা। মণ্ডল কুষ্ঠ।

ইহা সচরাচর বালকদিগের মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে কর্ণের সম্মুখে উৎপন্ন হইয়া মুখমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয় পরে মস্তকাদিতেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আক্রমণাবস্থাতেই সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

প্লাইকা পোলোনিকা। মস্তকের চর্ম্ম প্রদাহ—যুক্ত ক্ষত বিশেষ।

উপরোক্ত রোগের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হইয়া মস্তকের বেদনা ও প্রদাহ সহ প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধময় ক্লেদ নির্গত হয়। ইহা সংক্রামকরোগ, একবার হইলে সত্বর আরোগ্য হয় না।

ইম্পিটাইগো, চর্ম্মদল, কুষ্ঠরোগ বিশেষ।

চলিত কথায় যাহাকে যন্ত্রনাযুক্ত বিখাউজ রোগ বলে।

টিনিয়া ফেভোসা।

মস্তকের পীতবর্ণ কচ্ছু। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন, ইহা জন্মাইবার পূর্ব্বে প্রায়ই মস্তকে অত্যন্ত চুলকনাসহ অল্প বিস্তর শল্ক উঠে তাহার পর মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি জন্মে ও তাহার মধ্যে পীতবর্ণ গাঢ় আঠাবৎ রস বা পুযোৎপাদন হয়, এবং ঐ পূঁয শুষ্ক হইলে খোসের ন্যায় হইয়া উঠে, এবং ঐ ফুসকুড়ি এক এক গাছা কেশমূল লইয়া চাপড়া মত হইয়া থাকে, কেশ পতিত হয়, আর ঐ সময় উহাতে অধিক সংখ্যক ফুসকুড়ি জন্মায়, উহা হইলে উহাতে ক্ষত হইয়া ভয়ঙ্কর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই রোগ শৈশবাবস্থাতেই প্রায় অধিক হইয়া থাকে।

মিণ্টাগ্রা সাইকোসিস।

এই রোগে চিবুক ও ওষ্ঠের উপরে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ বাহির হয়, ইহা বড় কঠিন রোগ।

পম্পোলিকস এণ্ড পেম্পাইগ্‌স।

ইহা রাইপিয়ার মত, রাত্রিকালে জ্বালাযুক্ত বেদনান্বিত হইয়া ফোস্কা উৎপাদন করে, এবং পুড়িয়া গেলে যেমন ফোস্কা হয় তদ্রূপ হইয়া থাকে, আর যে স্থানে এই সকল ফোস্কা উঠে, তথায় স্থানানুসারে বিস্তৃত হয়, আবার কোথায় বা মটরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে যে দ্রব পদার্থ থাকে তাহার পরিমাণ অধিক হয়। এই রোগ সমগ্র দেহকাণ্ড, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উদর মুখ প্রভৃতিতে প্রায় জন্মাইয়া থাকে। ইহা ভয়ানক রোগ।

রাইপিয়া বা সক্ষত পচনশীল ফোস্কা।

প্রথমে একটা আরক্ত কালিমাভ দাগের উপর ফোস্কা উঠে, এই ফোস্কার অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ শীঘ্র ঘোলা হইয়া যায়, এবং তাহা মামড়িতে পরিণত হয়। এবং কোন কোন স্থানে কালদাগ পড়ে। এই সময়ে ইহা বিদুরিত না করিলে উহা হইতে অতি দুর্দ্দমনীয় ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ উপদংশ বিষ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক কঠিন ব্যাধি।

উপদংশ রোগের কারণ।

শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন সঙ্গমান্তে শিশ্ন ধৌত না করা, ক্ষতাদি দুষ্ট ও ক্লেদবিশিষ্ট যোনি গমন, অতি হর্ষ এবং ক্রোধ প্রযুক্ত লিঙ্গে হস্ত নখাদির আঘাত, অতি মৈথুন, বেশ্যা ও প্রমেহাদি রোগ-ক্লিষ্টা স্ত্রী সহবাস, রজঃস্বলা স্ত্রী, ব্রাহ্মণী, ব্রহ্মচারিণী স্ত্রী-গমন, ক্ষারমিশ্রিত উষ্ণ জলে শিশ্নাদি প্রক্ষালন প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাচারে গরমি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগ ত্রিদোষ ভেদে বহু আকারে উৎপন্ন হইয়া যম যন্ত্রণা সদৃশ কষ্টদায়ক হইয়া উঠে।

এই ঘৃণিত ব্যাধি শরীরে প্রবিষ্ট মাত্রেই রোগীর শান্তি থাকে না, এমন কি সুচিকিৎসা না হইলে আজীবনের মত স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া বংশপরম্পরা বিঘ্ন-কারক হইয়া থাকে। একারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই জীবন পণ করিয়াও এই কুৎসিত ব্যাধির হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এই ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধির কারণ-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে, চিকিৎসা তত্ত্বজ্ঞ-গণ ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটি সহবাস সঞ্জাত, এবং অন্যটি কৌলিক। সহবাস সঞ্জাত উপদংশ, স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমকালে দুষ্টা স্ত্রী সহবাস জন্য শিশ্নের পর্দ্দায়, যোনি মধ্যস্থ একপ্রকার লালাবৎ বিষাক্ত পদার্থ লাগায়, লিঙ্গের বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ চর্ম্মে কৃষ্ণাভ মসূরবৎ ক্ষুদ্র স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং লিঙ্গ স্ফীত ও রক্তবর্ণ ধারণ করে, ক্ষত প্রকাশ পায়, ইহা ছাড়া বায়ু পিত্ত কফের আধিক্যানুসারে বহু যন্ত্রণাদায়ক ক্লেশ ও রক্ত পূঁয স্রাবসহ মুদো, বাঘী প্রভৃতি রোগোৎপাদন করিয়া বিবিধ প্রকারে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। এই রোগ কঠিন ভাব ধারণ করিলে, চিত্তচাঞ্চল্য, শারীরিক অবসাদ, এবং গভীর ক্ষত ও কীট সংযুক্ত হইয়া দেহ ক্ষীণ এমন কি শেষে অসাধ্য হইয়া শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পারদ সংস্পৃষ্ট দোষ ও উপদংশ রোগের তুল্য কঠিন ব্যাধি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ এই বিষ কোন প্রকারে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বিষের ন্যায় সঞ্চালিত হইয়া শরীরস্থ সমুদায় ধাত্বাদির বিনাশ সাধন করে। এই রোগ ত্বরায় আরোগ্য না হইলে ভবিষ্যতে ঔপদংশিক পক্ষাঘাত, শ্লীপদ, স্তনবৃদ্ধি, অস্থিপূতি, অসাধ্য ক্ষত, বাতরোগ, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, মন্যাস্তম্ভ, ধবল, ধাতুদৌর্ব্বল্য ধ্বজভঙ্গাদি বহু রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

উপদংশ রোগ কেন হয়।

ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলিলাম, এস্থলে সেই সকল কথার সার-তত্ত্ব এবং ইহার কুটিলতা জন্য ভবিষ্যতে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই বলিব। উপদংশ রোগ ভয়ানক, কিন্তু কেন ভয়ানক হইল, ইহার প্রকৃত মীমাংসা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী মধ্যে যত প্রকার ব্যাধি আছে তন্মধ্যে উপদংশ বিষের কুটিলতা যেমন ভয়ানক, এরূপ ভয়াবহ পীড়া অন্যান্য পীড়ার সঙ্গে তুলনায় খুব অল্পই দেখা যায়, কারণ পীড়ার বীজ একবার মনুষ্য দেহে প্রোথিত হইলে ভবিষ্যতের পথকে একেবারেই অপরিষ্কৃত করিয়া ফেলে এই পীড়া কোন্ দেশ হইতে কি প্রকারে আসিয়াছে, তাহা অভ্রান্তরূপে জানিবার উপায় নাই। অনেকে এবিষয় লইয়া অনেক আন্দোলনও করিয়াছেন, কিন্তু ইহার নিদান-তত্ত্ব বা উৎপত্তি বিবরণ বিষয়ে অতি বিভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন জাতির পরম্পরা যদৃচ্ছা ব্যবহার এবং সবিশেষ ইন্দ্রিয় সেবন জনিত কুফলের হেতু স্বরূপ ভিন্ন অন্যপন্থায় অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই পীড়া পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ-সমূহ ও উক্ত পীড়াযুক্ত স্ত্রীলোকের সহবাস, অতিরতি, অবিশেষ যদৃচ্ছা ইন্দ্রিয় সেবনাদির দ্বারা যে উৎপন্ন হয়, ইহার আর কোন সন্দেহ নাই। ডাক্তারি শাস্ত্রে দেখা যায় উপদংশ বিষের সঙ্গে রক্ত দোষের কোন সংস্রব নাই। তাঁহারা বলেন, ইহা স্থানিক ক্ষত; বিশেষভাবে চিকিৎসিত না হইলে জনন যন্ত্রের কিয়দংশ বা সমগ্রভাগ বিগলিত হয় মাত্র, সুতরাং প্রকৃত উপদংশ ভিন্ন সামান্য উপদংশ রোগোৎপন্ন হইয়া আরোগ্য লাভ করার পর বিশেষ কোন চিন্তার কারণ থাকে না। তবে তাঁহারা একথা বলেন বটে, এই পীড়ায় স্থানিক হিসাবে বিষাক্ত হইলেও ইহার ক্ষতাদি নিঃসৃত পুঁয ও রস সংলগ্নে অন্য ব্যক্তিরও দেহ মধ্যে এই জাতীয় ক্ষত উৎপন্ন হইয়া রক্তদুষ্টি আনিয়া থাকে, এবং এই বিষের সংক্রমন দ্বারাই এই পীড়া দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত হয়। কথাটা অতিশয় ভয়ানক। কেননা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মধ্যে এবং অন্যান্য বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ সকলেই প্রায় একবাক্যে উপদংশ বিষের কুটিলতা সম্বন্ধে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই রোগ সুচিকিৎসার দ্বারা মূলোৎপাটন না হইলে আজীবন পর্য্যন্ত ক্লেশদায়ক হইয়া উৎকট কঠিন রোগ সমুদয় আনয়ন করাইয়া

দৈহিক যাবতীয় যন্ত্রকে জর্জ্জরিত করে এবং বংশ পরম্পরা চালিত হইয়া বংশধরদিগকেও অপবিত্র করিয়া তুলে।

সাক্ষাৎভাবে এই বিষ ক্ষতাদিতে সংযুক্ত হইলে অথবা মুখ, নাসিকা, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতির ন্যায় সরস সুকোমল স্থানে সংযুক্ত হইলে শোষিত হইয়া রক্তে মিলিত হয়। সঙ্গম সময়ে নর-নারী মধ্যে একজনও এই পীড়াগ্রস্থ হইলে অন্যের দেহেও এই বিষ সংক্রামিত হয়। প্রকৃত উপদংশ বিষ একেবারে শরীর মধ্য হইতে অন্তর্হিত হয় না। চিকিৎসা দ্বারা কোন কোন সময় বাহ্যিক লক্ষণ সমূহ তিরোহিত হয় মাত্র, কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসা না হইলে পুনরায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই বিষ জীবনের প্রথমাবস্থায় শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তাল্পতা ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, পরে দেহ শৈথিল্য হইলেই উক্ত রক্তদুষ্টি জন্য কেন্‌সার, ধবল, বিবিধ চর্ম্মরোগ, চক্ষুর্নাশ, গলিত কুষ্ঠ হয়; আর না হয় গুপ্তভাবে থাকিয়া অন্যান্য গুরুতর ব্যাধি উৎপাদন ও তাহাদের জটিলতা সম্পাদন করে।

কোন ব্যক্তির উপদংশ পীড়া আরোগ্য হওয়ার পর, যদি সে সুস্থকায়া কামিনীর সহবাস করে, তাহা হইলে তদীয় সহবাসে ঐ বিষাক্ত শুক্র দ্বারা উক্ত সুস্থকায়া কামিনীর জননেন্দ্রিয়ে এক প্রকার সূক্ষ্ম ক্ষত উৎপাদন ইত্যাদি বিষের সাক্ষাৎক্রিয়া প্রকাশ ব্যতীত, অসাক্ষাতভাবে ঐ বিষ রক্ত সংক্রামিত হইয়া গাত্রকণ্ডু, বাত, চক্ষুপীড়া, অস্থিরোগ মুখে ও গলায় ক্ষত ক্যানসার ইত্যাদিসহ গৌণ উপদংশ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে; অতএব যে সকল ব্যক্তির একবারও উপদংশ রোগ হইয়া থাকে তাহাদের পক্ষে রক্ত ও শুক্রের বলবৃদ্ধি সহকারে অন্যূন চারিবর্ষ পর স্ত্রী সহবাস করা কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন এই বিষাক্ত সহবাসের আরও কুফল আছে, যাহাতে উক্ত স্ত্রী গর্ভিনী হইলে ঐ বিষাক্ত শুক্র হইতে বিষাক্ত ভ্রূণ জন্মাইয়া গর্ভের চতুর্থমাস হইতে ঐ ভ্রূণদেহ যখন মাতৃ-জঠরে বিশেষভাবে সংলিপ্ত হয়, তখন মাতৃদেহে বিষাক্ত লক্ষণাদি বাহ্যিকভাবে পরিলক্ষিত হইতে পারে।

যদি পরগর্ভজাত কৌলিক উপদংশ পীড়াক্রান্ত শিশু, অন্য বিশুদ্ধা স্ত্রীর স্তন্যপান করে এবং ঐ স্তন্যপান সময়ে যদ্যপি উক্ত স্ত্রীর স্তনের বোঁটা ফাটা

থাকে তাহা হইলে ঐ বোঁটার বিদারণ ইত্যাদি স্থানে উক্ত শিশুর লালা প্রভৃতি সংযুক্ত হইয়া উক্ত দুগ্ধবতীকে পীড়িত করে।

উপদংশ পীড়িত রোগীর শুক্র, অশ্রুবারি, লালা, রস, রজঃ, ঘর্ম্ম, নিশ্বাস, সহবাস, বস্ত্রপরিধান, উচ্ছিষ্ঠভোজন, পাত্রাবশেষ ভোজন প্রভৃতি দ্বারা অন্যকেও পীড়িত করিয়া থাকে।

বেশ্যা সহবাসে এই বিষ এত সত্বর দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয় যদ্দারা আশু জীবনের হানি করে। বাহ্য দীপ্তিশালিনী কুলটাগণের সতীচ্ছদের অভ্যন্তরালের গুপ্তপথে এই পুরাতন বিষ এমন গুপ্তভাবে ক্ষতাকারে থাকে, যাহাতে সহবাসেচ্ছুক নর সমূহ কোন রূপেই রহস্যভেদ করিতে না পারিয়া উক্ত ঘৃণাকর সহবাসে নিজের দেহকেও অপবিত্র করে। এই দুষ্টার সহবাসে যে সকল গর্ম্মি রোগ উৎপন্ন হয় তাহাতে বাঘী প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ উপস্থিত করিয়া থাকে। এই বিষ সহসা নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয় না, শরীর শুষ্ক ও জ্যোতিঃশূন্য করে, এবং ইহা দ্বারা গনোরিয়া (সপূঁজ মেহ) প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে।

উপদংশ-দুষ্ট গর্ভজাত শিশুর প্রায়ই গর্ভে মৃত্যু হইয়া থাকে, অথবা ভূমিষ্ঠ হইয়া মারা যায়, কিম্বা জন্মের পর কিয়দ্দিবস পরেই ইহলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে। এই বিষের দ্বারা স্ত্রীর বন্ধ্যাদোষ, মৃতবৎসা দোষ, রজঃকৃচ্ছ্রতা, স্বল্পরজঃ প্রভৃতি রোগ জন্মাইতে পারে। গরমী পীড়া জননেন্দ্রিয়ে হইলেও সময় সময় ইহার ক্ষত জনন যন্ত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে, উরুদেশে, অধরোষ্ঠে, জিহ্বায়, স্তনের বোঁটায়, অঙ্গুলিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রক্তসংক্রমণ গরমীর ক্ষত লক্ষণ।

ইহাতে একাধিক ক্ষতের চারিধার বোধ হয় যেন অস্ত্রের দ্বারা কর্ত্তিত, ক্ষতের উপরের অংশ পোকায় খাওয়ার মত, অধিক পুঁজ হওয়া, এই ক্ষত শীঘ্র বৃদ্ধি হয় ও পচিয়া যাইয়া থাকে। ইহার মূলদেশ কোমল কখন কখন কঠিনও হয়, আবার কোমল হইয়া যায়, এই উপদংশে বাঘী হয়, ইহা সহবাস সঞ্জাত।

অপেক্ষাকৃত অধিক বিষাক্ত ক্ষত।

এই উপদংশের ক্ষত গোল, গভীর, নিরঙ্কুর, ক্ষতমধ্যে সামান্য ক্লেদ প্রায়ই

লাগিয়া থাকে, পুঁজ পাতলা, রসস্রাব হয়, ক্ষতমূল ও কিনারা স্থূল ও দৃঢ় হয়। ইহার মূলদেশে দৃঢ়তা সম্পন্ন এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানাবদ্ধ। এই ক্ষত হইলে একাধিক বাঘী হইয়া পাকিয়া ফুলিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত কঠিন।

প্রাইমারি সিফিলিস্ বা প্রাথমিক উপদংশ।

ইহার চারিটী অবস্থা—অর্থাৎ ইনডিওটেড বা ট্রুস্যাঙ্কার। ১। সফট সিম্পল স্যাঙ্কার। ২। ফ্যাজেড্যানিক স্যাঙ্কার। ৩। শ্লফিং স্যাঙ্কার। ৪।

১ম। ইনডিওটেড স্যাঙ্কার—ইঙ্গুইন্যাল গ্রন্থি বা কুচকির গ্রন্থি সমূহ ও তন্নিকটস্থ স্থান প্রদাহিত হইয়া সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ হয়। ইহার উৎপত্তি হইতে উন্নতাবস্থা দশ দিবস হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত। সর্ব্ব প্রথমে একখানি ক্ষত হয় পরে লিঙ্গ সংযত হইয়া চতুস্পার্শ ও মূলদেশ উন্নত ও কঠিন হয়, এবং ক্ষত হইতে সামান্য রস নিঃসৃত হইতে থাকে। ক্ষত সহজে শুষ্ক হয় না এবং শুষ্ক হইবার পর ক্ষত স্থান কঠিন হইয়া সেকাণ্ডারি ষ্টেজ বা রোগের দ্বিতীয়াবস্থা আনিয়া থাকে।

২। সেকেণ্ডারি ষ্টেজ বা সফট্ সিম্পল্ স্যাঙ্কার

ইহাতে পুঁজোৎপত্তি হয় এবং সাধারণতঃ পুরুষের মেঢ্র ত্বকের (প্রিপিউ-সের ভিতরের দিকে গ্ল্যান্স বা লিঙ্গমুণ্ডের উপর বা তদাবরণীয় ত্বকের সম্মিলন স্থানে উদ্ভেদ জন্মিয়া থাকে।

বিশেষ ইহা ছাড়াও লিঙ্গের পশ্চাৎ কোনে, ভ্যাজাইনার প্রারম্ভে (স্ত্রীর ক্ষুদ্র যোনি পার্শ্বে) এই রোগ লক্ষণ প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। ইহার বিষ সংলগ্ন স্থান প্রথমে আরক্ত ও তাহার চতুস্পার্শ্বে লোহিত বর্ণের রেখা বিশিষ্ট ভেসিকেল বা উদ্ভেদ জন্মে। ইহার বিষ অতিশয় তীব্র এমন কি সঙ্গম সময়ে শিশ্নে কোনরূপ ক্ষত থাকিলে সঙ্গমের অব্যবহিত পরেই ক্ষত উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহার ক্ষত অতি ভয়ানক এমন কি কখন কখন লিঙ্গের সমস্ত অংশ প্রদাহিত করিয়া ভয়ানক ক্ষতে পরিণত হয়।

৩য়। ফ্যাজেড্যানিক স্যাঙ্কার—সফট্ সিম্পল্ স্যাঙ্কার ক্রমশঃ বড় হইয়া গভীর ক্ষতে পরিণত হয়। ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ ও তরল ক্লেদ পরিস্রাবী দুর্গন্ধময় পুতিগন্ধযুক্ত।

৪র্থ। শ্লফিং স্থাঙ্কার (গলনশীল ক্ষত) এই অবস্থায় ক্ষতের স্থানিক টিস্যুর ধ্বংস হইতে থাকে। এই ক্ষত এত সত্বর বিস্তৃতি লাভ করে যে চিকিৎসকও সময় সময় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া থাকেন, ইহার ক্ষত গভীর এবং ক্ষতের নিম্নভাগ লোহিতবর্ণ, ইহা অতীব ভয়ানক বা রোগের শেষ অবস্থা।

সিম্পল্ সিম্প্যাথিটিক বিউবো বা বাঘী।

গণোরিয়া, ব্যালানাইট্স্ অথবা উপদংশ রোগ জন্য লিম্ফ্যাটিক গ্রন্থির প্রদাহ উপস্থিত হইলে এই বাঘি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হয় প্রাদাহিক অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া নিবৃত্তি হয়, আর না হয় গ্রন্থিমধ্যে পূঁজ উৎপন্ন হইয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হয়।

প্রাইমারি বিউবো বা প্রাথমিক বাঘী– উপদংশ বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষতোৎপত্তি না হইলেও কেবলমাত্র উক্ত বিষ শোষিত হইয়া বাঘী উৎপন্ন করে।

ভিরিউলেণ্ট বিউবো—ইহা কোমল বা কঠিন উপদংশের ক্ষত-বিষ শোষিত হইয়া উৎপন্ন হয়। এই উপদংশ ক্ষত প্রকাশ হইবার দুই সপ্তাহ মধ্যে স্ফীতভাব প্রকাশ পাইয়া যে যে গ্রন্থিতে বিষ নীত হয়, কেবল তাহাতেই প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং লিম্ফ্যাটীক গ্রন্থিসমূহও আক্রান্ত হয়।

ধাতুগত বা সার্ব্বাঙ্গিক গৌণ উপদংশ রোগে এবং পারদ ব্যবহারের পরিণাম।

এই প্রকার উপদংশ রোগের ক্রিয়া সর্ব্বশরীরোপরি এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহে প্রকাশ পায়। প্রাথমিক ক্ষত প্রকাশের পর ছয় সপ্তাহ মধ্যে প্রায়ই লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। এই রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পাইবার একটী গুপ্তাবস্থা আছে, কারণ প্রাথমিক ক্ষত বর্ত্তমান সত্ত্বেও অনেক সময় পারদ ব্যবহার বশতঃ গৌণ উপসর্গাদি উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং কঠিন স্থাঙ্কারে উপস্থিত করাইয়া থাকে। সময় সময় কোমল স্থাঙ্কারে সেকেণ্ডারি অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়াও আরোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু কুপ্রথানুযায়ী চিকিৎসা

হইলে ভবিষ্যতে আরোগ্য হইবার পর রক্ত বিষাক্ত হইয়া ধবল এবং কুষ্ঠ-ব্যাধি, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগাদি জন্মাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণ উপদংশ রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র পারদ ঘটিত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা না করিয়া বিভিন্ন প্রথানুসারে চিকিৎসা করা যুক্তি সঙ্গত মনে হয়।

বহু স্থানে চিকিৎসাদ্বারা দেখিতে পাইয়াছি, প্রাথমিক উপদংশ সময় সময় সেকাণ্ডারি উপসর্গে আসিয়াও আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু সেকাণ্ডারি উপসর্গ এতই কঠিন যে, উহা একবার প্রকাশ পাইবার পর উহা পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইয়া বংশ পরম্পরা কষ্টদায়ক হইয়াছে। আমি কোন সময় একটী ত্রিংশত বর্ষ বয়স্ক যুবার সেকেণ্ডারি ষ্টেজের সময় চিকিৎসা করিয়াছিলাম। যে সময় আমি যুবকের চিকিৎসা করি সে সময় তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ নিরোগ ছিল, কেবলমাত্র মেঢ্র-ত্বকের মধ্যে সামান্য স্ফোটকবৎ ক্ষুদ্র ক্ষত ভিন্ন অন্য বাহ্যিক লক্ষণ কিছু দেখা যায় নাই। এই অবস্থায় আমি তাঁহাকে কেবলমাত্র একটি মলম এবং একটি সেবনীয় ঔষধ দিয়া বিদায় দিই পরে উক্ত যুবা বাটী প্রত্যাগমন করার পর জনৈক নামজাদা ডাক্তারের নিকট আমার চিকিৎসার কথা অবগত করানর পর উক্ত ডাক্তার আমার ঔষধ উক্ত সময় কার্য্যকারক হইবে না বলিয়া তিনি নিজেই নাইট্রেড্ অব মার্করি ঘটিত ঔষধ ব্ল্যাকওয়াস্ প্রভৃতি ধাবন এবং রস-কর্পূরাদি পারা ঘটিত ঔষধ সেবন ও ভাপরা বিধান মতে চিকিৎসা করিয়া সে সময় আরোগ্য করাইয়া ছিলেন। এইরূপে যুবকটির রোগ আরোগ্য হইবার ঠিক নবম বৎসর পরে উক্ত ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোক এবং দুইটি শিশু সন্তান লইয়া পুনর্ব্বার এখানে আসেন, সে সময় তাঁহার বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া আমার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছিল, কারণ সে সময় তাঁহার সমগ্র দেহ একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোড়া পোড়া গুটিকাদ্বারা আচ্ছন্ন এবং মধ্যে মধ্যে এক প্রকার তাম্রাভ ছুলির ন্যায় চাকাদাগ প্রকাশ পাইয়া দক্ষিণ চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া অশ্রু পতিত হইতেছিল। ২। স্ত্রীলোকটীর বাম স্তনটি স্ফীত, তলপেটে একখানা দাদের মত চাকাদাগ, নখমূলে ও জিহ্বামূলে ক্ষত, এমন কি কোন বস্তু গলাধঃকরণ করিতে যাতনা হয় এবং পরিপাক শক্তির লাঘব হইয়াছে।

৩য়। সঙ্গে যে শিশুদ্বয় আসিয়াছিল তন্মধ্যে ৬ মাস বয়স্ক প্রথম শিশুটির সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত এবং ছুলির মত দাগে পরিপূর্ণ, এবং সেই দাগসমূহ অসাড়। ইহা ভিন্ন ৬ মাস বয়স্ক অন্য শিশু যেটি সঙ্গে ছিল তাহার মস্তকে এক প্রকার ক্লেদপূর্ণ স্ফোটক, ইহা ছাড়া উভয় ওষ্ঠের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র স্ফোটকযুক্ত ফাটা ফাটা ক্ষত, এবং প্রস্রাব ঘোর রক্তবর্ণ, ইহা ছাড়া যাহা খায় তাহা ঠিক পরিপাক হয় না, ভস্‌কা মল পরিত্যাগ করে। উপরোক্ত রোগীগুলিকে পরীক্ষা করার পর জানিতে পারিলাম। মূল রোগী আরোগ্য হইবার তিন মাস পর তাঁহার স্ত্রী গর্ভ গ্রহণ করেন, তাহার পর প্রসবের অব্যাহতি পর হইতে নিজের এবং প্রথমোক্ত শিশু ঐরূপ হইয়াছে। আর মাতৃহীন শেষোক্ত শিশুটি মাতৃস্তন্যাভাবে উক্ত স্ত্রীর স্তন্যপান করানর জন্য ২।৩ মাস পর হইতেই ঐরূপ হইয়াছে। ঐ সকল লক্ষণাদি দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিবার আর বাকি রহিল না, আমি এই সময়

উপদংশ বিষের কুটীলতা

এবং পারদ ব্যবহারের কুফল বিবেচনা করিয়া উক্ত রোগীগুলিকে ঔষধাদি প্রদান করি এবং নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত উপযুক্তভাবে চিকিৎসা করিয়া পুরুষ রোগীর ৬ মাসের শিশু পুত্র ব্যতিত বাকিগুলির নির্দ্দোষ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। উপদংশাদি দোষে সতর্ক না হইলে নিম্নোক্ত উপসর্গাদি সহ বহু প্রকার যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি হইতে পারে। কারণ এই সময় এই উপ-সর্গাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে,—অর্থাৎ—স্থল বিশেষে ত্বগোপরি ভিন্ন ভিন্ন রূপ কণ্ডু বা উদ্ভেদাদি প্রকাশ থাকে, ঐ সমস্ত কণ্ডু প্রায়ই তাম্রবর্ণ, চর্ম্মোপরি-ক্ষত, জিহ্বামূলে ও গলাভ্যন্তরে ক্ষত, যান্ত্রিক বিকার, চক্রাকার দাগ, শ্বেতবর্ণের দাগ, শঙ্কাকার কণ্ডু, অর্থাৎ কতকগুলি কণ্ডু একত্র হইয়া শঙ্ক উঠিয়া গেলে যেমন দাগ হইয়া ক্রমশঃ ক্ষতে পরিণত হয় তদ্রূপ। ইহার সঙ্গে কাহার কাহার জ্বর হয়, কাহার বা ফুসফুসে বেদনা প্রকাশ পায়। গুটিগুলি কোন স্থানে ক্ষুদ্র, কোনটি মটরের ন্যায় কোনটি ঘামাচির ন্যায়, কোনটি ডিম্বাকার এবং বাহ্য শরীর পিঙ্গলবর্ণ এবং কোনটি বা কাল শুষ্কচিহ্ন। এই সকল গুটিকা উদর, মুখ, ও বক্ষদেশে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; আবার কখনও বা জিহ্বা, নাসিকা ও কপালে ক্ষত প্রকাশ হইয়া থাকে। বহুদর্শি

চিকিৎসক ভিন্ন এই সকল লক্ষণাবলী দেখিয়া রোগ নির্ণয় করা অতীব কঠিন মনে হয়; কারণ সময় সময় এমন রোগীও দেখা যায় যাহাতে উক্ত দুশ্চিন্থাদি পরীক্ষাতে উপদংশ রোগ সম্ভূত লক্ষণাদি হইয়াছে একথা নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টজনক হইয়া পড়ে। উপদংশ কণ্ডুসমূহ দীর্ঘকাল শরীরে থাকিলে পরিণামে অস্থিবেষ্ট, পেশী, কণ্ডরাচ্ছাদনী প্রভৃতি স্থানে প্রায়শঃ শোথ উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে ক্ষত জন্মিয়া থাকে।

উপদংশ জন্য কেশক্ষয়—মস্তকের ভ্রূদ্বয়ের ও চক্ষুর পাতার কেশ পতিত হয়। মস্তকের কেশ উঠিয়া গিয়া টাকে পরিণত হয় এবং উক্ত স্থান হইতে মরামাসের মত চর্ম্ম উঠিতে থাকে।

উপদংশ জন্য চক্ষুরোগ—চক্ষের জ্যোতি হ্রাস, দৃষ্টির ব্যাঘাত, আইরিসের ঘন ঘন লিম্ফ সংযত হয়, এই সময় চক্ষু তারার পার্শ্বে পীতবর্ণের এলব্যুমেন একিউয়াস্ হিউমারে বর্ত্তমান থাকায় নীলবর্ণের আইরাডিস্ সবুজবর্ণ দেখায় স্কেল্‌রিটেকের উপর একরূপ পর্দ্দা পড়ে এবং কর্ণিকা আক্রান্ত হয়।

উপদংশ জন্য ত্বক্ ও নিম্ন ত্বকের কণ্ডু—প্রাথমিক উপদংশের পর এই সকল কণ্ডু সর্ব্ব শরীরে প্রকাশ হয় এবং ক্রমশঃ ক্ষতে পরিণত হইয়া থাকে। এই সময় পারদাদি দ্বারা চিকিৎসা করিয়া রোগ আরোগ্য হইলে কোন স্থানে পায়ের তলে, হাতের তলে, একরূপ খসখসে চামড়ার মধ্যে গুটিকা উৎপাদন করে, উহা চুলকায় এবং রস পড়ে, পরে শুষ্ক হইয়া মরা চামড়া উঠে, এই উপসর্গ হইলে কাহার কাহার উক্ত স্থানাদিতে কাল কাল চিহ্ন উৎপন্ন হয়, এবং চামড়া কর্কশ হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ ধবল রোগ দেখা দিয়া থাকে।

উপদংশ জন্য টন্‌সিল্ ও ফেরিংসের ক্ষত।—উপরোক্ত স্থান সমূহে ক্ষত হইয়া ধূসরবর্ণ হয়, এবং সত্বরেই পচিয়া খসিয়া পড়ে, এই ক্ষতে সাড় থাকে না কাজেই খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারে না। স্বর বিকৃতি হয়, নাসিকা বসিয়া যায়।

উপদংশ জন্য নখের পীড়া—নখমূল ধ্বংস হইয়া নখ পচিয়া যায় এবং তাহার মূলদেশে নানারূপ পীড়া জন্মে।

উপদংশ জন্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্ফোটক—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে আরক্তিম্ কণ্ডু

জন্মাইয়া উহা ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত করে। রোগী স্ত্রী হইলে এই সময় কিম্বা সার্ব্বাঙ্গিক উপদংশের প্রথমাবস্থায় লেবিয়া, পেরিনিয়ম ও মল দ্বারের সন্নিকটে এবং পুরুষের শিশ্নমুণ্ডে, অণ্ডকোষের চর্ম্মে, মলদ্বারের চতুঃস্পার্শ্বে এবং উরুদেশে. খোসের ন্যায় ক্ষত, চুলকনার মত, বিথাউজের মত, বিবিধ আকারে ক্ষত উৎপন্ন করে।

উপদংশ জন্য গ্রন্থি বর্দ্ধন—সন্ধি সমূহের লসীকা গ্রন্থি সকলের আক্ষেপ, কোষবৃদ্ধি, হারেনিয়া, স্ফীততা. বক্কত্বের পীড়া. পেসী সকলের অস্থির যাতনা, মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কাবরণী, এবং মেরুদণ্ড ও ফুসফুস পীড়িত হয়।

ইহা ছাড়া উপদংশ দোষ জন্য যে সকল রোগসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহার বিবরণ পদ্ধতি সংক্ষেপে প্রদান করিলাম. যদি কোন রোগী এই রোগের বিশেষ নিদান জানিতে বাসনা করেন তাহা পর খণ্ডে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

উপদংশ দোষ জন্য পীড়াসমূহ—ঔপদংশিক স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, মসূরিকাক্ষত, মজ্জাবিকৃতি, পাণ্ডু রোগ, মূর্চ্ছা, গ্রন্থিক্ষত, নাসাক্ষত, অংশুঘাত, শিরঃপীড়া, পক্ষাঘাত, কর্ণরোগ, ক্ষয়কাস, অন্ধত্ব, ধমনীবিকার, প্লীহাবৃদ্ধি, যান্ত্রিকপীড়া, তালুক্ষয়, অস্থিরদোষ, সন্ন্যাস রোগ প্রভৃতি এক উপদংশ এবং পারদ বিকৃতি হইতে জন্মাইতে পারে। ইহার অন্যান্য কথা পূর্ব্বখণ্ডে উক্ত হইয়াছে। আবশ্যক বোধ করিলে এই সকল রোগের বিশদ বৃত্তান্ত উদাহরণাদি দ্বারা পরে দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত করিব।

ইহা ছাড়া টার্সিয়ারি বা তৃতীয়াবস্থার উপদংশ রোগ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত লক্ষণাবলী নিম্নে প্রদান করিলাম।

এই উপদংশের ক্ষতসকল পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হয় ও আরোগ্য হয়, এবং শরীরের রক্ত দেখিতে দেখিতে বিষাক্ত হইয়া থাকে, হস্তের চর্ম্ম পুনঃ পুনঃ উঠিয়া যায়, গলমধ্যে ও তালুতে ক্ষত দেখা যায়, লসীকাগ্রন্থি সমূহ স্ফীত ও ক্ষত যুক্ত হয়, গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয়, অণ্ডকোষ স্ফীত হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক রোগ দেখা দেয়, যকৃৎ মধ্যে বেদনা, এবং স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়া থাকে। এই বিষ অতীব ভয়ানক, ইহা একবার আক্রমণ করিলে জীবনের আশা অল্পই মনে হয়। এই বিষ আক্রমণ করিবামাত্র সুচিকিৎসা আবশ্যক।

এই শ্রেণীর পীড়ার নিদান-তত্ত্ব, বিভিন্ন আকারের হইলেও ক্লেদপূর্ণা দুষ্টা স্ত্রীগমন ভিন্ন অন্য কিছু দেখা যায় না।

উপদংশ বিষ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়।

এই রোগ উৎপন্ন হইলেই অনেকে মুখ আনাইয়া অথবা অযথা পারদাদি ব্যবহার করাইয়া ইহার প্রতিকার কল্পে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু আমার মতে উহা অত্যন্ত দোষ মনে করি, কারণ চাক্ষুষভাবে দেখা যায়, যে সকল রোগী পারদাদির ধূমপান ও ভাবরা প্রভৃতির দ্বারা উপস্থিত যন্ত্রণামুক্ত হইয়াছেন, ভবিষ্যতে সেই সেই রোগীর দেহে দেখা গিয়াছে, হয় ধবল, না হয় বিকৃত চর্ম্ম, কিম্বা বাতরক্ত, প্রভৃতি কুষ্ঠ রোগ অথবা অন্য উৎকট রোগ আনয়ন করিয়াছে।

পারদ ঘটিত ঔষধ যদিও এ বিষয়ে সুফল দর্শাইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও সুচিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। অনেকে বলেন উপদংশ রোগে সালসা ফলপ্রদ, কিন্তু বাস্তবিকই তাহা নহে, কেননা ঐ অবস্থায় সালসায় সামান্য উপকার হইলেও অত্যধিক প্রয়োগে হানিজনক হইয়া থাকে। এ অবস্থায় আর্সেনিক ও অত্যধিক আইওডাইডপটা-সিয়ম, অথবা পারদ, এবং অত্যন্ত শৈত্য ক্রিয়া করিলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

উপদংশের ক্ষত আরোগ্য হইলেই নিম্নোক্ত ক্রিয়া মঙ্গলপ্রদ মনে হয়।

১ম। অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করা।

২য়। মদ্যপানাদি নেশা রহিত করা।

৩য়। ক্লেদবিশিষ্ট যোনিগমন না করা।

৪র্থ। যাহাতে রক্ত গরম হইতে পারে এরূপ ক্রিয়া ত্যাগ।

৫ম। যাহাতে বিশুদ্ধ রক্ত উৎপাদন করে এরূপ ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করা।

৬ষ্ঠ। লিঙ্গনাল ও গাত্র চর্ম্ম সর্ব্বদা পরিষ্কার করা।

৭ম। কোষ্ঠ শুদ্ধি রাখা।

৮ম। বিশুদ্ধ সরিষার তৈল অভ্যঙ্গ করা।

৯ম। নিম্বপত্র ব্যতীত অন্যান্য তিক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করা।

১০ম। দেহ বলাধান এবং পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রী সহবাস বন্ধ রাখা।

১১শ। অধিক লবণ, অধিক মাংস, অধিক মৎস্যাদি ভক্ষণ না করা।

১২শ। উপদংশ আরোগ্য বা যাপ্য হওয়ার পর, কিছুদিবস পারাবর্জ্জিত রক্ত শোধক যে কোন প্রকার ঔষধাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা রক্ত শোধিত হইয়া, নূতন রক্তকনিকার বৃদ্ধি হয়, দাস্তসাফ রাখে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, তরলশুক্র বা শুক্র দোষ নিবৃত্তি করিয়া শুক্রের বল ও গাঢ়ত্ব সম্পাদন করে, বায়ুর সংশমন হয় এবং ত্রিদোষ নাশক অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফকে দমনে রাখে এমৎ প্রকার ঔষধ অন্যূন ছয় মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে এবং কিছু দিবস পর্য্যন্ত স্ত্রী সহবাস না করিলে ভবিষ্যতের দুর্ঘটনা হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়।

বাতরক্তের সাধারণ লক্ষণ।

বাতাধিক বাতরক্ত; পাদদ্বয়ে অত্যন্ত শূল, স্পন্দন; গোড়ালি প্রভৃতি স্থানে সূচি বিদ্ধ মত বেদনা, শোথযুক্ত স্থানের রং শ্যাববর্ণ, ঐ শোথ কখন বর্দ্ধিত কখন বা হ্রাস হয়, শরীর কম্পবান, সুপ্ত এবং দারুণ বেদনাযুক্ত হয়। এবং বায়ুর প্রাধান্য হেতু বাতরক্ত রোগে কুষ্ঠ রোগের ন্যায় লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায়। এ কারণ বহুদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক ভিন্ন, সাধারণতঃ মিলিত দোষাদি সংস্পৃষ্ট বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগের কারণ-তত্ত্ব নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হয়েন না। এজন্য নব্য চিকিৎসকগণ বহুদর্শিতাভাবে প্রবল বাতরক্তকে কুষ্ঠ আর কুষ্ঠকে বাতরক্ত নির্ব্বাচন করেন। কুষ্ঠই বলুন, আর বাতরক্তই বলুন, একমাত্র বায়ু, পিত্ত, কফাদির প্রাধান্য হেতু ব্যাধিটি কিরূপ অবস্থায় উৎপন্ন হয়, তাহা সকল চিকিৎসকেরই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এজন্য বাতরক্ত কিম্বা কুষ্ঠরোগে যতদূর পারিলাম বায়ুর ক্রিয়া দেখাইয়া যাইতেছি, সমধিক বাতপ্রধান রোগই অধিকতর কষ্টদায়ক; সেজন্য মোটামুটী কতকগুলি বায়ুর ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা পাইলাম। বায়ু সর্ব্বত্রেই বিদ্যমান; এই বায়ু বিকৃত হইলে জীবন কখনই রক্ষা করা যায় না। এজন্য সর্ব্বাগ্রে রক্তদুষ্ট্যাদি রোগে সকলেরই বায়ুর কর্ম্ম জানা আবশ্যক।

কুপিত বায়ুর কার্য্য।

চর্ম্মস্থ বায়ু কুপিত হইলে—বিবর্ণতা, অঙ্গাদির স্পন্দন, দেহরুক্ষতা, চর্ম্মের

অসাড়তা ; অঙ্গ-সমূহের চিম চিমানি ; বেদনা ; সূচিবিদ্ধবৎ যাতনা, চর্ম্মফাটা, ও বিদারিতবৎ যাতনা।

বায়ু রক্তগত হইলে—ব্রণাদির উৎপাদন।

বায়ু মাংসগত হইলে—বেদনাসহ গ্রন্থ্যুৎপাদন।

বায়ু মেদগত হইলে—বেদনাযুক্ত ব্রণ রহিত গ্রন্থ্যুৎপাদন।

বায়ু শিরাগত হইলে—শিরামধ্যে শূলবৎ বেদনা ; শিরাকুঞ্চন ও বায়ু পূর্ণ থাকে।

বায়ু স্নায়ুগত হইলে—স্তম্ভন, কম্পন, শূলবিদ্ধ বেদনা ও আক্ষেপ।

বায়ু সন্ধিস্থানগত হইলে—সন্ধিসমূহের নাশ ; শূলবিদ্ধ বেদনা ও শোথ।

বায়ু অস্থিগত হইলে—অস্থিসমূহের শুষ্কতা, ভেদবৎ বেদনা ; শূলানি।

বায়ু মজ্জাগত হইলে—অত্যন্ত বেদনা ও বহু যন্ত্রণাদায়ক হয়।

বায়ু শুক্রগত হইলে—শুক্রাল্পতা, শুক্রদোষ, উত্তেজনা রাহিত্য।

সর্ব্বাঙ্গগত বায়ু কুপিত হইলে সমুদায় ধাত্বাদি বিনষ্ট করিয়া স্তম্ভন, আক্ষেপ, অসাড়তা, শোথ, শূলানি, কম্পনাদি প্রভৃতি উৎপাদন করে এবং উল্লিখিত বায়ু, স্থান-সমূহের মধ্যে দুই বা ততোধিক স্থান আশ্রয় করিলে পূর্ব্বোক্ত মিশ্রভাব উপস্থিত করে এবং এক স্থানে বিকৃত হইলে সেই অবয়বেই উক্ত উপসর্গাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পিত্তযুক্ত বায়ু জন্য উপসর্গাদি।

বায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে—দাহ সন্তাপ মূর্চ্ছা।

বায়ু কফ দ্বারা মিলিত হইলে—শীতবোধ শোথ ; শরীরভার।

বায়ু রক্ত সংযুক্ত হইলে—সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অসাড়তা ও পিত্ত জন্য বিকার সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রাণ বায়ু।

প্রাণ-বায়ু পিত্তাবৃত হইলে—বমি ও দাহ।

প্রাণ-বায়ু কফাবৃত হইলে—অঙ্গগ্লানি, তন্দ্রা ও বিবর্ণতা।

উদান বায়ু।

উদান-বায়ু পিত্ত মিলিত হইলে—মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম, অঙ্গগ্লানি।

উদান-বায়ু কফাবৃত হইলে—ঘর্ম্মহীনতা, রোমাঞ্চ, মন্দাগ্নি, শীতবোধ ও স্তম্ভন-ক্রিয়াবর্দ্ধিত হয়।

—

সমান বায়ু।

সমান-বায়ু পিত্তাবৃত হইলে—ঘর্ম্ম, দাহ, উষ্ণভাব, মূর্চ্ছা।

সমান-বায়ু কফাবৃত হইলে—মল-মূত্র কফমিশ্রিত ও রোমাঞ্চ।

—

অপান-বায়ু।

অপান-বায়ু পিত্ত সমাবৃত হইলে—দাহ, উষ্ণতা, (স্ত্রীলোকের হইলে প্রদর রোগ, রক্তভাঙ্গা।)

অপান-বায়ু কফাবৃত হইলে—শরীরের অধোভাগ ভার।

—

ব্যান-বায়ু।

ব্যান-বায়ু পিত্ত সংযুক্ত হইলে—দাহ, গাত্র বিক্ষেপ ও অঙ্গগ্লানি।

ব্যান-বায়ু কফাবৃত হইলে—গাত্র ভার; অস্থি-সন্ধি-সমূহের স্তব্ধতা ও চলৎ শক্তি রহিত হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া নিম্নে যে যে লক্ষণে সহসা বাতরক্ত রোগ নির্ব্বাচিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

—

রক্তাধিক্য বাতরক্ত।

রক্তাধিক্য বাতরক্ত—শোথ ও অত্যন্ত বেদনা, কম্পন, সূচিবিদ্ধমত যাতনা, কখনও বা চিম চিমে বেদনাযুক্ত, রং তাম্রাভ, কণ্ডু ও ক্লেদযুক্ত এবং স্নিগ্ধ। রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা এই রোগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিত্তাধিক্য বাতরক্ত—ইহাতে উভয় পাদের দাহ, শোথ স্পর্শাসহ বেদনা, অতিশয় উত্তপ্ত পাকযুক্ত ও ঘর্ম্মাভিষিক্ত হয় এবং রোগীর দাহ শোথ মোহ, মত্ততা, পিপাসা বর্ত্তমান থাকে।

কফাধিক্য বাতরক্ত—ইহা দ্বারা শরীরের চর্ম্ম আদ্রতাবোধ, পাদদ্বয় ভার, স্পর্শ জ্ঞানের অভাব, স্নিগ্ধ, শীতল, কণ্ডু ও অল্পবেদনান্বিত হয়।

দ্বিদোষ বা ত্রৈদোষিক বাতরক্ত—ঐ সকলের মিলিত লক্ষণযুক্তকে দ্বিদোষ ত্রিদোষযুক্ত বাতরক্ত কহে। এই সকল বাতরক্ত যথাকালে উপশমিত না হইলে পাদদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ইন্দুরের বিষের ন্যায় মন্দবেগে প্রসারিত হইয়া ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও বহু উপসর্গ আছে অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না।

বাতরক্তের উপদ্রব—সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত বাতরক্তে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত উপসর্গ-গুলি পরিলক্ষিত হয়। যথা—অনিদ্রা, অরুচি, শ্বাস, শিরোবেদনা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, পিপাসা, জ্বর, মোহ, কম্প, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প, মাংসপাক, কাঁটাবেধা, যাতনা, ভ্রম, ক্লম, অঙ্গুলিসমূহের বক্রতা, স্ফোটকোৎপত্তি, দাহ, অঙ্গগ্রহ, অর্ব্বুদোৎপত্তি, গাত্রে দাগড়া দাগ, লাল কাল সাদা চাকা দাগ, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাগ, স্থানে স্থানে স্পর্শশক্তি লোপ, পুরুষত্ব হীনতা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল বাতরক্ত রোগীর পাদমূল হইতে জানু পর্য্যন্ত চর্ম্ম বিদীর্ণ বা ক্ষতযুক্ত হয় ও তাহা হইতে রসাদি স্রাব হইয়া শরীরের বল এবং দেহ শুষ্ক হইতে থাকে; সাধারণে তাহাকে প্রায় অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ উপযুক্ত চিকিৎসক ভিন্ন এ সময় অন্য স্থানে ইহার আরোগ্য আশা প্রায় থাকে না।

বাতরক্ত রোগে চিকিৎসাশাস্ত্রকারগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাতরক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দোষানুসারে বলাবল বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রয়োগ করাইয়া বহু পরিমাণে রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা দেন ও যাহাতে বায়ু বৃদ্ধি না হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলেন আর যে স্থানে দাহ, সূচীবিদ্ধ বেদনা সেই স্থানে জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ এবং যে স্থানে চিমি চিমি বেদনা কণ্ডু ও কম্প সম্বলিত, তথায় শৃঙ্গ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে বলেন, আবার ঐ সকল উপসর্গ যদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রসারিত হয়, তাহা

হইলে স্নায়ু বিদ্ধ করতঃ বিদ্ধস্থান আবৃত করিয়া গাঢ় মর্দ্দন দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে বলেন।

কিন্তু আমার মতে ঐরূপ রক্তমোক্ষণ করা, সকল স্থানে ঠিক বুঝিতে না পারিলে ভালর স্থানে মন্দ আশাই সমধিক দেখা যায়। যেহেতু ঐ অবস্থায় শরীরের গ্লানি থাকিলে রক্তমোক্ষণ অকর্ত্তব্য,কেননা ঐ অবস্থায় রক্তমোক্ষণাদি করিলে বায়ু বর্দ্ধিত, হইয়া অত্যন্ত শোথ, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প, বায়ুবর্দ্ধন জন্য শিরাগত ব্যাধি, গ্লানি, অঙ্গুলি সমূহের বক্রতা ও অন্যান্য বাতরোগ উৎপাদন করে এবং উহার বিশেষ দোষ যদি ঐ রক্ত সম্যক স্রাব না হয় অথবা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাতে খঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগ উৎপন্ন হয় বা মৃত্যু ঘটে। দৃষ্টান্ত পরে দ্রষ্টব্য। অতএব সকল সুচিকিৎসকেরই রক্ত উপযুক্ত পরীক্ষা করিয়া প্রথানুসারে রক্তস্রাব করান বিধেয়। ইহার চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদে বিরেচন স্নেহ, বস্তিক্রিয়া, প্রলেপ,অঙ্গস্বেদ, পরিষেকাদি দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে আমার যুক্তিতে বরং এ সকল ক্রিয়া উত্তম বিবেচিত হয়, যেহেতু এরূপ করিলে অনিষ্ট আশঙ্কা থাকে না।

আধুনিক সমধিক ভুইফোঁড় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য চিকিৎসকের মধ্যে কেহ কেহ রোগীর অসাড় ও স্ফীত ভাবাপন্ন স্থানে আইডিন প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য দ্বারা ক্ষত করিয়া রস-রক্তাদি স্রাব করান। কিন্তু ইহার পরিণাম ফল বিবেচনা না করিয়া কিরূপে যে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন তাহা তাঁহারাই জানেন। ইহার পরিণাম ফল যে ভয়ানক তাহা একমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকাই প্রধান হেতু বোধ হয়। এক্ষণে বাতরক্ত রোগ যে কি তাহা বর্ণনা করিলাম পরে মতান্তরে কুষ্ঠ ব্যাধির বিবরণ এবং কুষ্ঠ রোগে নূতন সন্নিবেশ পরে দেখুন।

মতান্তরে কুষ্ঠরোগ-নিদান-তত্ত্ব।

কুষ্ঠাদি রোগের নূতন সন্নিবেশ—ইংরেজী মতের চিকিৎসকগণ, কুষ্ঠব্যাধি সমূহকে সচরাচর এই কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা—

১ম। এনাস্থেটিক লেপ্রা—অর্থাৎ চক্রাকার রক্তাভদাগাদি যুক্ত এবং স্পর্শজ্ঞান রাহিত্য কুষ্ঠ।

২য়। ট্যুবার্কিউলার লেপ্রা—অর্থাৎ ঔডুম্বর কুষ্ঠ কিম্বা ডুমুর ফলের ন্যায় সগুটা কুষ্ঠ। এই কুষ্ঠ, কারণ ও লক্ষণ ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা—যখন এই রোগ কণ্ডুপুঞ্জসহ মধ্যমাকৃতি ও গোলাকার ও লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্ম চর্ম্ম দ্বারা আবৃত থাকে তখন তাহাকে লেপ্রা ডলগারিস কহে। এই সময়টুকুই টুবার্কিউলার প্রথমাবস্থা।

খ। যে সময় পূর্ব্বোল্লিখিত কণ্ডুগুলি উহা হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং শ্বেতাভ হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তখন তাহাকে লেপ্রা এল্-ফউডস বলে।

গ। তাম্রবর্ণ গুটি বিশিষ্ট এবং পূর্ব্বোক্ত আকৃতি যুক্ত কণ্ডুকে সিফিলি-টিক লেপ্রা বা ঔপদংশিক কুষ্ঠ কহে।

ট্যুবার্কিউলার লেপ্রার সাধারণ লক্ষণ।

এই কুষ্ঠরোগ আক্রমণ করিলে, কখন কখন জ্বর বা জ্বরভাব, কণ্ডুসমূহ গাত্রে বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হইয়া স্বাভাবিক চর্ম্মাপেক্ষা উচ্চ হয়, এবং ঐ সকল স্থান হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে যেন কোনরূপ জলীয় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ আছে বলিয়া বোধ হয় এবং ঐ সকল গুটি ক্রমশঃ বহু সংখ্যক বাহির হইয়া ক্রমে ক্রমে কঠিন গুটিকাকারে পরিণত হয়। এই গুটিকা দেখিতে চক্রাকার উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট ও কোমল ইহা যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া চক্ষের পাতা পুরু নাসিকা স্থূল, ভ্রূদ্বয় স্থূল, এবং ভ্রূদ্বয়ের ও চক্ষুর পাতার কেশ ক্ষয় হইয়া ওষ্ঠ ও কর্ণাদি স্থূল হয় এবং গুটিকা-গুলি দীর্ঘকালের হইলে ফাটিয়া ক্লেদাদি জন্য ক্ষত উৎপন্ন করে। আর যদি নাসারন্ধ্রের মিউকস্ ঝিল্লীর উপর গুটিকা জন্মিয়া ক্ষত হয় তাহা হইলে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ রক্তাদি সহ মামড়ীবৎ কঠিন পদার্থ বাহির হইয়া ক্ষত জন্মাইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃ নাসিকার কোমল পালেট ধ্বংস হইয়া নাসিকা বসিয়া যাইয়া গলার মধ্যে ক্ষতাদি জন্য স্বরভঙ্গাদি ঘটিয়া শরীর শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ট্যুবার্কিউলার মৃত দেহ পরীক্ষা—মৃত্যুর পর বাহ্যিক চর্ম্ম পুরু ও কঠিন। শব ব্যবচ্ছেদ করার পর প্লীহা, যকৃৎ ও মস্তিষ্ক কোমল, কশেরুকা মজ্জার

সন্নিকটের অনেক স্থলে একরূপ তরল পদার্থ সঞ্চিত দেখা যায়। চক্ষের নিম্ন স্থানে একরূপ তৈলাক্ত পদার্থ সঞ্চিত থাকে। স্নায়ু-সূত্র স্ফীত ও দৃঢ় হয়, এ কারণ জীবিতাবস্থায় এনাস্থিটিক লেপ্রায় স্পর্শানুভবাদি শক্তি রহিত হইয়া থাকে।

এনাস্থিটিক লেপ্রর বিষদ বিবরণ।

এই কুষ্ঠরোগের রোগাক্রান্ত স্থানে স্পর্শানুভব-শক্তি থাকে না। ইহা জন্মাইবার পূর্ব্বে প্রায়ই প্রথম সময় গালে বা সমগ্র মুখমণ্ডলে হস্ত-পদাদি স্থানে জন্মাইয়া থাকে, এবং আক্রান্ত স্থানের রং তাম্রাভ বা পিঙ্গল বর্ণ, ঐ স্থানের চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত পুরু এবং স্বাভাবিক চর্ম্ম হইতে উচ্চ হয়, কখন কখন গোলাকার হইয়া থাকে, আক্রান্ত স্থানের উপর হাত দিলে খসখসে বোধ হয় এবং সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত লাভ করিয়া হস্ত পদের অঙ্গুলি সমূহ স্পর্শানুভব-শক্তি রহিত হইয়া ফাটিয়া ক্ষতে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ খসিয়া যাইয়া থাকে। এই রোগে সচরাচর কর্ণমূল, নাসিকার উভয় পার্শ্ব ভ্রূর উপর, ওষ্ঠদ্বয়, এবং কর্ণাদি স্থান স্ফীত হইয়া ক্ষতে পরিণত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগের ঔষধ।

প্রকৃত প্রস্তাবে কুষ্ঠাদি রোগ আরোগ্য করিতে যাইলে একমাত্র আবধৌতিক ঔষধ ভিন্ন উক্ত রোগের আরোগ্যাশা অতিকম মনে হয়, কেননা ভীষকগণ ব্যক্ত করিয়াছেন, যে,বাতরক্ত একবর্ষ মধ্যস্থ হইয়া বহু দোষ রহিত হইলে স্থল বিশেষে যাপ্য ও কতকগুলি আরোগ্য হয়, সেজন্য আমিও কেবল মাত্র আয়ুর্ব্বেদ মতের ঔষধ গুলির নাম প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগ।

চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, সচরাচর প্রায়ই নিম্ন ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যথা—

*অমৃতাঙ্কুরলৌহ, মাণিক্যরস,*রসতালেশ্বর, মহাতালেশ্বর,*গলৎকুষ্ঠারিরস, গুগ্ গুলু, *পঞ্চতিক্ত ঘৃতগুগগুলু, *অমৃত—ভল্লাতক, *মহাভল্লাতক-গুড়,

*মহাতিক্তকঘৃত, মহাখদির ঘৃত, *বৃহৎগুড়ূচী তৈল, *মহারুদ্র গুড়ূচ্যাদি তৈল, মহারুদ্র তৈল, বিষতিন্দুকতৈল, শারিবাদ্য তৈল, *মহাপিণ্ড তৈল, *মরিচাদ্য তৈল, *বৃহন্মরীচাদ্য তৈল, কন্দর্পসার তৈল, বাসারুদ্র তৈল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

উপরে যে সকল ঔষধ বলিয়া আসিলাম উহার মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ * এই চিহ্নিত ঔষধ গুলিই প্রায় সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন ; তাহা ছাড়া আরও বহু ঔষধ আছে ; কিন্তু সচরাচর তাহা ব্যবহার করেন না।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের উপকারিতা।

আজ অষ্টাদশ বর্ষাধিক কাল এই কুষ্ঠ চিকিৎসাদিতে স্বয়ং ব্রতী থাকিয়া যাহা বুঝিয়াছি ; তাহাতে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগের প্রথম অবস্থায় বহু বিবেচনা সহকারে উক্ত * তারা মার্কা ঔষধ গুলি আবশ্যক মতে রোগানুসারে বাছিয়া লইয়া নিয়মিত ভাবে বর্ষাধিক কাল ব্যবহার করাইলে স্বল্প দোষাশ্রিত এবং অল্প দিবস জাত ব্যাধি যাপ্য থাকে মাত্র। ইহা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধে রক্তদুষ্টি সংশ্রিত কোন ব্যাধিই নির্দ্দোষ আরোগ্য হইতে পারে না ইহা আমার বিশ্বাস ; কেননা এই কলিকাতা সহরে প্রায় অষ্টাদশ বর্ষাধিক কাল চিকিৎসা করিয়া গণ্যমান্য কবিরাজ মণ্ডলীর হস্তস্থিত রোগী যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে যদি নির্দ্দোষ রোগারোগ্য-কারিতা শক্তি থাকিত, তাহা হইলে গণ্যমান্য ব্যক্তি সমূহ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতের আশ্রয় গ্রহণ কেন করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, আমিও বহু অর্থ ব্যয়ে উপরোক্ত ভাল ভাল আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার দ্বারা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে সূক্ষ্ম ফল বিবেচনায় সন্তুষ্ট হওয়া যায় না, সে কারণ বিজ্ঞ সম্প্রদায় মধ্যে নিবেদন করি-তেছি, যদি কেহ এই ঘৃণিত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন, এবং বহু দিবস উক্ত ব্যাধি শরীরে ভোগ করিতেছে এমত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে অন্য চিকিৎসা না করিয়া কোন উপযুক্ত স্থলে মতান্তর আবধৌতিক মতে চিকিৎসিত হইবেন।

বাস্তবিকই স্থির চিন্তা করিয়া দেখিলে এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ চিকিৎসার ন্যায় আশু ফলপ্রদ চিকিৎসা কুত্রাপি দেখা যায় না। আমি বহু স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যেস্থলে উচ্চ জ্ঞান-বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ, নাক, মুখাদি স্ফীত ও গাত্রে চাকা চাকা দাগযুক্ত উপসর্গে ছয়মাস ঔষধাদি ব্যবহার করাইয়াও আংশিক ফলও প্রদান করিতে পারেন নাই, সেই স্থলে আমার ব্যবস্থিত আবধৌতিক মতোক্ত ঔষধে এক পক্ষ মধ্যে দৈহিক সমগ্র শোথ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছে।

এলোপ্যাথিকে কুষ্ঠরোগ।

রক্ত-দুষ্টি সংক্রান্ত কোন ব্যাধি এলোপ্যাথিক ঔষধে আরোগ্য হয় না, বরং ইহা দ্বারা রোগ উত্তরোত্তর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেজন্য বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে ইংরাজী-মতের ঔষধ প্রয়োগ করিতে নিষেধ করি। হয়ত আমার এই কথায় অনেক বিজ্ঞ ডাক্তার অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু একবার স্থির চিন্তা করিয়া দেখিলে আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার উপরোক্ত কথা সত্য কি না। তাহা হইলেই বোধ হয় কেহই আর আমার উপর দোষারোপ করিবেন না।

কুষ্ঠাদিরোগ চিকিৎসার নিয়ম।

পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে কুষ্ঠাদি রোগ চিকিৎসা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, এস্থলে অকপট-চিত্তে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে তাহাই প্রকাশ করিলাম। রক্তদুষ্টি, বাতরক্ত, উপদংশ ও পারদ বিকৃতি, গলত-কুষ্ঠ, অসাধ্য পুরাতন ক্ষত প্রভৃতি রোগের নিয়মাবলী।

রোগের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসার নিয়ম।

পারদ বিকৃত ও উপদংশ-দোষ জন্য যে সকল রোগীর গাত্রে চাকা চাকা লালবর্ণের দাগ, বিকৃতাভ চাকা চাকা দাগ, কিম্বা মিশ্র-বর্ণের অসমতল বিবিধ দুশ্চিহ্নাদি আরম্ভ হইয়াছে, এবং ঐ সঙ্গে দাস্ত সাফ হয় না, শরীরে দাহ বর্ত্তমান আছে, মানসিক অবসাদ, মূত্র বিকার মধ্যে মধ্যে চর্ম্মরোগ প্রকাশ হয়

আবার মিলাইয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় সমগ্র লক্ষণ প্রকাশ অথবা আংশিক লক্ষণ দেখা যাইলে আমার কৃত তিন প্রকার ঔষধ কিছুদিন ব্যবহার করা আবশ্যক। এই নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে স্বল্প দিবস-জাত যাবতীয় রক্তবিকৃতি নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়া থাকে। আর ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাহাদের বাতরক্ত আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ—

বাতরক্ত হইয়া

অত্যন্ত ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মরোধ, স্থানে স্থানে চাকা চাকা কৃষ্ণ ও বিকৃত বর্ণের চিহ্নাদি প্রকাশ, স্পর্শশক্তির লোপ, কোনও কারণে ক্ষত হইলে শুষ্ক না হওয়া এবং বেদনা, সন্ধি সমূহের শৈথিল্যভাব, বহু বর্ণের পীড়কোৎপত্তি, স্থানে স্থানে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভব করা, অথবা জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধ্যাদিস্থলে সুচীবেধবৎ বেদনা, স্ফূরণ এবং মধ্যে মধ্যে বিদারণবৎ পীড়া, গুরুত্ব, স্পর্শ শক্তির হ্রাস ও কণ্ডুয়ন, পুনঃ পুনঃ বেদনা এবং বেদনা নিবৃত্তি হওয়া, ইহা ছাড়া সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানে স্থানে সড় সড় করা, এবং নাক, মুখাদি এবং উভয় হস্তের অঙ্গুলিসমূহ ও পাদদ্বয়ের পাতা বা উচ্চাংশ স্বল্প কিম্বা বিস্তর স্ফীত হইয়া চাকচিক্য অথবা কার্কশ্যভাব ধারণ করিলে আমার কৃত ৩।৪ প্রকার ঔষধ নিয়মিত কিছু দিবস অর্থাৎ অন্যূন ৩ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে ব্যাধি আরোগ্য হইবে।

কুষ্ঠরোগীর অবস্থা।

অর্থাৎ যে সকল রোগীর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসহ অধিক, অঙ্গ বিশেষের অতি মসৃণ বা খরস্পর্শ, দাহ ও গুড়গুড়ানি বোলতা দংশনের ন্যায় শোথযুক্ত চাকা চাকা দাগ, ক্ষত হইলে শীঘ্র শুষ্ক না হওয়া, অথবা শুষ্ক হইবার পর রুক্ষভাব, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণ বর্ণতা, এবং ইহা ছাড়া বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠাদি ১৮ অষ্টাদশ হইতে অশীতি প্রকার কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইলে ঈশ্বরের কৃপায় নির্দ্দোষ আরোগ্য হইতে পারে। ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই।

ফুরণের নিয়ম।

শ্রীযুক্ত......

সন.........

আমি........ জেলার অন্তর্গত..........................পোঃ আঃ অধীন ....গ্রাম নিবাসী উপরোক্ত মহাশয়ের...... .... রোগ চিকিৎসার জন্য এই চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতেছি যে, সাধারণ মাসিক চিকিৎসার হার অপেক্ষা চতুর্গুণ হারে মাসিক.........টাকা ধার্য্য করিয়া মাত্র ৪৫ দিবসের ঔষধের মূল্য.........টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্য হইতে সালের.................. মাস পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইলাম। যদি ঔষধ সেবনের তারিখ হইতে ৪৫ দিবসকাল ঔষধ সেবন করাইয়া রোগী মহাশয়ের আংশিক ফল দর্শাইতে পারি, তাহা হইলে এই ৪৫ দিবসের পর হইতে উপরোক্ত বাকি কয় মাস রোগী মহাশয় প্রথম মাসের নির্দ্দিষ্ট হার-অনুসারে প্রতি মাসের ১লা তারিখ হইলেই প্রতিমাসের ধার্য্য টাকা পরিশোধ করিবেন এবং আমিও পুনর্ব্বার এই মাসের টাকা প্রাপ্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে এক মাসের ঔষধাদি প্রদান করিব। এই নিয়ম শেষ চুক্তিকাল পর্য্যন্ত চলিবে। যদ্যপি এই নিয়মে ৪৫ দিবস ঔষধাদি সেবন করিয়া রোগী কোনপ্রকার উপকার প্রাপ্ত না হয়েন, তাহা হইলে ৪৫ দিনের পর ব্যবস্থামতে রোগ পরীক্ষা করিয়া নিম্নোক্ত ....ডাক্তার মহাশয়ের সাক্ষাতে ঐ ৪১ দিবসের টাকা ফেরৎ দিব। এই নিয়মে চিকিৎসা করাইলে উপরোক্ত রোগী মহাশয় স্বীয় খরচে স্বতন্ত্র বাটীতে আমার তত্ত্বাবধানে থাকিবেন এবং আমার নির্দ্দিষ্টনিয়মগুলি প্রতিপালন পূর্ব্বক আমাদের ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহার করিবেন এবং এই ব্যবস্থায় মহাশয় কোন দ্বিধা বোধ করিতে পারিবেন না, যদি করেন তাহা হইলে ঐ সময় হইতে চিকিৎসা বন্ধ করিয়া বাকী কয়েক মাসের টাকা আদায় করিব। যদি সহজে ঐ টাকা না দেন তাহা হইলে উক্ত সমস্ত টাকা আইনানুসারে দিতে বাধ্য হইবেন এবং ৪১ দিবসের মধ্যে যদি আমিও কোন ফল দেখাইতে না পারি, তাহা হইলে উক্ত প্রথম ৪৫ দিবসের গচ্ছিত টাকা ফেরৎ দিব। যদি

না দিই আপনিও আইন মতে আদায় করিয়া লইবেন তাহাতে আমার কোন বাধা থাকিবে না। চুক্তি করিতে হইলে, রোগীর নিকটে আসা আবশ্যক।

সাক্ষীর নাম

গ্রাম..

পোঃ..

জেলা...................

রোগীর সাধারণ নিয়ম।

যে সকল ব্যক্তির কুষ্ঠাদি রোগ অথবা অন্য কোন রোগ হইয়াছে, তাঁহারা যদি আমার নিকট ব্যবস্থা লন্, তাহা হইলে পত্র দিবার সময় শারীরিক যাবতীয় অবস্থা খোলসা ভাবে লিখিবেন, এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন।

প্রশ্ন।

১ম। বয়স কত, রোগী স্ত্রী কি পুরুষ।

২য়। স্ত্রী হইলে গর্ভিনী কি না? অথবা কত দিবস পূর্ব্বে সন্তান প্রস্রব হইয়াছে, এবং উদররোগ, ঋতুদোষ প্রভৃতি আছে কি না।

৩য়। শরীর গরম ক্রিয়া করিলে ভাল থাকে? না, শৈত্য ক্রিয়ায় ভাল থাকে? অথবা সমশীতাতপে ভাল থাকে।

৪র্থ। রোগীর পিতৃবংশে বা মাতৃবংশে উক্ত রোগ ছিল কি না।

৫ম। কোন প্রকার মূত্র বিকৃতি অথবা বিশেষরূপ প্রমেহদোষ আছে কি না।

৬ষ্ঠ। প্রস্রাব প্রত্যহ কত বার, কি প্রকার, কি রঙ্গের এবং কোন্ সময় কম্ বেশী হইয়া থাকে!

৭ম। রোগ উৎপন্ন হইবার হেতু কি, এবং কোথায় কি প্রকারে কত দিবস হইতে রোগ প্রকাশ হইয়াছে।

৮ম। রোগী কোন প্রকার মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন কি না।

৯ম। কোষ্ঠশুদ্ধি কিরূপ হয়, অর্থাৎ মল পাতলা, কঠিন, গুটলে, না, আম-রক্তাদি মিশ্রিত। কিম্বা প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় কি না।

১০ম। কিরূপ ক্রিয়া করিলে উদর বায়ুপূর্ণ হয়।

১১শ। জ্বর আছে কি না এবং কত দিবস পূর্ব্বে হইয়াছিল।

১২। গাত্রের শোথাদির স্থান কিরূপ রংযুক্ত এবং দিবা রাত্রির মধ্যে কম বেশী হয় কি না, অথবা সমভাবে থাকে। স্ত্রী বা পুরুষ হইলে রোগ কোন্ অঙ্গের কোন্ স্থান হইতে প্রকাশ হইয়াছে।

১৩শ। ব্যাধি আরম্ভ হইতে কোনরূপ চক্ষের পীড়া হইয়াছে কি না, বা পূর্ব্ব হইতেই আছে ?

১৪শ। ক্ষুধা কেমন এবং কোন দ্রব্য সেবনাভিলাষ জন্মে।

১৫শ। পরিশ্রম সম্বন্ধে কিরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন।

১৬শ। বক্ষস্থলগত কোন উপসর্গ বা রোগাদি আছে কি না।

১৭শ। অর্শ রোগ আছে কি না।

১৮শ। যে সকল স্থানে দুশ্চিহ্নাদি প্রকাশ হইয়াছে তাহার রং কিরূপ, রুক্ষভাব কিনা।

১৯শ। ক্ষত থাকিলে কোন স্থানে, কতবড়, গর্ত্ত কি না।

২০শ। কোন ব্যায়াম অভ্যাস আছে কি না।

২১। রোগ জন্মাইবার পূর্ব্বে কোনরূপ কঠিন রোগ হইয়াছিল কি না, এবং যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন্ জাতীয় ঔষধে রোগ আরোগ্য হইয়াছিল।

২২। কখন ঘৃণিত উপদংশ রোগ ও গনোরিয়া হইয়াছিল কি না। এবং পারদাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন কি না। যদি করিয়া থাকেন, তাহা কিরূপে অর্থাৎ ধূমপান, না প্রলেপ, কিম্বা ভাবরা বিধানে অথবা গলাধঃকরণ করিয়া।

২৩। সাদা দাগ হইলে ধবল ঠিক কিরূপ রঙ্গের, এবং খসখসে কি না।

২৪। অন্যদাগ হইলে পাড়যুক্ত কি ছুলির মত, অথবা সমতল কিম্বা খসখসে, চর্ম্ম উঠে কি না, এবং কোন কোন স্থানে ?

উপরোক্ত ঐ সকল কথা এবং আবশ্যক বিষয়াদি সহ খোলসাভাবে পত্র দিলে ঔষধ পাঠাইয়া দিব।

যদি রোগী এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া, স্বয়ং রোগ ঠিক করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা রোগ বিবরণ লিখিলেই ব্যবস্থা পাঠাইব।

রোগী যদি নিতান্ত দরিদ্র এবং প্রকৃত দয়ার পাত্র বিবেচিত হয়, তাহা হইমে মূল্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া থাকি। এই নিয়ম নিকটে না আসিলে হয় না।

দ্বিতীয়।

ঔষধের উপকার হইবার কাল। ফুলা ও দাগযুক্ত এবং অন্যান্য উপসর্গ যুক্ত ব্যাধিতে ঔষধ নিয়মিত সেবনে প্রায় ১৫।২০ দিবসের মধ্যে আশ্চর্য্য ফল হয়, এবং শোথ ফুলা প্রভৃতি অনেক কমিয়া যায়।

যে সকল রোগীর স্থানে স্থানে শূন্য ভাব অর্থাৎ অসাড়ভাব হইয়াছে, চিমটি দিলেও লাগে না, তাঁহাদের দুইমাস হইতে পাঁচ, ছয় মাসের মধ্যে সাড় আসিয়া থাকে। সাড় হইবার পূর্ব্বে অধিকাংশ রোগীর যাবতীয় শারীরিক গ্লানি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিশেষ কথা।

কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারদ বিকৃত ও উপদংশাদি রোগ বিকৃত রোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সময় খোলসাভাবে শরীরের দাগগুলি কেমন, উহা উচ্চপাড়-যুক্ত কি সমতল, রং কিরূপ ঐ দাগের মধ্যে চিমটি দিলে লাগে কি না এগুলি ও অন্যান্য উপসর্গ যাহা থাকিবে অবশ্য লিখিবেন। পথ্যাদি—

জ্বর না থাকিলে পুরাতন চাউলের অন্ন, বুটের ডাইল, পটোল, মোচা, ডুমুর, কাঁচা কাঁঠালিকলা, প্রভৃতির তরকারী। জল খাবার স্বল্প মিশ্রিযুক্ত মোহনভোগ। রাত্রে—লুচি, রুটি, পরোটা প্রভৃতি। ঘৃত হজমশক্তি বুঝিয়া যতদুর সহ্য হয়। মিষ্ট দ্রব্যাদির মধ্যে স্বল্প মিশ্রিযুক্ত গৃহে প্রস্তুত টাটকা মতিচুর, স্বল্প মিঠাই, উত্তম গজা, মোহনভোগ, অল্প মিশ্রি। তিক্ত দ্রব্যাদি যথাসাধ্য সেবন কর্ত্তব্য। পেটের দোষ থাকিলে লঘু পথ্যাদি ব্যব-হার কর্ত্তব্য। হেলাঞ্চা, নিম্ব, পাতিলেবু, মানকচু, উচ্ছে, পক্ব দেশী কুমড়া অর্থাৎ চালকুমড়া ব্যবস্থা করা যায়। জ্বর সত্ত্বে ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ।

কুপথ্যাদি।

যে কোন লবণ সর্ব্বদা পরিত্যাগ কর্ত্তব্য, একান্ত পক্ষে লবণ পরিত্যাগ না করিতে পারিলে লিখিবার পর যে লবণ পাঠাইব তাহাই ব্যবহার

করিবেন। দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্ত্রীসংসর্গ, বিষবৎ পরিত্যজ্য। মসুরদাইল, কড়াই, মটর, অড়হর, খেঁসারির দাইল, আলু, ঝিঙ্গে, বিলাতী কুমড়া, শাক, কাঁটালবীজ, লাউ, তৈল পরিত্যাগ করাই বিধেয়। নূতন চাউলের অন্ন, মৎস্য, গুড়, চিনি, সিম, তিল, মূলা, অম্ল, পেয়াজ, রসুন, লঙ্কার ঝাল, রৌদ্র ও অগ্নির তাপ, ব্যায়ামাদি, ভাজাপোড়া, দ্রব্যাদি পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। মল মূত্রের বেগ ধারণ অহিতজনক। যাহাদের অহিফেন সেবন অভ্যাস আছে তাঁহারা আফিং অধিক ব্যবহার না করিয়া নিয়মিত ব্যবহার করিবেন। নিতান্ত অভ্যাস থাকিলে গব্য দুগ্ধ প্রত্যহ এক সের পর্য্যন্ত পান করিতে পারেন। যে সকল রোগীর আদৌ অন্ন-আহার অভ্যাস নাই, তাঁহারা দু বেলা রুটি ব্যবহার করিতে পারেন। ইচ্ছা হইলে পরিস্কার টাটকা পাঁউরুটি, সামান্য গরম বন্কা দুগ্ধ মিশ্রি সহ খাওয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি জন্মাইবার হেতু কি ?

দেহতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন বিশুদ্ধ রক্তই একমাত্র জীবনীশক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উপায়, কেননা এই বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন না হইলে জৈবদেহ কখনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। একারণ চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণ প্রতি পদে পদে বিশুদ্ধ আহারের প্রথা বিষদভাবে প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রবিদ্গণবলিয়া থাকেন,যে স্বাভাবিক কার্য্যদ্বারা, পুষ্টিকর পদার্থ দেহভ্যন্তরে নীত হইয়া, বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়, তৎসমুদয় ক্রিয়াকে পরিপাক ক্রিয়া বলা যায়। এই পরিপাক ক্রিয়া উত্তমরূপে না হইলে অজীর্ণ দোষ বলে। আর যে পরিপাকক্রিয়া বিলম্বে সাধিত হইয়া থাকে, তাহাকে পাককৃচ্ছ্রতা বলা যাইয়া থাকে। অর্থাৎ Indigestion এবং Dyspepsia বলে এই Indigestion বা অজীর্ণতা দ্বিতীয় আকারে দেখা যাইয়া থাকে, যথা—কোষ্ঠবদ্ধ সহ মলের কাঠিন্যভাব। দ্বিতীয়—দমকা ভেদাদিযুক্ত বহুপ্রকারের ভেদ সহ তরল মল ভেদ। বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন উপরোক্ত রোগের একমাত্র মৌলিক নিদান, অতি ভোজন, অনশন পরিপাক না হইবার পূর্ব্বে ভোজন, অনিয়মিত আহার, পুনঃপুনঃ আহার , বিরুদ্ধ ভোজন, অত্যধিক তৈলাক্ত ও অবিশুদ্ধ ঘৃতাদি ভক্ষণ, শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভোজন, অধিক পরিমাণে ভক্ষদ্রব্যাদি ও গরম মসলা যুক্ত আহার, অত্যধিক ব্যায়াম ও

অধিক মানসিক পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ,জটিল পীড়া ভোগ, অত্যধিক ও অনিয়মিত স্ত্রী সহবাস, ভোজনান্তে নেশা করা, ভোজনের পর কুস্তিলড়া, রৌদ্রে ভ্রমণ করার পর শীতলাদি দ্রব্য পান ও ভোজন, ভোজনান্তে বিশ্রাম না করিয়া অতি ভোজনাদি বহুকারণে অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যে হপ্রমাণতঃ। রোগনীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি।

অর্থাৎ যে সকল লোভী আত্মজ্ঞান বিরহিত হইয়া, পশুর ন্যায় অনিয়মিত আহার বিহার করে. তাহারা সমুদায় মূলবীজ স্বরূপ, অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল ভক্ষ্য ভোজ্যাদি আহার করিয়া থাকি, সর্ব্বপ্রথমে উহা যাহাতে সংযোগ বিরুদ্ধ না হয় সে দিকে দৃষ্টিপাত করা একান্ত বিধেয়, কেন না সংযোগ বিরুদ্ধ আহার হইলেই নিশ্চয়ই যে, অপরিপাক আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহার আর কোন সংশয় নাই।

বিরুদ্ধ ভোজনাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্শী মহাত্মাগণ আমাদের বহু প্রকারে উপদেশ দিয়া যাইলেও আমরা আজকাল যে ভাবে আহার্য্য বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাতে আমরা যে কেন বাঁচিয়া থাকি, ইহাই এক আশ্চর্য্যের বিষয়, কেননা আমরা আর সেকেলে ধরণের ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতে ভাল বাসিনা, আমরা সর্ব্বদাই সাহেবী খানার মোসাহেব সাজিয়া অজীর্ণ—রাক্ষসের কঠিন পীড়নে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া থাকি।

সে কালের নিয়ম ছিল প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে সামান্য ঘৃত, স্বল্পশাক, তাহার পর দাউল ও অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, মিষ্ট প্রভৃতি ব্যঞ্জন দ্বারা ভোজনাদির ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে বিরুদ্ধ ভোজনের কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু আজ কাল আর সে নিয়ম নাই কাজেই রোগেরও আর শেষসীমা দেখা যায় না।

প্রত্যেক দেহীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, আমরা যে সকল আহার্য্য গ্রহণ করি, তাহা যাহাতে পাকস্থলী মধ্যে প্রবেশ করিয়া আধ্মান জন্মাইতে না পারে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কেননা পাকস্থলী মধ্যে বায়ু জন্মিয়া আধ্মান

হইলে উদ্গার, পেটফাঁপা, হৃদস্পন্দনঃ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

পাকস্থলী মধ্যে অম্ল জন্মাইলে—অম্লোদ্গার, মুখ প্রসেক, বুকজ্বালা, প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া অজীর্ণ, বমন, অতিসার, পাকাশয়ের ঊর্দ্ধদেশে টাটানি, ভার বোধ, মলাবৃত জিহ্বা, পেটফাঁপা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, বিকৃতাস্বাদ, পক্কাশয়গত শূল, স্নায়বীয় লক্ষণ, মূত্রাশয়ের উগ্রতা, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিশক্তির বৈলক্ষণ্য, অনিদ্রা, শিরোঘূর্ণন, মানসিক বিষণ্ণতা, আমাশয়, অক্ষুধা, উগ্রভাব, নিস্তেজতা, দুশ্চিন্তা, শীর্ণতা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, প্রভৃতি লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

জৈবদেহে পরিপাক ক্রিয়া সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করাইতে হইলে যেমন বিশুদ্ধ ভোজনাদি আবশ্যক, তদ্রূপ পরিপাক ক্রিয়ান্তে পাচক রস বিশুদ্ধ ভাবে উৎপন্ন করাইতে হইলে ভোজনের নিয়মাদিও যথা নিয়মে পালন করা কর্ত্তব্য, নতুবা বিশুদ্ধ পাচক রস উৎপন্ন হইবার কোন সদুপায় দেখা যায় না। বিশেষ কথা মতকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ চিকিৎসা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য। বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে প্রদান করা হইয়াছে।

কোষ্ঠবদ্ধতা।

CONSTIPATION.

ইতঃপূর্ব্বে কোষ্ঠবদ্ধের কারণ দর্শাইয়াছি। এক্ষণে ইহার বিষদ বৃত্তান্ত যাহাতে আরও স্পষ্টভাবে দেখাইতে পারি তাহাই বুঝান হইতেছে! কোষ্ঠবদ্ধ বহু আকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা—স্বাভাবিক ভাবে মলত্যাগ না হওয়া, এবং বিলম্বে অসম্পূর্ণ ভাবে কোষ্ঠসাফ হওয়া; কঠিন মল, বিকৃতমল প্রভৃতি বহু আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগ উপস্থিত হইলে শরীরের কোনও না কোন যন্ত্রের সঙ্গে বিকৃত সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

শাস্ত্রকারগণ বলেন—

"দুষ্টন্তুভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ত্ততে নার্দ্ধ মধশ্চ যস্ত।
বিলম্বিকাং তাং ভৃশম দুশ্চিকিৎসামাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥"

অর্থাৎ যে রোগ, কফ এবং বায়ু কর্ত্তৃক আহার দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ অথবা অধোদ্বার দ্বারা নির্গত না হয় তাহাকে বিলম্বিকা বলে, ইহা বড় কঠিন রোগ।

কেন না ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই কোষ্ঠবদ্ধ প্রায় সর্ব্বত্রই যকৃতের ক্রিয়া রহিত হইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। কেন না একমাত্র পিত্তরসের অল্পতা হেতু এবং পূর্ব্বোক্ত পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্য অন্ত্রের ক্রিয়ায় অন্ত্রস্থ আধেয় বস্তুর তারল্য হ্রাস হইয়া অন্ত্রের গ্রন্থি সমূহের স্রাবিত রসের স্বল্পতা হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মায়। ইহা ছাড়া যে সকল কারণ আছে তাহা পুর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। ইহা ছাড়া আরও কতিপয় কারণ আছে যথা—পুনঃ পুনঃ যোলাপ লওয়া, মলবেগ রোধ করা, নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ না করা, জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে, দেশ ভ্রমণে, সমুদ্র যাত্রায়, যকৃতের পীড়ায়, মস্তিষ্ক বিকৃতিতে, মধুমেহ রোগ, অতিরিক্ত গাঁজা অহিফেনাদি সেবনে, হৃৎপীণ্ডের পীড়ায়, অযথা স্ত্রী সংসর্গে, উপযুক্ত আহারের অভাবে, অনাহারে, বক্ষ, উদর প্রভৃতি যন্ত্রের পীড়াতে কোষ্ঠ কাঠিন্য ও কোষ্ঠবদ্ধের পীড়া জন্মাইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞগণ বলিয়াছেন, যদি ব্যাধি মধ্যে কোন কষ্টদায়ক পীড়া থাকে তন্মধ্যে এই অগ্নিমান্দ্যাদি ঘটিত অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগই প্রধান, কেননা ইহা দ্বারা এমন রোগ নাই যাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। ঋষিগণ বলিয়াছেন যদি কেহ সুস্থদেহে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মস্তিষ্ক ও জঠরাগ্নিসহ পিত্তকোষ রক্ষা কর। কেন না এই পিত্তরস হইতে জীবগণ প্রাণধারণ করিয়া থাকে। যেহেতু এই পিত্তকোষ বিকৃত হইলে একমাত্র পাচকাগ্নি বিনষ্ট হইয়া অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ জন্য রস-বৈলক্ষণ্য হেতু, বহু দোষ আনয়ন করতঃ বিশুদ্ধ রস উৎপন্ন হইতে পারে না, কাজেই বিশুদ্ধ রক্তকণিকা না জন্মাইবার কারণ জৈবদেহে নানাবিধ রোগ জন্মাইয়া থাকে যথা—হাত পা জ্বালা, চক্ষুরোগ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, দমকাভেদ, কোষ্ঠ বদ্ধ, কোষ্ঠকাঠিন্য, ছিবড়ে মলভেদ, অক্ষুধা চর্ম্মরোগ, ধবল, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শূলরোগ, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, গুল্মরোগ, অম্লরোগ, বুকজ্বালা, অনিদ্রা, বমন, শুক্রদোষ, শুক্রতারল্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, দুর্ব্বলতা, হিষ্টিরিয়া, গ্রহণী, আমাশয়, অতিসার, পক্ষাঘাত, বাতব্যাধি, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, বিষমজ্বর, স্বপ্নদোষ, রজোদোষ, অনিয়মিতরজঃ প্রভৃতি যাবতীয় রোগ একমাত্র কোষ্ঠবদ্ধ ও অজীর্ণাদি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে; একারণ মনস্বিগণ যাহাতে এই ভয়ানক ব্যাধি শরীরে প্রকাশ না

হইতে পারে। তাহার জন্য নিম্নোক্ত বিধি প্রকাশ করিয়াছেন। কেন না নিম্ন বিধি অবলম্বন করিলে উপরোক্ত রোগাদি কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। বিশেষ কথা দ্বিতীয় সংস্করণ চিকিৎসা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত রোগের একটি আশ্চর্য্য ঔষধ।

প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড রস

রোগীর জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শুঁঠ চূর্ণ ১ ভাগ, পিপুল চূর্ণ ১ ভাগ, মৌরিচূর্ণ ১ ভাগ, যমানীচূর্ণ ১ ভাগ, শোধিত অমৃত ১ ভাগ, চিতামূল ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ ১ ভাগ, যবক্ষার ১ ভাগ, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত মুক্তাভস্ম ¼ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ¼ ভাগ, শুক্তিভস্ম ¼ ভাগ, সহস্র পুটিত অভ্রভস্ম ½ ভাগ, শোধিত নকসফ্‌ট সমভাগ চূর্ণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত গোঁড়া, পাতি, কাগজি, ট্যাবা, নারাঙ্গা, বাতাবি, এবং মিঠালেবুর রসে একদিন করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটি করিবে।

উপরে যে ঔষধ বলিয়া আসিলাম, এই ঔষধ সুস্থদেহী আকণ্ঠ পরিমিত ভোজন করিবার পর যদি একটি বটি জলসহ সেবন করেন, তাহা হইলে এক ঘণ্টা মধ্যে হজম করাইয়া পুনর্ব্বার অগ্নির উদ্দীপনা করাইয়া নিয়মিত কোষ্ঠ সাফ হইবে। ইহা ছাড়া এই ঔষধ পেটফাঁপা, অগ্নিমান্দ্য, লিভার বা যকৃতের দোষ, যকৃতের বেদনা, প্লীহা, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ, স্বপ্নদোষ, মাথাধরা, স্নানবীয় রোগ, বায়ুরোগ, পুরাতন মেহ দোষ, সঙ্গম শক্তিহীনতা বা সঙ্গম শক্তির দুর্ব্বলতা, অল্প উত্তেজনায় রেতঃপাত, পুরুষাঙ্গের দুর্ব্বলতা, রজোদোষ, রক্ত-দোষ, উপদংশ দোষ জন্য চর্ম্ম বিকৃতি, শুক্র তারল্য, শূলরোগ, বুকজ্বালা, অম্লদোষ, বমন, এবং উদরদোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ, মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত, এবং যাবতীয় স্নানবীয় দুর্ব্বলতা ধাতু দৌর্ব্বল্যাদি সহ কঠিন রোগাদি জন্মাইবার যাবতীয় পূর্ব্ব লক্ষণে সেবিত হইলে অমৃতবৎ ফল দর্শাইয়া থাকে। আমরা নানাদিক চিন্তা করিয়া এই ঔষধ একশত বটির মূল্য সডাক ১৸৵০ আনা ধার্য্য করিলাম।

এই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস
সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিতে উপকার হয় কেন ?

এই কথার সার মীমাংসা যতদুর সম্ভব প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইলাম, আশা করি প্রত্যেক পাঠক এই ঔষধটির গুণ দেখিয়া নিশ্চয় মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। আমি প্রত্যেক মশলার কি কি গুণ, কি ভাবে ব্যবহার হয়, এবং কোন্ কোন্ রোগেই বা ঐ সকল ভেষজ প্রয়োগ হইতে পারে, নিম্নে বিশদভাবে উদ্ধৃত করিলাম।

দ্রব্যগুণ।

কুঁচিলা বা নকস্ ভমিকা।

প্রাপ্তিস্থান—ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে, সিংহলে, বর্ম্মা, শ্যামদেশ, চায়না প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্তব্য। আমাদের দেশে যে সব কুঁচিলা জন্মে উহা হীনবীর্য্য বলিয়া ব্যবহার চলে না। ইহা তীব্র বিষ, বিশেষভাবে শোধিত না হইলে, বা অপপ্রয়োগ হইলে অনিষ্ট হইয়া থাকে।

গুণ ও ক্রিয়া—ইহা সাধারণতঃ শরীরের পনরটি স্থানে (মস্তিষ্ক, মেরু-মজ্জীয় মণ্ডল দিয়া) বিশেষভাবে ক্রিয়া দর্শায়। যথা—

১। মেরুদণ্ড—ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, শ্বাসাবরোধ জন্য মৃত্যু। (Cord.)

২য়। গতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল—অবসাদ, পক্ষাঘাতাদি। (Motor nerves.)

৩য়। অনুবোধক স্নায়ু—অতিশয় চৈতন্যাদি। (Sensory nerves.)

৪র্থ। চক্ষু—কনিনিকার সঙ্কোচন, দৃষ্টিপ্রখরতা, এবং ক্ষীণদৃষ্টি।

৫ম। কর্ণ—শ্রবণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি।

৬ষ্ঠ। ঘ্রাণশক্তি—ঘ্রাণশক্তি লোপ বা অতিবৃদ্ধি।

৭ম। হৃদ্‌পিণ্ড—স্নায়ুর পক্ষাঘাত, চিত্তচাঞ্চল্য, হৃদ্বিকারাদি।

৮ম। শোণিত সঞ্চালন—দূষিত রক্ত নষ্ট করিয়া তরুণ রক্তকণিকার বৃদ্ধিসহ ধামনিক সঞ্চালনা বৃদ্ধি।

৯ম। পাকস্থলী—ক্ষুধাবৃদ্ধি, অম্লদোষ, পাকাশয় শূল প্রভৃতি নষ্ট করা।

১০ম। অন্নপথ—কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শরোগ।

১১শ। মূত্রাধার—মূত্রধারণা-শক্তি লোপ এবং পৈশিক আবরণের পক্ষাঘাত হইলে।

১২শ। পুং জননেন্দ্রিয়—পুরুষত্ব লোপ বা অতিশয় ইন্দ্রিয়-শক্তি বৃদ্ধি, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া তীব্র রতিশক্তি।

১৩শ। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—অতিরিক্ত ঋতু, এবং অধিক দিবস রক্তের বিদ্যমানতা। স্বল্প রজঃ বা রজকৃচ্ছ্রতাদিতে।

১৪শ। ফুসফুস—শুষ্ক কাসি, বায়ুপ্রধান হাঁপানিতে।

১৫শ। শোণিত—দূষিত রক্তে এবং যে সকল রক্ত গাঢ় হইয়া চাপ বাঁধিতেছে (যেমন কুষ্ঠ প্রভৃতি) সেই সকল স্থানে ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শায়।

সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণে কুঁচিলার গুণ।

রোগীর মানসিক অবস্থা—বিবাদ প্রবৃত্তি, অত্যন্ত ক্রোধ, প্রবল ঈর্ষা, নির্জ্জনপ্রিয়তা, তীব্রালোক সহ্য না হওয়া, মিথ্যা ব্যাধি আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা সহ আত্মহত্যা প্রবৃত্তি, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি, সর্ব্বদা ভুল হওয়া, একগুঁয়ে ভাব।

মস্তকের উপসর্গাদি—সুরাপায়ীর ন্যায় জড়তা, আহারান্তে মাথা ঘোরা, শয্যাত্যাগের পর শিরঃপীড়া, আহারান্তে শিরঃপীড়া, মস্তকের যাবতীয় উপসর্গ মানসিক উদ্যমে, বহির্বায়ুতে, আহারান্তে, সুরাপানে বৃদ্ধি এবং উষ্ণগৃহে বা স্থির হইয়া শয়ন করিলে উপশম।

চক্ষু—আলোকাতঙ্ক, দৃষ্টিশক্তির অস্পষ্টত্ব, চক্ষুতে বেদনা, জল পড়া, চক্ষু জ্বালা করা, চক্ষু চুলকান, তামাক খাইলে যাতনা বৃদ্ধি।

কর্ণ—কর্ণমধ্যে কণ্ডুয়ন্, কর্ণমধ্যে বিবিধ শব্দ, কর্ণমধ্যে পেরেক বেঁধা মত বেদনা।

নাসিকা—নাক বন্ধ, প্রচুর কটু শ্লেষ্মা স্রাব, প্রাতে নাক দিয়া সর্দ্দি পড়া, রাত্রিতে নাক বন্ধ, গুড় গুড় করিয়া হাঁচি, নাক টাটান, প্রভৃতি।

মুখ-মণ্ডল—মুখ হরিদ্রাবর্ণ ফেকাশে, মুখে সর্ব্বদা ব্রণ বাহির হওয়া প্রভৃতি।

মুখমধ্য—দন্তশূল, ঠাণ্ডাদ্রব্য স্পর্শে যাতনা, মুখ হইতে পচা গন্ধ নির্গত হওয়া, মাড়ী স্ফোটক।

জিহ্বা—তিক্ত, অম্ল, পচা আস্বাদ, জিহ্বায় সাদা বা হরিদ্রাবর্ণের লেপ, জিহ্বা ভারি, জিহ্বা উষ্ণ, কথার জড়তা।

ক্ষুধা—অতি ক্ষুধা, কখন বা অক্ষুধা, রুটি, জল ও তামাক বিতৃষ্ণা, মদ্য ও চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে ইচ্ছা, দুগ্ধপানে ইচ্ছা।

বমন—খাইলেও উদ্গার, না খাইলেও উদ্গার, অম্ল ও পিত্ত বমন, বুক জ্বালা, মুখ দিয়া জল উঠা, যাহা খায় তাহা বমন, অম্ল ও শ্লেষ্মা-বমন, এমন কি অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া রক্ত বমন প্রভৃতি।

পাকস্থালী—পাকাশয় প্রদেশে চাপিলে বেদনা, ভুক্তবস্তুর পরিপাক সময়ে অজীর্ণতা, পাকাশয় শূল, হিক্কা, উপর পেটে টান পড়া বেদনা, যেন কি নড়িয়া বেড়াইতেছে বোধ হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা।

যকৃৎ—যকৃতে সূচিবিদ্ধ বেদনা, দপদপানি, কামলা, যকৃত বৃদ্ধি, যকৃতের কাঠিন্য, কসিয়া কাপড় পরিতে অসমর্থতা।

নিম্নোদর—প্রাতঃকালে গড় গড় কল কল, ভুটভাট শব্দ, আহারান্তে পেট দমসম হইয়া পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠা, পেট বেদনা, সর্ব্বদা পেটের অসুখ প্রভৃতি।

মল ও মলদ্বার—অর্শের বলি, মলদ্বারে পেরেক বিদ্ধবৎ যাতনা, কোষ্ঠবদ্ধতা সহ পুনঃ পুনঃ নিস্ফল মল প্রবৃত্তি, খোলসা দাস্ত না হওয়া, মলের সঙ্গে টাটকা রক্ত পড়া, নিস্ফল মল প্রবৃত্তি সহ পেটবেদনা ও তরল মল, গাঢ় বর্ণের মল, প্রাতঃকালে বা আহারান্তে অতিসার, আটা আটা অল্প মলত্যাগ, আমাশয়, মৃদুজ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি।

মূত্রযন্ত্র—প্রস্রাব করিবার নিস্ফল প্রবৃত্তি, বেদনা; প্রস্রাব ত্যাগ জন্য পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা কিন্তু প্রস্রাব না হওয়া বা ফোটা ফোটা পড়া, জ্বালা, মূত্রনলি মধ্যে ছিন্নকরবৎ বেদনা, মূত্র সাদা ঘন ও দুর্গন্ধ, মূত্রে লাল লাল শুর্কির গুঁড়ার মত বাহির হওয়া, মূত্রে কখন ঘোলা কখন বা পীতবর্ণের অধঃক্ষেপ।

লিঙ্গ—সহসা কামোদ্রেক, ইচ্ছাকালীন অনুদ্রেক, বেদনাযুক্ত লিঙ্গোদ্রেক, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, অথবা মধ্যাহ্নে, নিদ্রার পর ও সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়া, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ লক্ষণ, অণ্ডকোষ কণ্ডুয়ন, প্রমেহ ও বিবিধ বর্ণের স্রাব, লিঙ্গশৈথিল্যাবস্থায়।

স্ত্রীজনন যন্ত্র—অনিয়মিত মাত্রা প্রচুর ঋতুস্রাব, কাল রক্তের স্রাব, ঋতু সময়ে বমন ভাব, মূর্চ্ছা ভাব, শীত করা, প্রদরস্রাব, হরিদ্রাবর্ণের স্রাব, চাপ

চাপ রক্তস্রাব, জরায়ু মধ্যে খালধরা, জরায়ু চ্যুতির ন্যায় যোনির আভ্যন্তরিক স্ফীতি, জ্বালা প্রভৃতি।

শ্বাস ও স্বরযন্ত্র—স্বরভঙ্গ, হাঁপানি, কাসি, স্বরনালীতে শ্লেষ্মা জমা, গলনলী গুড় গুড় করা, কাসি, দম আটকান কাসি, উদর বেদনা।

উর্দ্ধাঙ্গ—স্কন্ধদ্বয়ে আঘাতপ্রাপ্তি মত বেদনা, ভার বোধ, স্কন্ধ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বেদনা, হস্তদ্বয়ের শিরার বৃদ্ধি।

নিম্নাঙ্গ—পদদ্বয়ের অসাড়তা, রাত্রিকালে পায়ের ডিমে খালধরা, পায়ের তলা জ্বালা, পক্ষাঘাত মত দেহ অবশ, কোমর কন্‌কন্ করা, খোঁড়াইয়া হাঁটা, দেহ অসাড়ভাব।

চর্ম্ম—সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা ও কণ্ডুয়ন, শিত পিত্তরোগ, আঘাত, বিবিধ স্ফোটক চর্ম্মের অসাড়তা, প্রভৃতি।

নিদ্রা—সর্ব্বদা হাই উঠা, প্রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রালুতা, সন্ধ্যাবেলা নিদ্রা, রাত্রিকালে অনিদ্রা, দুঃস্বপ্ন, চমকাইয়া উঠা, গাঢ় নিদ্রা না হওয়া প্রভৃতি।

শোধিত স্বর্ণের সংক্ষিপ্ত গুণ।

ইহা স্নায়ু বিধানের মধ্য দিয়া স্বর্ণের ছয়টী বিশেষ কেন্দ্রস্থান, যথা—

লালা—অস্থি—পরিপাক—শোণিত সঞ্চালন—চর্ম্ম—জননেন্দ্রিয়।

ইহার প্রধান ক্রিয়া—তন্তু সমূহের বিনাশ, ইহা উপদংশ, পারদঘটিত রোগসমূহ, গণ্ডমালা দোষ, তালু প্রভৃতির অস্থিঘটিত পীড়া, পূতিনস্য, কর্ণস্রাব, নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি, বায়ুরোগ, উন্মাদ, মৃগি, মূর্চ্ছা, চৈতন্যলোপ, হৃদপিণ্ড বিকৃতি, যকৃত, রক্তদোষ, জরায়ু রোগ, বন্ধ্যাদোষ, কোষবৃদ্ধি, অবসাদবায়ু, সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকৃতি, বিষাদ বায়ু রোগ, শুক্র এবং জননযন্ত্রঘটিত যাবতীয় পীড়াতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। স্বর্ণের তুল্য গুণশালী ঔষধ পৃথিবীতে তুলনা হয় না বলিয়া আর্য্যঋষিগণ রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়াছেন।

শোধিত অভ্রভস্মের গুণ।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিনাশক। বিশেষ গুণ, শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক, বীর্য্য-

বৰ্দ্ধক, অত্যন্ত রতিশক্তিবৰ্দ্ধক, পুত্রজনক, দীর্ঘায়ু ও পুরুষত্ববৰ্দ্ধক এবং দৃঢ়তা-কারক।

শোধিত মুক্তাভস্মের গুণ।

পুষ্টিজনক, বৃষ্য, নেত্রেব হিতকর, যক্ষ্মানাশক, কান্তিজনক, রতিশক্তিবৰ্দ্ধক, অগ্নি দীপ্তিকারক, উদর দোষনাশক।

শোধিত শুক্তিভস্মের গুণ।

বিশেষ গুণ অগ্নিজনক, পিত্তনাশক, এদং মুক্তাভস্মের প্রায সমগুণদায়ক।

শোধিত শঙ্খভস্মের গুণ।

গুল্ম, প্লীহা, যকৃত দোষনাশক, ক্রিমিনাশক, আগ্নবৰ্দ্ধক, এবং যাবতীয় উদর রোগনাশক।

শোধিত অমৃতের গুণ।

স্বেদজনক, মূত্রকাবক, আগ্নেয, বেদনানাশক, অবসাদক, শূলনাশক, ই। ছাড়া ইহা দ্বাবা কফজ, বাতজ রোগসমূহ, সান্নিপাত জ্বব, উৎকট আঘাত ও দারুণ হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

শুঁঠের গুণ।

আমবাত, বমি, শ্বাস, শূল, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ, শোথ, অর্শ, উদর-রোগ, বাতরোগ নাশক, আগ্নেয়, বলকাবক, স্বরবৰ্দ্ধক, কফ, বায়ু ও বিবন্ধ নাশক।

পিপুলের গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, বৃষ্য, মধুর বিপাক, রসাযন, অনুষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মানাশক, লঘু, রেচক, ইহা শ্বাস, কাস, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল, এবং আমবাতনাশক।

লালচিতার গুণ—গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক। এবং পুষ্টিকারক, রসায়ন, রুচিজনক।

যমানীর গুণ—পাচক রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, অগ্নিদীপক, তিক্তকষায়, ইহা গুল্ম, শূল, বাত, শ্লেষ্মা, অম্ল, উদর, আনাহ, প্লীহা, কৃমিনাশক।

মৌরির গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, শূল এবং চক্ষুরোগ-নাশক।

বিড়ঙ্গের গুণ—অগ্নিকারক, শূল, উদরাধ্মান, উদর রোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বাত এবং বিবন্ধনাশক।

যবক্ষারের গুণ—সূক্ষ্মস্রোতোগামী, অগ্নিদীপক, শূল, আমদোষ, কফ, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডু, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা এবং হৃদ্রোগ নাশক।

পঞ্চ লবণের গুণ—অর্থাৎ সৈন্ধব, সচল, বিট, সামুদ্র, ঔদ্ভিদাদি লবণ, মধুর রস, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিজনক, শীতবীর্য্য, শুক্র-বর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, চক্ষুর হিতকর, ত্রিদোষনাশক, ভেদক, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উদ্গার বিশুদ্ধকারক, বিবন্ধ, আনাহ ও শূলনাশক, অধোগত বায়ু প্রশমক, বায়ুর অনুলোমক, মধুর বিপাক, প্লীহা, মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র, নেত্ররোগ, কুম্ভকামলা, কাস, নাসা পাক, পিচুটি, শিরঃপাক প্রভৃতি বহুদোষনাশক।

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস কেন বহুদোষনাশক ?

বোধ হয় এ কথা বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়কে আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। সময় সময় অনেক অশিক্ষিত পাঠক বলিয়া থাকেন, যদি একটা ঔষধে এতদূর উপকার হয়, তাহা হইলে চিকিৎসক ডাকিবার আর প্রয়োজন কি ? এ কথা আমিও স্বীকার করিতেছি যে, ইহা ধ্রুবসত্য। তবে, উত্তরে এইটুকু বলিতে পারা যায়, যদি কোন ব্যক্তির প্রকৃত রোগের কারণ বিশেষ ভাবে অবগত হইতে পারা যায় যে, আমি গত রাত্রি বা কোন দিবস গুরু-পাক আহারাদি করিয়াছিলাম, এবং তাহার পর হইতেই আমার উদরাময় হইয়া ক্রমশঃ অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ দমকা ভেদ প্রভৃতি পিত্তদোষ-সমুদ্ভূত পাকা-শয়িক বিকৃতি জন্য আনুসঙ্গিক দুর্ব্বলতা ও অন্যান্য ব্যাধি (যাহা মার্ত্তণ্ড রসের গুণাগুণে বর্ণিত আছে) উপস্থিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে এই দ্রব্যগুণাদি মিলাইয়া দেখিলেই অবশ্য বুঝিবেন যে উক্ত **প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রসই আপনার যথাযোগ্য কি, না ?** অতএব কোন পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে ইহা আপনার পক্ষে এই ঔষধ অনুপযুক্ত বা উপযুক্ত মহৌষধ।

২য় প্রস্তাব—যদি বলেন কোন রোগীর কথিত উপসর্গাদি পাকাশয় বিকৃত জন্য নহে, অথবা ইহার উৎপত্তি কারণ ঠিক নাই, সে স্থলেও বিশেষ-ভাবে বলিতে পারি যে, পূর্ব্ববর্ণিত নক্স বা কুচিলার এবং স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা, শুক্তি প্রভৃতির গুণাগুণ একবার মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টি করুন, ইহাদ্বারা আপনি অবশ্যই জানিতে পারিবেন, যে এই **প্রচণ্ড মার্ত্তিণ্ড রসটি একমাত্র যাবতীয় জটিল** ব্যাধি-সমূহ নষ্ট করিতে সক্ষম হয় কি না? অতএব কি বিজ্ঞ, বা অনভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে আমার যাব-তীয় কথা প্রকৃত সত্য, কিম্বা অসঙ্গত।

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস ঔষধটি নূতন সৃষ্টি হয় নাই!

আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইল, ইহা সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সার মন্থন করিয়া বহু পরীক্ষার পর, মাত্র দুই বর্ষ যাবৎ পেটেণ্ট রূপে সর্ব্ব-সাধারণ রোগীর কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই ঔষধের দ্বারা বহু বহু নর-নারী কঠিন কঠিন ব্যাধিমুক্ত হইয়াছেন, আজকাল বহু ডাক্তার, কবিরাজ, এই স্বল্প মূল্যের ঔষধ লইয়া রিতীমত ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, ইহা বড়ই সুখের কথা। কেননা আজ প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক দুস্থ পরিবারে, প্রত্যেক চিকিৎসকের নিকটে এই **প্রচণ্ড মার্ত্তিণ্ড রসের জয়** এবং আয়ুর্ব্বেদের সুনাম ঘোষিত হইয়া এই নগণ্য চিকিৎসক রামপ্রাণ শর্ম্মার নাম প্রচারিত হইতেছে। পাঠক মহাশয়! ইহাই আমার পরম লাভ, ইহাই আমার জীবনের প্রধান ব্রত, ইহাই আমার চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান ইহাপেক্ষা অধিক আশা করিতে পারি না। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন—

অবশ্যং ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণো দৃশ্যতে ফলং।
ন হি নির্ব্বেদ মা গম্য কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি শোভনং ॥
যথাশক্তি চিকীর্ষন্তি যথা শক্তি চ কুর্ব্বতে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরা পণ্ডিত বুদ্ধয়ঃ ॥

অর্থাৎ সংসার মধ্যে নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া যে সকল সুকর্ম্ম করা যায়, বা যিনি স্বীয় শক্তি অনুসারে উক্ত কার্য্য

সাধনেচ্ছা বা সম্পাদন করিয়া থাকেন, কিম্বা বিবিধ মন্তব্যে কর্ণপাত না করিয়া নিজের কার্য্য সম্পাদন করেন, শাস্ত্রকারগণ সেই সকল জন-হিতকর ব্যক্তিকে প্রকৃত কর্ম্মী বলিয়া থাকেন। জগতে স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ বলিয়া যে কর্ম্ম দেখা যায়, তন্মধ্যে ইদানীন্তন স্বার্থ নামক কর্ম্মটি ভাবি সুখপ্রদায়ক বলিয়া অধিকাংশ অবোধ জীব, সেই দিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া থাকে, কিন্তু সে তখন বিবেচনা করিতে সময় পায় না, যে নিঃস্বার্থ কর্ম্মের প্রতি স্তরে স্তরে স্বার্থ গ্রথিত আছে। যদি বলেন স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ ইহা সম্পূর্ণ পৃথক, অতএব আপনার কথা ভুল, কিন্তু আমি বলি তাহা নহে, কেননা শাস্ত্র বলেন—

আর্য্যজুষ্ট মিদং বৃত্ত মিতি বিজ্ঞায় শাশ্বতং।
সন্তঃ পরার্থং কুর্ব্বণা নাবক্ষন্তে প্রতিক্রিয়াং॥
গতিরাত্মবতাং সন্তঃ সন্ত এব সতাং গতিঃ।
অসতাঞ্চ গতিঃ সন্তো ন চাসন্তঃ সতাং গতিঃ॥

দেখুন নিঃস্বার্থ পরোপকারী আর্য্যজনোচিত সাধুগণ স্বার্থের প্রত্যাশা না রাখিয়া প্রতিনিয়ত সৎ অর্থাৎ নিঃস্বার্থ পরতন্ত্র, অসৎ অর্থাৎ স্বার্থ পরতন্ত্র উভয় লোকের গতি বলিয়া সেই পরম ধন, শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন। নিঃস্বার্থ পরোপকার, এমনই পদার্থ, তুমি যে ভাবে, যে প্রকারেই তাহা সাধনা কর, তুমি নিঃসন্দেহে চক্ষু মেলিয়া দেখিবে, তোমার পশ্চাতে সত্য ও দয়া-ধর্ম্ম-বিজড়িত ধন-ধান্য-সুখ-সম্পদ-লিপ্ত মহাতেজ তোমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছে। এ তেজ, পরনিন্দা মানে না, এ তেজ, এতই প্রখর যে, ইহা একবার স্পর্শ করিলে সকল দৈন্যই ঘুচিয়া যায়। হায়! হায়! আমরা অধিকাংশ স্বার্থান্ধ মানব তাহা বুঝি না বলিয়াই, প্রবল স্বার্থ-বিজড়িত হইয়া, ভাবি সুখ-সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়া থাকি।

পাঠক মহাশয়! আমি কি লিখিতে বসিয়া কোন্ আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি, অতএব বর্ত্তমান সময় বিদায় গ্রহণ করিলাম।

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রসের দুই একখানি প্রশংসা পত্র।

ডাক্তারের মত।

১। ডাক্তার সুধীরঞ্জন সুর, এল, এম, এস, পিনাং পণ্ডিত মহাশয়! বাঙ্গালীর বিজ্ঞাপন দৃষ্টে ১০০ শত বটি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস আনাইয়া ব্যবহার করাইয়া কথিত বিজ্ঞাপনের সমধিক ফল লাভ করিয়াছি। পত্র পাঠ পূর্ব্ব ঠিকানায় ৬০০ বটি ভিঃ পিঃ করিবেন।

২। ডাক্তার সীতারাম প্রসাদ, খালিসাপুরা- আউধ—পণ্ডিত জি! কলিকাতা হইতে আসিবার সময় এক শিশি মার্ত্তণ্ড রস আনিয়াছিলাম. ইহাতে উদরাময় শান্তি হইয়া বিশেষ ক্ষুধা হইয়াছে, সত্বর তিন শিশি পাঠাইবেন।

৩। ডাক্তার আর, জি, খোন্দকার সাহেব এম, বি, লুধিয়ানা পঞ্জাব. বলেন—ধাতুদৌর্ব্বল্য ও সর্ব্বপ্রকার উদরাময়ে তোমার ঔষধ তীব্র ফলপ্রদ সন্দেহ নাই।

৪। ডাক্তার মহাতাপ প্রসাদ এল, এম, এস, রতনপুর—মহাশয় কোন বন্ধুর নিকট হইতে আপনার মার্ত্তণ্ড রস ৭ দিবস সেবন করিয়া আমার অম্লা-জীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধের অনেক উপশম হইয়াছে. পত্রপাঠ লোক মারফৎ তিন শিশি প্রদান করিয়া মূল্য লইবেন।

৫। ডাক্তার এম, ডি, নুর হক্ সাহেব খাজোয়া ভূপাল, বলেন—আমি বহু ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু এই ঋষি কথিত মার্ত্তণ্ড রসের ন্যায় অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও পুরাতন মেহদোষ নষ্ট করিতে এরূপ আশ্চর্য্য ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই। মূল্য অতি সুলভ, আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক এক শিশি রাখিতে বলি; আমি একজন কলেরা রোগীর প্রথমাবস্থায় সেবন করাইয়া আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

৬। ডাক্তার বিনয়চন্দ্র বণিক্য এইচ, এল. এম. এস, মনোহর দাসের চক, কলিকাতা, কবিরাজ মহাশয়! প্রেরিত লোক মারফৎ ৫০০ শত

মার্ত্তণ্ড রস দিয়া মূল্য লইবেন। আমি এই ঔষধ বহু রোগীকে দিয়া সন্তোষ জনক ফল পাইয়াছি।

৭। ডাক্তার সীতানাথ জোড়াবাগান, কলিকাতা। মহাশয়! আপনার মার্ত্তণ্ড রস সেবন করিয়া, পূর্ব্বে যেরূপ অম্ল জন্মাইত এখন আর তাহা নাই। সত্বর তিন শিশি ঔষধ পাঠাইবেন।

৮। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ মহলানবীশ, এল, এম. এস্, শক্তিগঞ্জ, সিংভূম, মহাশয়! বসুমতীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া ২ শিশি মার্ত্তণ্ড রস আনিয়াছিলাম, এই ঔষধ সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ডিসপেপসিয়া আরাম হইয়াছে। সত্বর এক সহস্র বটি পাঠাইবেন, এজেণ্ট হইলাম।

৯। এস্. ভেঙ্কটা নায়ার এল. এম, এস পুন্তিকেটি. ত্রিচুনোপালি হইতে বলেন—প্রচণ্ড বটি বাস্তবিকই বহুগুণযুক্ত, আমি এই ঔষধ দ্বারা একটি জীর্ণ শীর্ণ অজীর্ণগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। ২ শিশি পাঠাইবেন।

১০। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র চট্ট নায়ক, এল, এম, এস্, আমেদ নগর, ইউ, পি.—আপনার প্রেরিত ঔষধ সেবন করাইয়া জনৈক রোগী দুর্দ্দান্ত আমাজীর্ণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আপনি এইরূপ সুলভ ঔষধ প্রচার করিয়া দুস্থ ভারতবাসীর উপকার-রত হউন।

১১। ডাক্তার দেবকীপ্রসাদ এইচ, এল, এম, এস্, কাজিপুর,মিহিজাম—আপনার ঔষধ যথাসত্য ইনডাইজেস্‌চন্ ও ডায়েরিয়ার মহৌষধ। ব্যবহার করাইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

১২। ডাক্তার রামচন্দ্র মহাপাত্র, এল, এম, এস, বদন গঞ্জ, উড়িষ্যা, আমি কলিকাতা হইতে আসিবার সময় আপনার প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস আনিয়া আমার খুড়া মহাশয়কে সেবন করাইয়া জরাজীর্ণ গ্রহণী রোগ হইতে বিশেষ উপকার পাইয়াছি পত্র পাঠ দুই শিশি পাঠাইবেন।

১৩। ডাক্তার ওয়াই' এ, শ্যামসুন্দরম্ পিলাই, এম, বি, আউরাঙ্গাবাদ, ডেকান্—জনৈক ধাতুদৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণ রোগীর মার্ত্তণ্ড রসে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। পত্র পাঠ পাঁচশত বটি পাঠাইবেন।

১৪। ডাক্তার পি, ভি, রামাইয়া আয়ার এম, বি, রিচুর মাদ্রাজ,

ভিজাগা পাঠাম—আমি নিজে মার্ত্তণ্ড রস ব্যবহার করিয়া সন্তোষ লাভ করিযাছি। ডিস্‌পেপসিয়া ও পিত্তদোষজন্য জ্বালার ইহা মহৌষধ।

১৫। ডাক্তার, এস্ শ্রীগোপালাচারি, এল, এম, এস, রোহালা কোট্টা ম্যাঙ্গালোর—মার্ত্তণ্ড রস পত্র পাঠ ৬ শিশি পাঠাইবেন, অগ্নিমান্দ্য রোগের ইহা প্রচণ্ড মহৌষধ ব্যবহারে জানিয়াছি।

১৬। ডাক্তার রতনলাল কাঞ্জিলাল, এম, বি, মধ্যপ্রদেশ, মাড়োয়ার—আপনি যে মার্ত্তণ্ড রস পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে রোগীর বদহজম এবং অম্ল-রোগ নষ্ট হইয়াছে, সত্বর ৩ শিশি ঔষধ পাঠাইবেন।

১৭। ডাক্তার এন, এল, সামন্ত, এম, বি, কাথোয়াড়—আপনার মার্ত্তণ্ড রস বহুসংখ্যক রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশাতিরিক্ত ফল বুঝিয়াছি, পত্র পাঠ ১২ শিশি পাঠাইবেন।

গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মত।

১। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়,মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজার, দামরা কোলিয়ারি, কালিপাহাড়ি হইতে লিখিয়াছেন—২৮শে এপ্রিল তারিখের ২৯৫৯৮ নং পত্রসহ প্রেরিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস ব্যবহার করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে এত উপকার পাইয়াছি, যেন কোন দৈবশক্তি আমার জীব-নাশা শূন্যাবস্থার যাবতীয় যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া দিল। ইহাতে আমি এতই স্ফূর্ত্তি অনুভব করি, যে ৭ই মে তারিখে আমি আমার কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করি, পরে সামান্য দুই পাঁচ দিন ঔষধ সেবন করিবার পর ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিতে যাইয়া পুনর্ব্বার গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন জন্য অসুস্থ হইয়া পড়ি, পরে পুনর্ব্বার উক্ত ঔষধ সেবনে ভাল আছি। আপনি পত্রপাঠ আমার বন্ধুর জন্য একশিশি ঔষধ পাঠাইবেন।

২। শ্রীযুক্ত ঋষিভূষণ সেন, সীমডাল, বাঘাড় পোঃ বর্দ্ধমান হইতে লিখিয়াছেন—আপনার প্রেরিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস সেবন করিয়া ভাল আছি। উপস্থিত চক্ষু জ্বালা, গাত্রের উত্তাপ, হাত পা জ্বালা, প্রাতে উঠিলে গাত্র ভার, রাত্রে অনিদ্রা, এ সমস্ত কিছুই নাই, দুবেলা ভাত খাইয়া ক্ষুধা বেশ হইয়াছে। গলাটা ও পেটটা মধ্যে মধ্যে একটু জ্বালা করে মাত্র। আপনি পত্র পাঠ

আর এক শত মার্ত্তণ্ড রস সত্বর পাঠাইবেন, এখন দুবেলা বেশ দাস্ত সাফ হইতেছে এবং শরীরে বল লাভ করিয়াছি, জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিলাম।

৩। বাবু পঞ্চানন ব্রহ্ম পোঃ ভাবদীয়া, ফরিদপুর হইতে লিখিয়াছেন—একটি অম্বলের রোগীকে দুই সপ্তাহ মার্ত্তণ্ড রস ব্যবহার করাইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বে দুই তিনটার সময় হইতে অল্প অল্প বেদনা হইত এবং অপরিস্কার দাস্ত হইত, এখন ঔষধ ব্যবহার করার পর, বাহ্যে পরিষ্কার হইতেছে এবং বেদনা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। এই রোগীর উপকার দেখিয়া বহু রোগী ঔষধ ব্যবহার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, পত্র পাঠ আপনার মতামত জানাই-বেন।

৪। বাবু কৈলাশচন্দ্র সাহা, সিমলাবাড়ী, তামার হাট পোঃ ধুবড়ি হইতে লিখিয়াছেন—মহাশয়! জনৈক মন্দাগ্নি রোগাক্রান্ত রোগীকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস ব্যবহার করাইয়া আশানুরূপ ফল দেখা যাইতেছে, অদ্য হইতে আমিও আরম্ভ করিলাম, পত্র পাঠ একশিশি ঔষধ পাঠাইবেন প্রার্থনা।

৫। বাবু সামসুল হক্ মণ্ডল—পোঃ সালমারা সাউথ ধুবড়ি—আমি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস সেবন করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। পত্রপাঠ দুই মাসের মেহরোগের ঔষধ পাঠাইবেন।

৬। বাবু বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ—হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে বলেন—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রসে বহু দোষযুক্ত অম্ল ও ডিসপেপসিয়া আরোগ্য হইয়াছে। অদ্য অন্য একটি রোগী পাঠাইলাম।

৭। বাবু হেমচন্দ্র বসাক, বৃন্দাবন বসাকের লেন, কলিকাতা, মার্ত্তণ্ড রসে আমার ডিস্‌পেপসিয়া আরোগ্য হইয়াছে, এখন বেশ দুবেলা হজম হয়।

৮। বাবু রামহরি দাস, ভীম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মার্ত্তণ্ড রস এবং অম্লারি রস সেবনে আমার পত্নীর শূল রোগের তিন ভাগ আরোগ্য হইয়াছে, চাকরের মারফৎ আর ১ সেঠ দিবেন।

৯। বাবু দুর্গাচরণ ভৌমিক, মসজিদ বাটী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রস এবং মদন বটি সেবনে আমার ধাতুদৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ এবং অম্ল রোগ আরোগ্য হইয়াছে, আর ২ শিশি পাঠাইবেন।

১০। বাবু রামগোপাল মিশ্র, মেদিনীপুর হইতে বলিয়াছেন—আপনার

মার্ত্তণ্ড রস তিনটি বন্ধুকে ব্যবহার করাইয়া দুরারোগ্য অজীর্ণ ও মূত্রদোষের বিশেষ শান্তি হইয়াছে। পত্রপাঠ ৩ শিশি পাঠাইবেন। আরও বহু বহু আছে, অনাবশ্যক ও স্থানাভাব জন্য অমুদ্রিত।

১১। বাবু শ্যামাচরণ নাথ, পোঃ চাণ্ডুলি, বর্দ্ধমান. আপনার মার্ত্তণ্ড রসে প্রভুত ফল লাভ করিয়াছি, পত্রপাঠ তিন কৌটা পাঠাইবেন। অন্যান্য বিষয় অনাবশ্যক বোধে ও স্থানাভাব বশতঃ অমুদ্ধৃত।

ধবল রোগ।

এই রোগের নিদান-তত্ত্ব কুষ্ঠ ও বাতরক্তাধিকারের মধ্যে প্রদান করা হইয়াছে, তথাপি যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। অনেক লোক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাশয় আমিত কখন বেশ্যালয়ে যাই নাই বা আমার এমন কোন ব্যায়ারাম হয় নাই যদ্দ্বারা শরীরে পারদ প্রবেশ করিয়া এই কুৎসিৎ ব্যাধি প্রকাশ করিয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস শ্বিত্রকুষ্ঠ বা ধবল রোগ Leucodarma. এক দূষিত সংসর্গাদি দ্বারা হইয়া থাকে, নতুবা হয় না। আর্য্য ঋষিগণ বলেন, তাহা ভুল, কেন না এই ব্যাধি আরও অনেক প্রকারে হইতে পারে—যেমন কৃমি-জন্য ধবল, বিরুদ্ধ ভোজন বা অবিমিশ্র ভোজন জনিত ধবল, উপদংশ দোষ জন্য ধবল, পারদ বিকৃতি জন্য ধবল, কৌলিক বা বংশগত ধবল, সংশ্লিষ্ট দোষ জাত ধবল মানব শরীরে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ ও শ্বিত্র রোগের উৎপত্তি কারণ এক হইলেও ধবল রোগের লক্ষণ এই রোগ কেবল মাত্র রক্ত, মাংস মেদকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, আর গলৎকুষ্ঠরোগ শরীরস্থ সপ্তধাতুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস ধবল রোগের কোনরূপ জ্বালা-যন্ত্রণা নাই, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যালোচনা করিলে ধবল রোগেরও লক্ষণানুসারে স্থল বিশেষে যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে।

কিলাস জাতীয় শ্বিত্র অরুণবর্ণ, অর্থাৎ ঈষৎ লালাভ এবং কতিপয় কিলাস জাতীয় শ্বিত্র শ্বেত ও তাম্রবর্ণ মিশ্রিত। বাত জনিত শ্বিত্র লালাভ ও রুক্ষ; পৈত্তিক শ্বিত্র তাম্রবর্ণ মিশ্রিত শ্বেত লোহিত, এবং এই ধবলে দাহ ও লোম

থাকে না। কফজ শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ কণ্ডুযুক্ত। রক্তাশ্রিত ধবল শ্বেত বর্ণের মধ্যে রক্তাভ লালবর্ণ মাংসাশ্রিত তাম্রবর্ণ আর মেদোগত ধবল শ্বেতবর্ণ চকচকে, ইহার মধ্যস্থ লোম শ্বেতাকার হইয়া থাকে।

প্রতিকার—এই রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে অনেক অনেক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, সকলেই বলেন আরোগ্য হইবে, কিন্তু রোগী সে কথা বিশ্বাস করেন না কারণ প্রায় সকল রোগীই প্রকাশ করিয়া থাকেন আমি অমুখ স্থানের ঔষধ ৫০০ টাকা দিয়া কোন স্থানে বা ৩৲ টাকা ফুট দরে ঔষধ লইয়াছি কিন্তু মহাশয় আরোগ্য হইল কোথায়।

রোগিগণ উপরের কথা যে ভাবে বলিলেন তাহাতে আমারও যে উহা বিশ্বাস হয় না এমন নহে, কেননা কতকগুলি লক্ষণভেদের ধবলরোগ এতই দুশ্চিকিৎস্য, যে বহু যত্ন করিলেও নির্দ্দোষ হইতে চায় না। এজন্য আমি আর গজ ফুট বা ইঞ্চি হিসাবে দর না কসিয়া এক প্রকারের নিয়ম করিয়াছি, তাহাতে শতকরা গড়ে প্রায় নব্বই জন রোগী নির্দ্দোষ আরোগ্য হইতেছেন।

নিয়ম—আমি কেবলমাত্র ধবল রোগের জন্য অগ্রে দু পাঁচশত টাকার প্রত্যাশা রাখি না, বা, নমুনা দিব এ কথাও বলি না। আমার একটা নিয়ম আছে, যাঁহাদের ধবল রোগ আছে তাহারা পত্র দিলে মাত্র ৪৫ দিনের জন্য ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া দিই ইহার জন্য রোগীর একত্রে এক দিনেই রোগের অবস্থানুযায়ী টাকা দিয়া ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়, এবং এই ঔষধ এমন হিসাবে দেওয়া হয় যদ্দ্বারা রোগী কেহ বা নির্দ্দোষ আরোগ্য হন, আর কাহারও বা কিছু কসুর থাকিয়া পুনর্ব্বার উক্ত মূল্যে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়। অবশ্য এ নিয়ম গরীবের জন্য নহে, আমি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারি, রোগী গরীব, এবং কাতরতার সঙ্গে আমার অনুগ্রহ প্রার্থী, তাহা হইলে কেবলমাত্র ধবলরোগ চিকিৎসার জন্য যিনি যাহা ইচ্ছা করিয়া দিয়া থাকেন তাহা লইয়া উক্ত ঔষধ প্রদান করি। আর যদি বুঝিতে পারি রোগী ছদ্ম-বেশে আমায় ঠকাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা হইলে প্রকৃত মূল্য দিলেও তাঁহাকে ধবলের ঔষধ প্রদান করি না।

গলৎকুষ্ঠ ও বাতরক্ত বা অন্যান্য চর্ম্মরোগের নিয়ম অন্যরূপ। এ কথা

সেই সেই অধিকারে দ্রষ্টব্য। ধবল চিকিৎসার মূল্যের সঙ্গে উক্ত রোগের কোন সম্বন্ধ নাই।

গলিত কুষ্ঠ-ব্যাধির প্রশংসা পত্রাদি।

জেলা হুগলী, উত্তর পাড়ার শ্রীশ্রীরাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশংসাপত্র।

তারিখ ২৬।১।১৩

আমি আনন্দ সহকারে বলিতেছি আমি পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মাকে চিনি। তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ বহুদর্শী সুচিকিৎসক,তিনি যত্ন সহকারে রোগী সকলকে দেখেন। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে আমি বিশেষ সুখী হই।

(স্বাক্ষর) শ্রীজ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া, হুগলী।

কলিকাতা হাইকোর্টের চিফজষ্টিস স্যার চন্দ্র-মাধব ঘোষ কে টি, মহাশয় কি বলিয়াছেন দেখুন।

ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রিয় মহাশয়! ১৫।১১।১২

আমি এই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভদ্রলোকের অবস্থা পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলাম এবং অদ্যও যাহা দেখিলাম তাহাতে ইহাঁর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে,অতএব আমি আশা করি ইনি আপনার উত্তম চিকিৎসায় নির্দ্দোষ আরোগ্যলাভ করিবেন, এবং এই রোগ চিকিৎসার জন্য সমগ্রদেশে আপনার সুযশ বিস্তৃতিলাভ করিবে।

(স্বাক্ষর) শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষ।

জেলা উনাও হইতে জমীদার শ্রীযুক্ত শ্যামমনোহর মহোদয় নিজের হাতে অমৃতবাজার পত্রিকার এডিটরকে যাহা লিখিয়াছেন।

আমার নিজের পরীক্ষা।

অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি। (অনুবাদ)

মহাশয়!

নিম্নলিখিত বিষয়টী আপনার কাগজে লিখিয়া বাধিত করিবেন।

যতদুর আমার স্মরণ আছে ১৯০৮ সালে আমার দুই চক্ষু হঠাৎ লালবর্ণ হয়। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম কোনরূপ ঘটনাচক্রে হইয়া থাকিবে এবং ইহা আপনা আপনি সারিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া ৫ মাস মধ্যে কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ দেখা দিল, এবং ক্রমশঃ এরূপ লক্ষণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে যদ্দারা কুষ্ঠরোগ স্পষ্ট বুঝা গেল। আমি আমার দেশের ভাল ডাক্তার কবিরাজকে দেখাইয়া কোনরূপ ফল পাই নাই। তিন বৎসর এইরূপ ভাবে গত হইলে আমি আমার আরোগ্য সম্বন্ধে নিরাস হইলাম এবং কিছুতেই কিছু হইল না বলিয়া ঔষধ পত্র বন্ধ করিব স্থির করিলে, আমার একজন বন্ধু হাওড়ার কুষ্ঠ চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মার চিকিৎসাধীনে থাকিতে পরামর্শ দেন। ভগবান, পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি নিরাস অন্তঃকরণে তাঁহার নিকট চিকিৎসা আরম্ভ করি। পণ্ডিত আমাকে বলেন যে, যদিও ব্যাধি ও ভয়ানক কঠিন অবস্থায় আসিয়াছে বটে—কিন্তু তাহা বলিয়া আরোগ্য সম্বন্ধে একেবারে অসম্ভব নহে। আমি অল্প দিবস হইতে তাঁহার ঔষধ ব্যবহার করিতেছি এবং বিশেষ ফল পাইয়াছি (তাঁহার লাল মোদক অত্যন্ত উপকারি) যে সকল ব্যক্তি আমাকে প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছেন তাঁহারা ঔষধের গুণ অত্যাশ্চর্য্য দেখিয়া আমাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের আশা দিতেছেন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মাকে শত শত ধন্যবাদ। কেননা আমার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। চক্ষুর লালবর্ণ কতকটা গিয়াছে। মুখের দাগ অনেক মিলাইয়াছে। মুখের ভয়ঙ্কর অবস্থা যাইয়া এখন ভাল ভাব ধারণ করিয়াছে। ভগবান কবিরাজ মহাশয়কে সুখী করুন। কবিরাজ মহাশয় বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চয়। তিনি আমার স্বাস্থ্য পুনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আশা দিয়াছিলেন। জগতে স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনও বস্তুর তুলনা হয় না। কথিত আছে স্বাস্থ্য শত শত রকমে সুখজনক। আমার ভগবানের নিকট শেষ প্রার্থনা, তিনি কবিরাজ মহাশয়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়ে সুখী করুন! কবিরাজ মহাশয় গভর্ণমেণ্ট এবং লোকের নিকট হইতে উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত পাত্র। শ্যাম মনোহর।

রাজ বৈদ্যের কথা।

রোগী,বাবু শ্যামমনোহরকে আমি লক্ষ্য করিতেছি তাঁহার বিশেষ উপকার হইয়াছে। অতি অল্পকাল মধ্যে অর্থাৎ একমাস ঔষধ ব্যবহার করিয়া যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য ফল হইয়াছে তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমার বিশ্বাস যে কবিরাজ মহাশয় একজন বহুদর্শী চিকিৎসক, এবং দুরারোগ্য ব্যাধি যথা কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিবার পক্ষে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি আছে।

স্বাক্ষর—পণ্ডিত রামচরণ পাঠক রাজ বৈদ্য।

পাতখনতলা জেলা উনাও।

১৯১৩ সাল ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের **অমৃতবাজার পত্রিকা** বলিতেছেন :—

"একজন গুণবান কুষ্ঠ চিকিৎসক।"

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন, কুষ্ঠরোগ চিকিৎসক খুরুটরোড, হাওড়া। কুষ্ঠরোগ এবং অন্যান্য চর্ম্মরোগে ইনি কৃতকার্য্যের সহিত চিকিৎসা করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। আজ কাল চিকিৎসা ব্যবসায় একজন সাধারণ চিকিৎসকের পক্ষে উন্নতি করা অতি সহজ ব্যাপার নহে, বিশেষতঃ অতি সুকঠিন কুষ্ঠ চিকিৎসাতে। আমরা এই পণ্ডিতকে অনেক দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, এবং আমরা ইহাকে যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে ইনি একজন গুণবান লোক বলিয়াই বোধ হয়। ইনি যে বহুশিক্ষিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই কেননা ইনি বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের নিকট উচ্চ প্রশংসাপত্র এবং সুবর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাই তাঁহার গুণের পরিচয়।

আমাদের এতদিন ধারণা ছিল যে ইনি কেবল একজন কুষ্ঠ চিকিৎসক, কিন্তু সম্প্রতি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে ইহাঁর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতেও নিপুণতা এবং বহুদর্শিতা আছে। কারণ এ বিষয়ে তিনি উত্তরপাড়ার রাজা জোৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং সাধারণের নিকট হইতে উৎসাহ পাইবার যোগ্যপাত্র। আমরা ইহাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বিলাতের পত্র।

বৃহৎ কুষ্ঠরোগ নিদান-তত্ত্ব ও তাহার প্রতিকার নামক পুস্তক পাঠ করিয়া ইংরাজী ১৯১৪ সালের ৭ই নভেম্বর—

রয়াল কলোনিয়াল ইনষ্টিটিউট নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ড য়্যাভিনিউ লণ্ডন, ডব্লিউ, সি. হইতে মিঃ পি. ই. লিউইন্ মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন।

ইংরেজির অনুবাদ।

কবিরাজ রামপ্রাণ শর্ম্মা—

খুরুট রোড হাওড়া।

প্রিয় মহাশয়!

আপনার ২০ অক্টোবর তারিখের পত্র ও তৎসহ কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার বৃহৎ একখানি পুস্তক পাইলাম। আপনার এই পুস্তক প্রেরণের জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তি কুষ্ঠরোগ-তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই পুস্তক বহু উপকারে আসিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আপনার একান্ত বশম্বদ

পি. ই, লিউইন।

আলোচনার মতামত।

হাওড়ার আলোচনা নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১০ সালের চতুর্দ্দশ বর্ষ পরিচালিত আলোচনার ১ম সংখ্যায় চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন—

উদীয়মান কবিরাজ। গুণের আদর সর্ব্বত্র, এই কথার যথার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য আজ আমরা আলোচনার পাঠকবর্গকে একটী উদীয়মান নবীন কবিরাজের পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন মহাশয় আজ বহুদিবস হাওড়া জিলায় কবিরাজী ঔষধালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছেন। ইংরেজিতে একটী প্রবচন আছে, গুণ থাকিলে সময়ে তাহার উন্নতি হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। উক্ত কবিরাজ মহাশয় অতি সামান্য অবস্থা হইতে হাওড়ার বহুগুণী ও জ্ঞানী চিকিৎসক অধ্য-

ষিত সহরে আপন প্রতিভাবলে বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে কবিরাজ মহাশয়ের বেশ ব্যুৎপত্তি আছে। মফঃস্বল হইতে সমাগত রোগি-গণকে তিনি বিশেষ যত্নসহকারে সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিয়া অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়াছেন। ইনি কুষ্ঠ ও রক্তদুষ্টি চিকিৎসায় যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন, বোধ হয় এরূপ অপর কোন কবিরাজ পারিবেন কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে তিনি এক প্রকার দৈবশক্তিসম্পন্ন ও সিদ্ধহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার অমানুষিকতা গুণে মোহিত হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানী, গুণী ও মিষ্টভাষী। ইহাঁর সংসার সম্বন্ধীয় বহু গুণ থাকায় এই কয়েক বর্ষ মধ্যে সামান্য অবস্থা হইতে ভগবান তাঁহাকে উন্নতি-মার্গে সমাকীর্ণ করিয়া-ছেন। একদিন যে লোকের অর্থের জন্য সংসার চলা দায় হইয়াছিল, আজ তিনি হাওড়া ও কলিকাতা মধ্যে তিনটী ঔষধালয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা। দরিদ্রের প্রতি দৃঢ়লক্ষ্য থাকায় দয়াময় যে ইহাঁকে উন্নীত করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে ইনি মধু অভাবে গুড় দিয়া কর্ম্ম-সমাধা করেন না, নিজের যত্নে সমগ্র ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন, এজন্য ইহাঁর ঔষধ আশু ফলপ্রদ। আমরা হাওড়া ও মফঃস্বলবাসী বন্ধুগণকে আবশ্যক হইলে একবার কবিরাজ রামপ্রাণ শর্ম্মার নিকট চিকিৎসিত হইতে অনুরোধ করি।

উকিলের প্রথম পত্র।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমনাথ মুখো-পাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার পুত্র যাহা লিখিয়াছেন।

এসানসোল।

রোগী ২২ দিবস যাবৎ ঔষধ ব্যবহার করিয়া যদিও বিশেষ কোন ফলোপলব্ধি করিতে পারে নাই; তবে উন্নতি হইয়াছে। মুখের চেহারায়, রোগ কমিতেছে সত্য। রোগী যেরূপ বলিতেছেন তাহাতে বিশেষ উপকার মনে হয়। ঔষধ নাই রোগীর ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে রোগান্তে রোগীর রক্ত পরীক্ষা।

এসানসোল ৪।৩।১৩

এসানসোল হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং

মহাশয়!

ইতঃপূর্ব্বে যে রোগী আপনার চিকিৎসাধীনে ছিল, গতকল্য মেডিকেল কলেজের এসিষ্টেণ্ট ব্যাকটরিওলজিষ্ট ডাক্তার জি, সি, চ্যাটার্জ্জি এম, বি, মহোদয়, কানের রক্ত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে রক্তে কুষ্ঠ-রোগের বীজ আর নাই। অতএব বর্ত্তমান সময় কি কি ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে, এই সকল বিষয় রোগীর ঠিকানায় লিখিয়া জানাইবেন; অদ্য রিপোর্টের কাগজপত্র পাঠাইলাম।

(স্বাক্ষর) শ্রীবঙ্কিমনাথ মুখোপাধ্যায়।

সুলভ সমাচারের মতামত।

ভারত গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত সুলভ সমাচারে যাহা প্রকাশ হইয়াছে।

কুষ্ঠ-কুটীর। কুষ্ঠব্যাধির মত ভয়ানক ব্যাধি পৃথিবীতে আর নাই। কুষ্ঠরোগী জীবনেই নরক ভোগ করিয়া থাকে, অন্য রোগ হইলে লোক সেবা করিয়া থাকে, কিন্তু কুষ্ঠরোগীকে সকলেই দূরে পরিহার করে। এই কুষ্ঠ-রোগীর আরাম-বিধান ও সেবার জন্য যিনি চেষ্টা করেন, তিনি পূজার্হ। আমরা আজ একজন কুষ্ঠ চিকিৎসকের পরিচয় দিতেছি। ইনি সহরবাসীর নিকট সুপরিচিত হইলেও মফঃস্বলের অনেক লোক হয়ত ইহাঁর পরিচয় জানেন না। ইহাঁর নাম পণ্ডিত শ্রী রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন। হাওড়ায় ইহাঁর চিকিৎসালয়। অনেক রোগী ইহাঁর চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইয়াছে। ইহাঁর কৃত আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পুস্তকখানি গৃহস্থের নিত্য আবশ্যক। সকলকেই লইতে অনুরোধ করি, মূল্য অতি অল্প। ১৩।২।২৩

বর্ম্মার জজ সাহেবের পত্র।

ইয়ামেথিন বর্ম্মা।

১৩।২।১৩

প্রিয় ডাক্তার মহাশয়!

আপনার রোগী আপনার ব্যবস্থা মত এক মাস ঔষধ ব্যবহার করিতেছে। উন্নতির চিহ্ন দেখা দিয়াছে; এবং আশা করি অবশেষে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর দেড় মাসের ঔষধ ডাকযোগে পাঠাইয়া দিবেন। এবং যাহাতে সত্বর আরোগ্য হয় তাঁহা করিবেন। হাতের মুখের লাল এবং অসমতল চিহ্ন কমিয়া গিয়াছে, তাহার হস্তে যে ভয়ানক যন্ত্রণা হইত তাহা আর নাই আপান জগতে কৃতকার্য্য লাভ করুন এই আমার বাসনা।

এম থাডিন।

অতিরিক্ত জেলা জজ।

কুষ্ঠরোগ আরোগ্য।

মাননীয় শ্রীযুক্ত অমৃতবাজার পত্রিকার

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

তারিখ ৩০।১২।১২

মহাশয়!

আপনার সুযোগ্য পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিষয়টি সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

খুরুট রোডস্থ হাওড়ার কুষ্ঠ চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয়কে আপনারা বিশেষ জানেন। হাওড়ায় থাকিয়া তিনি কুষ্ঠ চিকিৎসায় যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন যদ্দারা আমরা বিবেচনা করি তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সাধারণের বিশ্বাস যে কুষ্ঠ দুরারোগ্য ব্যাধি, এ বিশ্বাস আমাদেরও ছিল, কিন্তু পণ্ডিত যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিতেছেন তাহা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছেন ও হইতেছেন। আমাদের পরিচিত কেহ কেহ নিজ ব্যয়ে কুষ্ঠরোগীকে পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মার চিকিৎসাধীনে রাখিয়া তাঁহাকে কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি কেবল

নামে মাত্র পণ্ডিত নহেন, তিনি বাস্তবিক শিক্ষিত এবং শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। আয়ুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁহার অত্যধিক জ্ঞান থাকার দরুন তাঁহার চিকিৎসা পদ্ধতি এবং রোগনির্ণয় শক্তি অতীব উত্তম। এতদিন হাওড়ায় ভালরূপ আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ের অভাব ছিল কিন্তু এই পণ্ডিতের আগমনে সে অভাব দূর হইয়াছে।

পণ্ডিত তাঁহার কুষ্ঠাশ্রমের পার্শ্বে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটী দ্বিতল বাটীতে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এবং ঔষধালয় স্বতন্ত্রভাবে স্থাপন করিয়াছেন এবং তথায় তিনি শিক্ষাদান করেন এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে সকল কার্য্য নিজে পর্য্যবেক্ষণ করেন। যদিও পণ্ডিতের বয়স অল্প বটে, তথাপি অনেক প্রাচীন কবিরাজ অপেক্ষা তাঁহাকে সমধিক গুণবান বলিয়া বোধ হয়। সুচিকিৎসক হইতে হইলে যে সমস্ত সৎগুণের আবশ্যক তাহা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এবং ঐ সমস্ত সৎগুণ আছে বলিয়া তিনি এত অল্পকাল মধ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে, "গুণের পুরস্কার আছেই আছে।" পণ্ডিত সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, যদি কোনও সহৃদয় ভদ্রলোক দয়া পরবশ হইয়া এই ঔষধ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন কিম্বা কোনও ধনী ব্যক্তি দরিদ্র রোগীগণের রোগবিমুক্ত কল্পে গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ জমা রাখেন যাহাতে ঐ অর্থের দ্বারা চিকিৎসা ব্যয় চলিতে পারে, তাঁহা হইলে পণ্ডিত ঐ সমস্ত দরিদ্র রোগীদিগকে জীবন পণ করিয়া সেবা করিতে এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে যত্ন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই সমস্ত কারণে আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে যদি কোনও রোগী আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হইয়া থাকেন তিনি এই দণ্ডে পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মার চিকিৎসাধীনে আসুন।

(স্বাক্ষর) প্রসন্নকুমার বসু, অবসর প্রাপ্ত
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কলেক্টর,
হাওড়া।

(স্বাক্ষর) কীর্ত্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত
পুলিষ ইনসপেক্টার এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট
হাওড়া।

(স্বাক্ষর) খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মিউনিসিপাল কমিশনার,
এবং কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল।
হাওড়া।

(স্বাক্ষর) সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সব-
ইন্‌সপেক্টার অব পুলিশ,
হাওড়া।

(স্বাক্ষর) এম্. এস্. ঘোস্ ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট
হাওড়া।

(স্বাক্ষর) এ, সি, হাজারি. ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক হোমিও কলেজ
কলিকাতা, হাওড়া।

(স্বাক্ষর) যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
আলোচনা সম্পাদক.
হাওড়া।

(স্বাক্ষর) সুরথচন্দ্র মিত্র, এল্, এম্, এস্
হাওড়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া বা আনন্দ বাজারের মত।

কবিরাজের কৃতিত্ব। কবিরাজ রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয় হাওড়া খুরুট রোডে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইনি বয়সে নবীন হইলেও চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার গুণপনা প্রবীনাপেক্ষা অধিক। ইহাঁর ঔষধাবলী নিজতত্ত্বাবধানে প্রস্তুত বলিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা দরিদ্র রোগীকেও মূল্যবান ঔষধ সকল স্থল বিশেষে অর্দ্ধ মূল্যে এবং কাহাকেও বা বিনামূল্যে দিয়া থাকেন। কুষ্ঠব্যাধি চিকিৎসায় ইহাঁর ক্ষমতা যথেষ্ট। ইহাঁর কৃত আয়ুর্ব্বিজ্ঞান রহস্য পুস্তক খানি উত্তম।

সার্টিফিকেট।

ইংরেজীর অনুবাদ।

অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কলেক্টার বাবু প্রসন্নকুমার বসু মহোদয় বলিতেছেন :—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কুষ্ঠ চিকিৎসাতে অদ্বিতীয় বলিয়া দেখা যাইতেছে। ৬২ বৎসর বয়স্ক আমার ধোপা প্রায় ৬।৭ বৎসর হইতে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইত। এইস্থলে ছয় মাস কাল চিকিৎসা করিয়া রামপ্রাণ শর্ম্মা তাহাকে নিরোগ করিয়াছিলেন। আরোগ্য হইলে ঐ লোক সাত বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া সবল লোকের ন্যায় কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

সার্টিফিকেট।

সুযোগ্য হাইকোর্টের ভকিল এবং হাওড়া মিউনিসিপাল কমিশনার বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল, মহোদয় বলিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মাকে আমি বহুদিন হইতে জানি। তিনি এক জন বিজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী এবং বহুদর্শী চিকিৎসক। কুষ্ঠাদি রোগে তাঁহার চিকিৎসা অতি প্রশংসনীয়। অনেকগুলি কুষ্ঠরোগীকে তিনি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন।

মেদিনীপুর হিতৈষীর মতামত।

মেদিনীপুরের কুষ্ঠরোগী।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে এই কথা লইয়া প্রতিকার কল্পে মিউনিসিপালিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এখানকার কুষ্ঠরোগের প্রতিকার কল্পে কর্ত্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। আমরা গতবারে হাওড়ার শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা মহোদয়ের চিকিৎসার কথা লিখিয়াছিলাম। অদ্যও এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ যাবতীয় রির্পোট প্রদান করিলাম। ১৩১৮ সাল ২৮শে ফাল্গুন।

মহাম্মদীর মত।

মুসলমান সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের মুখপত্র সম্পাদক ১৩১৭ সালের ৯ই বৈশাখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন। আমরা খুরুট রোড হাওড়া নিবাসী কুষ্ঠচিকিৎসক মহাশয়ের কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা দেখিয়াছি। উক্ত রোগ চিকিৎসায় তিনি সিদ্ধহস্ত। যে কোন প্রকার কুষ্ঠরোগ হউক না কেন তিনি অল্প সময়ে আরোগ্য করিতে পারেন ইহা আমাদের দৃষ্ট ফল।

বীরভারতের মতামত।

কলিকাতাস্থ, হিন্দি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের মুখপত্র বীরভারত নামক পত্রের সম্পাদক মহাশয় ইংরাজী ১৯১০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালা ফাল্গুনের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কুষ্ঠচিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন।

হিন্দির অনুবাদ।

কুষ্ঠরোগ বড় ভয়ানক। অনেকের মুখে শুনিয়াছি উত্তমরূপে কুষ্ঠ আরোগ্য হয় না। এই অবস্থায় খুরুট হাওড়া কুষ্ঠকুটীরের সম্পাদক এবং চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জনের আশ্চর্য্যরূপ কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার প্রশংসা শ্রবণ করার পর পরীক্ষার্থ আমার এক আত্মীয়কে চিকিৎসায় নিযুক্ত করি। ইহার হস্ততলে ধবল রোগ দেখা দিয়াছিল। উপস্থিত যদিও তিনি চার সপ্তাহে উক্ত রোগ হইতে নির্দ্দোষ হয় নাই সত্য, কিন্তু এই সামান্য দিনে যে, আশাপ্রদ ফললাভ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবিরাজের বাচনিক এবং চিকিৎসা নৈপুন্যে যাহা বুঝা যায় তাহাতে অল্প দিনেই আরোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। ইহাঁর আর একটি বিশেষ গুণ দেখা যায় ইনি নির্লোভ, সদাশয় ও দয়াবান। চিকিৎসকের পক্ষে ইহাপেক্ষা গুণ আর কি হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে সকল রোগী কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যদি ইহাঁর অনুসন্ধান করিয়া নিজের বিষয় বিবৃত করেন তাহা হইলে উপকার প্রাপ্ত হইবেন। ইহাঁর চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখিয়া বড় বড় ডাক্তার ও গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসমূহ এবং ম্যাজিষ্টেট আদি স্বর্ণমেডেল, সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি।

অমৃত বাজারের প্রথম মত।

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর। কুষ্ঠরোগ অসাধ্য ব্যাধি একথা অনেক ব্যক্তিই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আজকাল অনেক চিকিৎসক সত্বেও ইহাঁদের মধ্যে একজন খ্যাতনামা কুষ্ঠচিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন, যাঁহার ঔষধালয় খুরুট রোড হাওড়া। ইনি অনেক কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়া সম্ভ্রান্ত স্থান হইতে ভাল ভাল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনি সাধারণের নিকট বিশেষ জানিত।

ডাক্তারের মত।

২য়। ডাক্তার এ, লতিফ এম, ডি, মহোদয় বলেন, আপনার কুষ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি, নয়জন রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছেন সকলেই আরাম হইয়াছে, আমার মতে এই মহৌষধ সাধারণ হাঁসপাতালের জন্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে আমিও মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মতামত স্থির করিব।

পত্র।

জেলা মেদিনীপুর, গ্রাম আনন্দপুর হইতে মাননীয় উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র দাস ২৬।১০।০৯ তারিখে লিখিয়াছেন।

মহাশয়!

আমি উপদংশ রোগগ্রস্ত রোগীকে লইয়া যাইয়া আপনার নিকট হইতে ৪১ দিবসের জন্য যে ঔষধ আনিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। এখন গাত্রের দুশ্চিহ্নাদি কিছুই নাই। রোগী এখন পূজার বন্ধে বাটী গিয়াছেন, পরে আসিলে তাঁহাকে আর ঔষধ সেবন করিতে হইবে কিনা ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানাইবেন প্রার্থনা।

ডাক্তারের পত্র।

ডাক্তার সি, রামস্বামী তাঞ্জোর আর, এম হস্পিটেল হইতে লিখিয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয়!

আপনার কুষ্ঠরোগের ঔষধে রোগীর অনেক উপকার হইয়াছে। আমি বিশেষরূপে আশা করিতেছি যদি এই ঔষধ আরও কিছুদিন ব্যবহার করান যাইত তাহা হইলে ইহার উপকারিতা বিশেষভাবে দৃষ্ট হইত। কেবলমাত্র কুড়িদিনের ফল যাহা বুঝিয়াছি তাহা সন্তোষজনক। সত্বর উপযুক্ত ঔষধাদি পাঠাইবেন।

গভর্ণমেণ্ট প্লীডার হাওড়া।

আমি আনন্দসহকারে জানাইতেছি—আমি পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মাকে অনেক দিন হইতে জানি। তাঁহার কুষ্ঠ চিকিৎসায় পারদর্শিতা সম্বন্ধে বিশেষ খ্যাতি

আছে। এই ভয়ানক ব্যাধিগ্রস্থ অনেক ব্যক্তিকে তিনি আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার আনুকুল্য পান ইহাই আমার ইচ্ছা।

স্বাক্ষর শ্রীআশুতোষ বসু
গভর্ণমেণ্ট উকিল
হাওড়া।
২৭।১২।১২

পল্লীবাসীর মতামত।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গতঃ কালনার সাপ্তাহিক "পল্লীবাসী" পত্রের সম্পাদক ১৩১৬ সালের ৬ই মাঘ যে সকল বিষয় সমালোচনা করিয়াছেন—

কুষ্ঠ অতি কদর্য্য রোগ। পারদাদি নানা প্রকার দ্রব্যের সংস্পর্শে শরীরে প্রবেশ করে। যক্ষ্মা যেমন শিবের অসাধ্য ব্যাধি, কুষ্ঠ তদপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, হাওড়া কুষ্ঠকুটীরের কবিরাজ রামপ্রাণ শর্ম্মা মহাশয় এই দারুণ রোগের চিকিৎসায় যশোলাভ করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসায় শত শত লোক নব-জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। সিদ্ধ সাধু প্রদত্ত মহৌষধের গুণে শর্ম্মা মহাশয়ের চিকিৎসা-গৌরব। কাশীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক হিমাচলের সানুদেশে বিচরণ করেন, সেই সময় কোথায় কোন সাধুর কৃপা লাভ হয়। "নচ দৈবাৎ পরমং বলং" সাধু মহারাজের দৈবদত্ত সেই ঔষধের শক্তিতে তিনি আজ কুষ্ঠ কাতর নর-নারীগণকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়া অদ্ভুৎক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন। ভগবৎকৃপায় কাল কুষ্ঠব্যাধির যে এমন ফলপ্রদ ঔষধ পাওয়া যাইতেছে মনুষ্যজগতে ইহা বড় অল্প আনন্দের কথা নহে।

মদনবটির প্রশংসা পত্র।

৫ম। ডাক্তার আবদুল লতিফ এল, এম, এস, মহোদয় লিখিয়াছেন—আপনার মদনবটি আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন, ১১ জন রোগীকে ব্যবহার করাইয়াছিলাম তন্মধ্যে ৯ জন পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, মেহ রোগের ও তরল শুক্রের পক্ষে যথার্থ ধন্বন্তরী। পত্র পাঠ ১ ডজন ছোট কৌটা ভিঃ পিতে পাঠাইবেন।

৬ষ্ঠ। ডাক্তার সুরথচন্দ্র বসু, এম.এ, এম-ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন। আমি আপনার মহৌষধে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি, এতদিনে জানিলাম যে মেহরোগী এবং যাহাদের শুক্র তরলতা ঘটিয়াছে তাহারাই আপনার ঔষধ মদনবটি ব্যবহার করিবেন।

৭ম। কাশীধাম এয়োর বটতলা হইতে মাননীয় পণ্ডিত শিবপ্রসাদ তর্কভূষণ লিখিয়াছেন যে, আপনার মদনবটি দুর্ব্বলতা ও ক্ষুধাবৃদ্ধির মহৌষধ। পত্র পাঠ ১ কৌটা ৩ সপ্তাহোপযোগী পাঠাইবেন।

৮ম। ৫৫ নং চৌরঙ্গি হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন যে, আপনার মদনবটি সেবন করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ পরোপকার তৎপর হউন আমি সত্বর আর এক মাসের ঔষধ আনাইতেছি এখন আমার শরীরে উত্তম বল হইয়াছে।

৯ম। প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীচরণে নিবেদন মিদং—

আমি কয়েক দিবস যাবৎ আপনার ব্যবস্থিত ক্ষুধানল চূর্ণ ও মদনবটি সেবন করিয়া ভাল আছি। আপনার ব্যবস্থা অতি উত্তম। ৫।৭ দিন মধ্যে এরূপ অজীর্ণও ধাতুদৌর্ব্বল্যের উপকারের আশা পূর্ব্বে করি নাই, আমি সত্বর কলিকাতায় যাইব. পোঃ রূপাপাত, গ্রাম আড়দিয়া ফরিদপুর, শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস।

১০ম। মহাশয়! আপনার মদনবটি নামক ঔষধ সেবন করিয়া আমাদের উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার প্যাক ভাল না হওয়ায় ঔষধ অর্দ্ধেক প্রমাণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং যাহা ছিল তাঁহাতেই আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন, অতএব পত্রপাঠ আর দুই মাসের ঔষধ, মদনবটি পাঠাইবেন। নিবেদক শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ C/o সি, কে, ঘোষ, এস, এস, এস, টাঙ্গাই, বর্ম্মা।

পত্র।

প্রণাম শতকোটী নিবেদন মিদং—

পরে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জগদীশ্বরের কৃপায় আপনার নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া সেবন ও গোড়ালীর ক্ষতে ব্যবহার করায় এক মাসের সেই ভয়ানক ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে। সকলেই বলিয়াছিল পা খসিয়া যাইবে,কিন্তু

তাহা না হইয়া আরাম হইলাম। আপনাকে কি বলিব জানি না, আমার, ঔষধ নাই, আগামী ১৩ আষাঢ় যাইব।

আপনার দাসানুদাস,

শ্রীরজনীকান্ত সিংহ। নবাবগঞ্জ, রাইফেল ফ্যাক্টরী, ইচ্ছাপুর E. B. S. Ry.

ডাক্তারের মত।

১ম। ডাক্তার এস, বসু এম এ, এম ডি, মহোদয় বলেন, শর্ম্মা একজন খ্যাতনামা কুষ্ঠ চিকিৎসক,তাঁহার দুইটী ঔষধ আমি পরীক্ষায় জানিয়াছি যে কুষ্ঠ রোগের যে কোনও অবস্থায় প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত সুফল লাভ হইয়া থাকে, আমি দুইজন গলিত কুষ্ঠ রোগযুক্ত রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। দুইজনেই আরোগ্য হইয়াছেন। কুষ্ঠরোগে লাল মোদক এবং আসব নামক ঔষধ এবং শুক্রতারল্যে ও পুরাতন মূত্ররোগ নিবৃত্তি করিতে, মদনবটি নামক ঔষধ আমার বিবেচনায় সমধিক ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়।

পত্র।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় পোঃ আড়তে, গ্রাম জলহুয়ার, পুরুলিয়া হইতে লিখিতেছেন।

সসম্মান নিবেদন মিদং—

আপনার ১১ই নভেম্বরের পত্র এবং ২৬শে অক্টোবরের প্রেরিত মলম প্রাপ্ত হইয়াছি। উপস্থিত পত্র পাঠ ১নং রোগিনীর জন্য এক মাসের ঔষধ ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবেন।

১নং রোগিনীর একমাস ঔষধ সেবন করায়,অনেক উপশম জানা যাইতেছে, পূর্ব্বে যে স্থানে চিমটি কাটিলে লাগিত না,তাহা এখন লাগিতেছে,গাত্রের চাকা দাগগুলি মলিন হইতেছে,বিশেষতঃ হস্ত ও মুখের এবং পায়ের দুই চারিটী ছাড়া সকলই সুন্দর মিলাইতেছে, কিন্তু পিঠে যেসকল গুটি গুটি চিহ্ন ছিল,সেগুলি না মিলাইয়া চাপিয়া চেৎরাল হইতেছে। পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে কীট কীট সড় সড় করিত ২।৩ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করার পর উহা সারিয়াছে। অধিক কি বলিব রোগিনী যাহাতে সত্বর আরোগ্য লাভ করে তাহাই করিলে বাধিত হইব।

২নং রোগীর মুখের ফুলা অনেক কমিয়াছে আর যেরূপ লালবর্ণ ছিল

তাহাও মলিন হইয়াছে। কিন্তু হাঁটুর নীচে যে অসাড়তা ছিল তাহার এখনও বিশেষ উপকার হয় নাই, এই রোগী গরীব অতএব কতদিনে আরোগ্য হয় জানাইবেন। ইতি ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল।

জমীদারের পত্র।

সন ১৩১৭ সালের ২৪শে বৈশাখ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বাঙ্গোরা পোঃ ও গ্রাম নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলোচন মজুমদার মহাশয় যে পত্র পাঠাইয়াছেন।

কতক দিবস যাবৎ আপনার নিকট কোন পত্র দিতে পারি নাই। আশাকরি পুত্রজ্ঞানে ক্ষমা করিবেন, আপনি রোগী মহাশয়ের চিকিৎসায় যতদুর মহত্ত্বতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভগবানের নিকট কায়মনবাক্যে আপনার উন্নতি কামনা করিতেছি। ভগবানের কৃপায় রোগীর গলার ক্ষুশিচহ্ণাদি অনেক কমিয়াছে এখনও দুই একটি পুরাতন গোটা আছে, নূতন আর দেখা যায় না। যদিও চিহ্নগুলি এখনও নির্দ্দোষ সারে নাই সত্য কিন্তু ঐ সকল দাগ অনেকাংশে শরীরের বর্ণের সমান হইয়াছে,মোট কথা ভগবানের কৃপায় রোগী আপনার ঔষধে যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন। এখন আর যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করেন না। এখন গ্রীষ্মকাল অন্যবার এ সময় গোটার বৃদ্ধি হয় এবার তাহা নাই। এখন চুলকানি মাত্রও নাই ; অদ্য আমার আর একজন অন্য আত্মীয়ের অবস্থা লিখিলাম উপযুক্ত ব্যবস্থা সহ ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠাইবেন প্রার্থনা।

সার্টিফিকেট।

হাওড়া জজ-কোর্টের উকীল বাবু বামাপদ বসু মহোদয় বলিতেছেন।

বড় আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পণ্ডিত রামপ্রাণ ভট্টাচার্য্য এক জন বিচক্ষণ কবিরাজ এবং আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, স্নানবীয়দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে তাঁহার প্রস্তুত ঔষধ এবং ব্যবস্থা অতীব ফলপ্রদ। কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগে তিনি যে একজন অদ্বিতীয় চিকিৎসক তাহা আমি বহুদিন হইতে বিশেষরূপে অবগত আছি।

মানসীর মত।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা মানসী সম্পাদক সন ১৩১৬ ইং ১৯০৩ ডিসেম্বরের ১ম ভাগ ১১শ সংখ্যায় যাহা বলিয়াছেন। হাওড়া কুষ্ঠকুটীরের চিকিৎসক শ্রী রামপ্রাণ শর্ম্মা প্রণীত তৃতীয় সংস্করণ ঠাকুরমার মুষ্টিযোগ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। মিতব্যয়ী হিন্দুর সংসারে মুষ্টিযোগের আদর এখনও কমে নাই, বইখানির তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াই এ কথা মনে পড়িল। মূল্যও অধিক নহে মাত্র ॥০ আনা। শর্ম্মা চতুর্দ্দিকে এই মুষ্টিযোগের বলে কোন কোন পল্লীতে ডাক্তারের আদর পর্য্যন্তও লুপ্ত করিয়াছেন, সুতরাং বই খানি যে সকল গৃহস্থের নিত্য আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। বইখানিতে অনেক রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা লিপিবদ্ধ আছে, জ্বররোগের লক্ষণ পাঠ করিলে সেকেলে অনেক কথা মনে পড়িয়া যায় ইনি সত্যই একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক সন্দেহ নাই।

জমীদারের পত্র।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বসু, কেন্দ্রপাড়া, কটক, হইতে লিখিতেছেন। আপনার চিকিৎসাতে শত শত ধন্যবাদ দিয়া জানাইতেছি, রোগীর দুঃসাধ্য ক্ষত, যাহা চিকিৎসকগণ আরোগ্য করিতে পারেন নাই, আপনার ঔষধ আট দিবস ব্যবহার করিয়া প্রায় আরোগ্য হইয়া অত্যল্প কাল মধ্যে নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়াছে। আমি সত্বর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।

ডাক্তারের মত।

৩য়। পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর প্রসাদ এম, বি, মহোদয় বেনারস হইতে বলেন, মহাশয়! কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য জন্য আপনাদের ঔষধই শ্রেষ্ঠ, ইতিপূর্ব্বে আমি হাওড়া হইতে আরও ২।১ জনের ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলাম তাহাতে ফল হয় নাই, সত্বর ৪১ দিনের তৈল ও ঔষধ পাঠাইবেন।

ডাক্তারের মত।

৪র্থ। ম্ ডাক্তার চান্দু এম, ডি, ভাজোর হইতে ঔষধ পরীক্ষা করিয়া

বলিয়াছেন যে আমি সুখী হইলাম অসাধ্য কুষ্ঠব্যাধিরও ঔষধ আছে আপনার ঔষধ সকল ডাক্তারের দ্বারা যাহাতে প্রচারিত হয় তাহার চেষ্টা করিব।

পত্র।

৩য়। হার্টাস রেলওয়ে ক্লেমস্ এণ্ড ফরওয়ারডিং এজেন্সি,কানপুর হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী লিখিয়াছেন। আমি আজ প্রায় ১০।১১ বর্ষ কাল বায়ুরোগাক্রান্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলাম, বহু বহু ঔষধ সেবন করিয়াও কোন ফল পাই নাই, অবশেষে আমার এক বন্ধুর নিকট এই মদনবটির নাম শুনিয়া ব্যবহার করায় আমার প্রায় চৌদ্দ আনা অংশ রোগ কমিয়াছে। আর দেহ রক্ত সহ পুষ্ট হইতেছে ; বিশেষ কি লিখিব ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ। পাত্র পাঠ ৩ কৌটা পাঠাইবেন।

পত্র।

২১। মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মাল পোঃ জলপাইগুড়ি হইতে লিখিয়াছেন। মহাশয় শুনিয়া সুখী হইবেন, রোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন, আপনি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন আমার ঔষধ অকৃত্রিম এবং ফল মন্ত্রশক্তির ন্যায় তাহা সকলই সত্য হইয়াছে।

পত্র।

৭ম। কাশীধাম এয়োর বটতলা হইতে মাননীয় পণ্ডিত মহাদেব স্মৃতিতীর্থ মহোদয় লিখিয়াছেন যে, আপনার মদনবটি দুর্ব্বলতা ও ক্ষুধাবৃদ্ধির মহৌষধ। পত্র পাঠ ১কৌটা ৩ সপ্তাহোপযোগী পাঠাইবেন।

বাবু সুচারুমোহন চট্টোপাধ্যায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সি, এণ্ড ডব্লিউ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিস হইতে বলিতেছেন—

কুষ্ঠচিকিৎসক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ মহাশয়কে আমি বিশেষরূপে চিনি, তিনি কয়েকটী কুষ্ঠরোগীকে যেরূপ ভাল করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম উহারা ভাল হইবে না, কিন্তু ইহাঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যে তাঁহারা রোগমুক্ত হইয়াছেন, আমি বিশেষ করিয়া বলিতে পারি, ইহাঁর চিকিৎসায় কেহই নিরাশ হইবে না।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গতঃ কালনার সাপ্তাহিক "পল্লীবাসী" পত্রের সম্পাদক ১৩১৬ সালের ৬ই মাঘ যে সকল বিষয় সমালোচনা করিয়াছেন।

কুষ্ঠ অতি কদর্য্য রোগ। পারদাদি নানা প্রকার দ্রব্যের সংস্পর্শে শরীরে প্রবেশ করে। যক্ষ্মা যেমন শিবের অসাধ্য ব্যাধি, কুষ্ঠ তদপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, হাওড়া কুষ্ঠকুটীরের কবিরাজ রামপ্রাণ শর্ম্মা মহাশয় এই দারুণ রোগের চিকিৎসায় যশোলাভ করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসায় শত শত লোক নব-জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। সিদ্ধ সাধু প্রদত্ত মহৌষধের গুণে শর্ম্মা মহাশয়ের চিকিৎসাগৌরব। কাশীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক হিমাচলের সানুদেশে বিচরণ করেন, সেই সময় কোথায় কোন সাধুর কৃপা লাভ হয়। "নচ দৈবাৎ পরমং বলং" সাধু মহারাজের দৈবদত্ত সেই ঔষধের শক্তিতে তিনি আজ কুষ্ঠ কাতর নর-নারীগণকে রোগমুক্ত করিয়া অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন। ভগবৎকৃপায় কাল কুষ্ঠব্যাধির যে এমন ফলপ্রদ ঔষধ পাওয়া যাইতেছে, মনুষ্য-জগতে ইহা বড় অল্প আনন্দের কথা নহে।

ডাক্তারের মত।

পণ্ডিত ঈশ্বরী প্রসাদ। এম, বি, ডাঃ ভেলিমুর এস, এস, এস, টাঙ্গাইল, বর্ম্মা হইতে লিখিতেছেন—মাই ডিয়ার শর্ম্মা, আমি বড়ই আনন্দিত হইয়া জানাইতেছি, যে আপনার মুষ্টিযোগ পুস্তক খানি হইতে একজন কুষ্ঠরোগীর জন্য ক্ষতের মলম প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগে ঐ ক্ষত ১৫ দিনের মধ্যে শুষ্ক হইয়াছে, এবং মুষ্টিযোগোক্ত ঔষধ সেবনেও কিছু ফল দেখা যায়, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর ৪১ দিনের ঔষধ ভিঃ পিতে পাঠাইবেন।

ডাক্তারের মত।

৬ষ্ঠ। ভাজন ঘাট নদীয়া স্বরূপপুর বারুইপাড়া হইতে দোগাছিয়ার ডাক্তার এস, এম, ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস, মহোদয় বলেন, আমি যে কয়-জনকে আপনার ঔষধ ব্যবহার করাইয়াছিলাম সকলেই রোগমুক্ত হইয়াছে। সত্বর ২ মাসের ঔষধ পাঠাইবেন।

পত্র।—মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিগোপাল রায়। পোঃ মাল, জলপাইগুড়ি হইতে লিখিয়াছেন, আপনার ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইতেছি; কত দিন ঔষধ সেবন করিতে হইবে অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিবেন। আর পত্রপাঠ নিম্ন ঠিকানায় ১৫ দিনের বাতের ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন।

পত্র।—মুরসিদাবাদ জেলার অন্তর্গতঃ মহম্মদপুর গ্রাম নিবাসী এম,ডি, রহমৎ উল্লা সাহেব ৩০।৩।১০ তারিখে লিখিয়াছেন।

মহাশয়!

রোগী ২৭ দিন ঔষধ সেবন করিয়া যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন নিম্নে লিখিলাম। নিয়মিত তৈল ও ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া পরমেশ্বরের কৃপায় রোগীর প্রায় ফুলাই আর নাই, নাক সামান্য ফুলা আছে। গায়ের দাগ অনেকটা ভাল। পূর্ব্বে যে নাক বদ্ধ হইয়া যাইত এখন তাহা নাই।

বুড়ার—পোঃ—রায়না

জেলা—বর্দ্ধমান—তারিখ ১২।১১।০৭

পত্র।

শ্রীচরণেষু

প্রণাম সংখ্যাতিরিক্ত নিবেদন মিদং

মহাশয়, আপনাকে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, রোগী ক্রমাগত ৫ বৎসর যাবৎ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, যাঁহার উঠিবার বসিবার ও ভোজন করিবার শক্তি রহিত লইয়াছিল, তিনি জগদীশ্বরের কৃপায় মাত্র দুই তিন মাস কাল মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অধিক কি লিখিব ইতিপূর্ব্বে আপনার কথা জানিতে পারিলে তাঁহাকে এতদুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। এবং কলিকাতার বহু বহু নামজাদা চিকিৎসকগণের হস্তে রাশি রাশি অর্থ প্রদান করিয়া শেষ দরিদ্রদশাও প্রাপ্ত হইতে হইত না।

যদিও মহাশয়কে আপনার উপযুক্ত পরিশ্রমের মূল্য দিতে পারিলাম না, কিন্তু বাস্তবিকই আমরা আপনার চিকিৎসা ও ঔষধের গুণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। যাঁহাকে আপনি আরোগ্য করিয়াছেন, অদ্য তিনি আপনার

শ্রীচরণ দর্শন করিতে রওনা হইলেন। আপনি নভেম্বর মাহার ২৪ তারিখ পর্য্যন্ত কোথাও যাইবেন না। অদ্য আপনার প্রণামী স্বরূপ নগদ কোং ২০০ দুই শত টাকা দেওয়াইলাম, সানুগ্রহে গ্রহণ করিয়া দীনের বাসনা পূর্ণ করিবেন। পত্রের দ্বারায় আরোগ্য সংবাদ প্রদান করিলাম। আপনি এই পত্র সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

প্রণতঃ—শ্রীপ্রভাস চন্দ্র হাজরা।

পত্র।

পুরুলিয়া নামপাড়া হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়, রোগীকে মাত্র ৭ দিন ঔষধ সেবন করাইয়া লিখিয়াছেন। আপনার ঔষধ গত শুক্রবার হইতে সেবন করাইয়া কোষ্ঠ রীতিমত সাফ হইতেছে এবং গাত্রের চিহ্ন আর এখন অতি অল্পই আছে, অতএব নিবেদন,—পত্রপাঠ মাত্র আর ১৬ দিনের ঔষধ পাঠাইবেন। পুরুলিয়া, ১৩২২। ১৬ই কার্ত্তিক।

পত্র।

১ম। লক্ষ্ণৌ আমীনাবাদ রাজবাটী হইতে মান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, অতিশয় আহ্লাদ সহকারে লিখিতেছি আপনার মদন বটি কোষ্ঠসাফ ও ধাতু রক্ষার প্রধান ঔষধ। ২ সপ্তাহ সেবনে আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষ কি লিখিব পত্র পাঠ তিন কৌটা বড় ও এক কৌটা ছোট মদন বটি পাঠাইবেন। লক্ষ্ণৌ আমীনাবাদ, সাহানজফ, আউদ।

২য়। মক্রং গোলাঘাট আসাম হইতে মাননীয় পোঃ মাষ্টার শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ বড়া মহাশয় লিখিয়াছেন। আপনার মদনবটি রীতিমত সেবন করিয়া আশুফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আশা করি আপনার যশোবৃদ্ধি হয়, আর পত্র পাঠ অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুই মাসের ঔষধ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

রেঙ্গুন।

৩০।১২।১২

প্রিয় মহাশয়!

আপনার ঔষধ দুই মাস সেবন করিয়া ভাল আছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক তৃতীয় মাসের ঔষধাদি ডাকযোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

(সাক্ষর) ডি, ভেঙ্কুস্বামী আয়ার।

ক্লার্ক একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিস।

৩নং জোন্স ষ্ট্রীট মাদ্রাস।

প্রিয় মহাশয়!

আপনার দুইখানি পত্র পাইয়াছি এবং তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার ঔষধ খাইয়া আমি ভাল আছি, আমার গায়ের চামড়া ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতেছে এবং আমার নাকের কানের এবং মুখের ফুলা কমিয়াছে। আপনার ঔষধ এখনও পূর্ণ ৪৫ দিন খাওয়া হয় নাই, পূর্ণ ৪৫ দিন খাওয়া হইলে ফলাফল বিস্তৃতরূপে জানাইব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর ৪৫ দিনের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে ডাকযোগে পাঠাইবেন।

ই, জে, সোরস।

মাদ্রাজ।

ধবল Leucodarma.

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কবিরাজ

৺দ্বারকানাথ সেন কলিকাতা হইতে বলিয়াছেন, আমার প্রেরিত রোগীর ধবল রোগ আরাম দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। সন ১৩০৭ সাল ১৮ই ফাল্গুণ।

ধবল।

কাশীধাম শৃঙ্গার গলি (কেদার ঘাটের নিকট) হইতে পণ্ডিত রামপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন, আমার পুত্রের হাঁটুর সাদা দাগ এবং বক্ষের ৮ ইঞ্চি দাগ ৫ মাস চিকিৎসায় আরাম হইয়াছে। ১৩১৭ সাল ৩রা পৌষ লক্ষ্ণৌ

হোসেনাবাদ হইতে আবদুল করিম লিখিয়াছেন। আমার হাতের, পায়ের, এবং পৃষ্ঠদেশে যে সকল ধবল হইয়াছিল তাহা আরাম হইয়াছে। তলপেটে যে তিন ইঞ্চি দাগ আছে তাহার জন্য দেড় মাসের ঔষধ পাঠাইবেন। লক্ষ্ণৌ ১০।১৭।২ সাল।

পত্র।

১৯১০ সালের ১৭ই মার্চ্চ গোরাবাজার বহরমপুর হইতে শ্রীযুক্ত শিব-নারায়ণ সাহা লিখিয়াছেন।

আমি রোগীর ধবলরোগের জন্য যে সকল ঔষধ আনিয়াছি, তাহা ২০ কুড়িদিন মাত্র ব্যবহার করানতে রোগীর যে স্থানে শ্বেত ছিল তাহার বার আনা আরোগ্য হইয়াছে, নূতন আর কোথায় হয় নাই। ইত্যাদি।

শুক্রমেহ জন্মাইবার কারণ।

যোঽনাত্মবান বিধিনা কুরুতেরেতসো ব্যয়ম্।
শুক্রমেহাভিধস্তস্য গদোভবতি দারুণঃ॥

অর্থাৎ—যে সকল ব্যক্তি বিকৃত উপায়ে অথবা অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসের দ্বারা অনিয়মিত শুক্রব্যয় করে, তাহারা অল্পকাল মধ্যে শুক্রমেহ-রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

শুক্রমেহের লক্ষণ।

মলমূত্রাতি বেগেন তথা কামস্য বেগতঃ।
স্ত্রী স্পৃষ্টি দৃষ্টি স্মরণাদপি রেতঃপতেত্তথা॥
নিদ্রায়াং রমণীসঙ্গানুভাবাৎসংপতেদপি।
রোগেঽতিপ্রবলে শিশ্নে শিথিলেঽপিচ তৎপতেৎ॥
তন্দ্রাবেশেঽথ শয়নে তৎপতে দত্ত এবচ।
ন শক্নুয়াদ্গদী নারীং সন্তোষয়িতু মপ্যপি॥
ততো যায়াদভাগ্যহীনো ধ্বজভঙ্গাখ্য মাময়ম্।
বৃথা জীবতি সক্লীবো মরণং তস্য জীবনম্॥

অগ্নিমান্দ্যং কোষ্ঠরোধঃ শিরসঃ পরি ঘুর্ণনম্।
অজীর্ণ মতিসারশ্চ দৃষ্টেদুর্ব্বলতাতথা॥
নেত্রাত্রান্তে নীলিমশ্চ শুক্র মেহস্যোপদ্রবাইমে॥

অর্থাৎ—শুক্রমেহ রোগ উপস্থিত হইলে কোঁথ দিলে মল-মূত্রের সঙ্গে শুক্র পতন, প্রস্রাবের আদি অথবা অন্তে লালবৎ শুক্রপাত, কামবেগ হইবামাত্র স্ত্রীলোকের হাব-ভাবাদ কিম্বা স্ত্রী দর্শন মাত্রেই শুক্র পতন হওয়া, অথবা রমণী সঙ্গেচ্ছুক হইয়া রমণীসঙ্গের সময় ধ্বজের অনুত্থান, নিদ্রাবস্থায় রেতঃ-স্খলন, লিঙ্গশিথিলতা, সঙ্গম সময়ে শিশ্নের বৈকল্যভাব, যৌবনে ধ্বজভঙ্গ লক্ষণ, ক্ষীণ রতি, অথবা রতিশক্তির দুর্ব্বলতা, স্বপ্নদোষ, তন্দ্রাবস্থায় শুক্রপতন, রতিস্পৃহাভাব, অথবা রতিস্পৃহা-সত্ত্বেও সঙ্গমশক্তির অভাব, শুক্র-বেগ-ধারণ-শক্তিরাহিত্য, শুক্রতারল্য, মৈথুনকালীন শুক্রের অভাব, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, গুটলে মল, অজীর্ণ, দমকাভেদ, অতিসার, মস্তকঘুর্ণন, দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা, স্মৃতি-শক্তিহীনতা, ক্রোধের বৃদ্ধি, খিট্‌খিটে মেজাজ, স্বপ্নদোষ শুষ্কদেহ, লাবণ্য হীনতা, চিত্তের অপ্রসন্নতা, চক্ষুপ্রান্তে নীলিমোৎপত্তি হইয়া পুরুষাঙ্গ ক্রমশঃ সরু, কিম্বা ক্ষীণতেজ বিশিষ্ট হইয়া একেবারে মৈথুন-শক্তির অভাব এবং ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত হইয়া থাকে।

কি উপায়ে শুক্রমেহ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

শুক্রস্য রক্ষণং কার্য্যং শুক্রমেহেহতিযত্নতঃ।
অন্নপানৌষধং সর্ব্বং বিধেয়ং ধাতুপোষকম্॥

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির উপরোক্ত লক্ষণাদি উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা যত্নসহকারে স্ত্রীসঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে শুক্ররক্ষিত হইয়া শুক্রদোষাদি বিনষ্ট হয়, এবং গাঢ় শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহার্য্য। কেননা যে সকল রোগীর উপরোক্ত লক্ষণ দৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা অবিলম্বে দুষ্ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ না করিলে অতি সত্বরেই যে, ধ্বজ-ভঙ্গ রোগাদিগ্রস্ত হইবেন, সে পক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি কেবলমাত্র বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত জন্য অযথা ও অনিয়মিতভাবে বিন্দুপাত

করেন, শাস্ত্রকারগণ সেই সকল কামুকগণকে নরপশু মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। জগৎপাতার রাজত্বে সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে তাঁর দেহীর ইন্দ্রিয়-নিচয় অপব্যবহারের জন্য সৃষ্ট নহে ; ইহা এক অপূর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থ, এই সকল যন্ত্রাদি সুচারুরূপে পরিচালিত হইলে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্মাদি সমাপ্ত পূর্ব্বক প্রত্যেক মানব-নাম-ধেয় জীব সৎক্রিয়ারত হইয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইতে পারে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ইহা প্রকৃতিগত ফল, ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে জীবনের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়া থাকে, একারণ যোগিগণ প্রত্যেক পদে পদে বিন্দু রক্ষা মহাপুণ্য এবং অযথা বিন্দুপাত ভ্রূণহত্যা পাপ মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। শুক্রই দেহের পরম বল, ইহা সুরক্ষিত হইলে দীর্ঘজীবন, বল, কান্তি, পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। আর ইহা যদি অযথা ভাবে বিনষ্ট করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত ব্যাধিসহ বিবিধ জটিল ব্যাধি আক্রমণ করিয়া সত্বরেই অকাল মৃত্যু আনিয়া থাকে ইহার পক্ষে কোনই সংশয় নাই। বিশেষ কথা মৎ কৃত গুপ্ততত্ত্ব পুস্তক দেখুন মূল্য সডাক ১৷৷০ টাকা।

উপরোক্ত রোগের ঔষধ কি ?

আমি বহুবর্ষ যাবৎ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এবং অন্যান্য চিকিৎসা-শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে ধাতুবৃদ্ধি প্রভৃতি যে সকল কথা উপরে বলিয়া আসিয়াছি উহাই ধ্রুব সত্য।

আজকাল বাজারে এই সকল চিকিৎসা সম্বন্ধে বিবিধপ্রকারের ঔষধ এবং চিকিৎসক দেখা যায় সত্য, কিন্তু উপরোক্ত রোগের প্রকৃত ঔষধ যে কোথায় পাওয়া যায় ইহা চিনিয়া লওয়াই দুষ্কর।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি-সমূহ বলিয়া থাকেন, যে কোন কর্ম্মের অভিজ্ঞতা জানিতে হইলে বহুদর্শির নিকট সুযুক্তি লওয়া কর্ত্তব্য, তাই সাহস পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়কে দৃঢ়তাসহ বলিতে সাহসী হইলাম, যদি কখনও আপনার বা আপনার বন্ধু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিত যে কোন রোগ পীড়িত হন বা এই সকল রোগ সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়,তাহা হইলে স্বানুগ্রহে একবারও ধার্য্যরোগে নির্দ্ধারিত ঔষধ মধ্যে যে কোন ঔষধ পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ হস্তান্তরে চিকিৎসা করাইবেন প্রার্থনা।

শুক্রমেহের অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ

১ নং স্থবর্ণ যোগ।

অর্থাৎ—এই স্বর্ণাদি অষ্টধাতুঘটিত ঔষধটি এক সপ্তাহ সেবন করিলে শুক্রমেহোক্ত যাবতীয় উপসর্গাদি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ কেবলমাত্র মধু, এবং জল অথবা কাবাবচিনিচূর্ণ মধু, কিম্বা অর্দ্ধ আনা কচি শিমূলমূলচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে উপরোক্ত যাবতীয় উপসর্গে অত্যাশ্চর্য্য ফল দর্শাইয়া থাকে। মূল্য পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার্য্য সাত দিনের সেব্য ৭ মাত্রা ১।।০ দেড় টাকা মাত্র। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

২নং প্রমেহ-বন্ধু।

এই ঔষধটি নিয়মিত ভাবে প্রাতঃকালে মধু এবং অর্দ্ধ আনা ওজন কাবাব চিনির গুঁড়া সহ অথবা কেবলমাত্র মধুসহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাবেরজ্বালা, বিকৃতধাতু পতন, প্রস্রাবের বিকৃতি, প্রস্রাবের অল্পতা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, যাবতীয় মূত্রদোষ, রক্তমূত্র, শ্বেতমূত্র, সর্ব্ব প্রকার মেহ, পাণ্ডু-রোগ, শূল,শ্বাস, মেহ জন্য জ্বর, মন্দাগ্নি,পঞ্চবিধ কাস, ক্ষয়রোগ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, শুক্রদোষ বিনষ্ট হইয়া শরীর লাবণ্যযুক্ত হয়, মূল্য ৭ বটি ১।।০ দেড় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

৩নং স্নায়ুবল সঞ্চারিণী।

ইহা উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে বায়ু, পিত্ত, কফঘটিত রোগ, গাত্রবেদনা, পুরাতন মেহদোষ, ভগন্দর, শ্লীপদ, যক্ষ্মা, অর্শ, গলশোথ, বাত, শিরোরোগ, স্ত্রীরোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি এবং বৃদ্ধাবস্থার দুর্ব্বলতা, কার্ব্বঙ্কল, ক্ষত প্রভৃতি নষ্ট করিয়া অত্যধিক রতিশক্তি বৃদ্ধি করে, এই ঔষধ অনুপান বদল করিয়া সেবন করিলে কিম্বা কেবলমাত্র শীতল জল ও মধুসহ সেবন করিলে উপরোক্ত রোগসমূহ অত্যল্প কাল মধ্যে নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়া থাকে। ৭ বটি ১।।০ দেড় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

৪নং রতিবল্লভ যোগ।

এই ঔষধটি নিয়মিত ভাবে দেড় মাস সেবন করিলে তরল শুক্র মধুবৎ গাঢ় হইয়া পুরুষত্বের তেজ বৃদ্ধিসহ সমধিক রতিশক্তি প্রদান করিয়া থাকে। বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভনের পক্ষে ইহার ন্যায় প্রত্যক্ষ ফলদায়ক ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। একদিনেই সন্তোষজনক ফললাভ করা যায়।

রতিবল্লভের অনুপান।

স্বাস্থ্য বর্দ্ধনে—পূর্ণ মাত্রা ৵৹ আনা হইতে।৹ আনা ওজন প্রতিবার, প্রাতে ও সন্ধ্যায় শীতল জলসহ সেব্য।

স্বপ্নদোষ নিবৃত্তি, রতিশক্তি বৃদ্ধি ও বীর্য্যস্তম্ভনে—শরীরের বলাবল বুঝিয়া ।৹ আনা ওজন হইতে পূর্ণ মাত্রা ১ তোলা পর্য্যন্ত গরম দুগ্ধ অথবা শীতল জল-সহ শয়নের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সেব্য। মূল্য প্রতিমাস ৪৲ চারি টাকা মাত্র। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

মদনবটি।

সর্ব্বপ্রকার ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরাতন মেহ, শুক্রদোষ, অম্লরোগ এবং অজীর্ণ-দোষ দূর করিয়া দাস্ত সাফ ও সমধিক রতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহাই একমাত্র মহৌষধ।

যে সকল রুগ্নব্যক্তি এই মহৌষধটি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অন্যূন সাতদিনও সেবন করিয়াছেন তাঁহারাই এই ঔষধের গুণ শত মুখে ব্যক্ত না করিয়া বাঁচেন নাই। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মধ্যে যত প্রকার স্বল্প দামের ঔষধ আছে, তন্মধ্যে এই ঔষধের মত এমন কোন ঔষধই দেখিতে পাই নাই, যদ্দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যে তরল শুক্র গাঢ় করিয়া শুক্রের ধারণাশক্তি বৃদ্ধি সহকারে দুর্ব্বলাগ্নি বিবিধ প্রকার উদর দোষ সম্পন্ন রোগীর নিয়মিতভাবে কোষ্ঠসাফ রাখিয়া তেজহীন, উত্তেজনাশূন্য ক্লৈব্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিরও অত্যাশ্চর্য্যভাবে পুরুষত্ব বৃদ্ধি করিতে পারে।

ইহার গুণ এতই আশ্চর্য্যজনক, কি বিলাসী, কি রতিক্রিয়াভিলাষী, কি কোষ্ঠবদ্ধগ্রস্ত, কি অতিসার ও দমকা ভেদযুক্ত রোগী, যাঁহারা বহু বহু ঔষধ

সেবন করিয়াও আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই,বরং যে সকল যুবক কুক্রিয়া বশতঃ অথবা নিত্য নিত্য স্বপ্নদোষ নিবন্ধন কঙ্কাল সার হইয়া যৌবনে জরাভাবাপন্ন হইয়া অবশিষ্ট জীবনকে ধিক্কার দিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই মদনবটি মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। এই ত গেল শাস্ত্রীয় গুণ, কিন্তু আজ বহু দিবস হইতে এই ঔষধটি স্বহস্তে পরীক্ষা করিয়া যেরূপ ফল দেখিয়াছি তাহাতে যথার্থ ভাবে প্রশংসা করিলে হইলে ইহা যথার্থই দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ অম্লপীড়া হজমশক্তি বিহীন ব্যক্তির এবং যাহাদের সর্ব্বদা পেট কামড়ায়, দমকাভেদ হয়, নিয়তই কোষ্ঠবদ্ধ তাঁহাদের পক্ষে ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ফলদায়ক মহৌষধ। যে কোন রোগী, কিম্বা যাঁহাদের শিরোরোগ ও বায়ু, পিত্ত, কফ জন্য দৈহিক বিবিধ প্রকার ব্যাধি উৎপত্তি হইয়া ইন্দ্রিয় শৈথিল্য হইয়াছে, তাঁহারা সত্বর এই ঔষধটি পরীক্ষা করিয়া দেখুন যে, ইহার ফল কিরূপ আশ্চর্য্যজনক। মূল্য প্রতি মাস ২৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। ইহার কয়েকখানা প্রশংসা পত্র ৭১ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।

এই স্থানে স্ত্রীলোকের বাধক, প্রদর এবং যাবতীয় রক্তবিকৃতি, বিবিধ-প্রকার স্ত্রীরোগ অত্যল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। যে কোন রোগি-নীর জন্য চিকিৎসা করাইতে হইলে বিস্তৃতভাবে রোগ বিবরণ পাঠাইবেন, ব্যবস্থা পাঠাইয়া দিব।

নমুনা-খণ্ড ঠাকুরমার মুষ্টিযোগে

নাতনীর প্রতি ঠাকুরমার উপদেশ।

আজ হয়েছে বিয়ে তোমার কাল যাবে ঘর,
শিখলেনাক লালন পালন বলবে কি তোর বর?
অতি গরীব শ্বশুর তোমার নাইকো টাকা কড়ি,
কোন রূপে পালেন তোদের করি পাকা দাড়ি।

শাশুড়ী তোমার গুণবতী আছে অনেক গুণ,
ছেলে পিলে করেন মানুষ জানি দ্রব্যগুণ।
শাশুড়ী তোমার দেখ কত চরকা সুতা কাটি,
বাক্স ভরা মোটা কাপড় করেন তিনি খাঁটী।
কথাটা মিথ্যা নয়, সত্য হয়, দেখ তার ফল,
শাশুড়ী তোমার গুণবতী শিখিবে কৌশল।
ভাঙ্গা ভাঁড়ে ন্যাটা কাটা কপালভরা সিন্দুর,
ব্যামো হলে যান্ না কোথা ঔষধি প্রচুর।
ঘরের কোণের লতা পাতা জেনে কতক গুলা,
পাড়ার মাঝে করেন বাস বুদ্ধিতে বেহুলা।
এতখানি বয়স হ'ল জানেন না ডাক্তার,
এল,আর,সি,পি,ভি,এল,এম, এস, ধারেন নাক ধার।
জানেন নাক ধোপার কাপড়, গালভরা নাই পান,
জানলা ধারে রনর্না ব'সে, নাইক পথে টান।
শাশুড়ী তোমার শ্বশুর পূজেন আর বৃদ্ধ জন,
বিধিমন্তে করেন সেবা তাঁদেরই পূজন।
কত কথা বল্‌বো তাঁহার কথা বেড়ে যায়,
বুড়ো বুড়ীর অনেক গুণ কথায় না ফুরায়।
যদি হবে গুণবতী বুড়ীর সিঁতেয় ব'সো,
ক'রো নাক স্বামীর হেলা বুড়ো শ্বশুর পুষো।
তোমার স্বামী হাকিম নহেন কুড়ি টাকার দাস,
পেটের দায়ে থাকেন তিনি বাহিরে বার মাস।
আশী বছরের বুড়ী আমি পাকাইলাম কেশ,
আবল তাবল বলছি বোলে হেঁস নাহি শেষ।
সর্দ্দি হলে ভেবনাক করি হাহাকার,
উপায় নাহি বলে যেন ডেকোনা ডাক্তার।
সাধ্য মতে চেষ্টা করি পালবে ছেলে পিলে,
গৃহের কোণের শিকড় বাকড় রাখি যত্নে তুলে।

সিউলি পাতা, কুকসিমা আর শুলফা জীরে ধনে,
আমরা যখন গিন্নী ছিলাম এই লয়েছি মেনে॥
এখনকারের মেয়ের মত জানতেম নাক কলা,
এঁরা পেঁতে পুঁথি দেছেন ফেলে তাতেই এত জ্বালা।
পেট ফাঁপিলে চিন্তা করেন, টাকা লয়ে হাতে,
ধনে প্রাণে মরেন শেষে বসে থাকেন পথে।
গৃহিণী যদি হবে তুমি শুনবে আমার কথা,
টোটকা পেঁতের কথা কটি দেখো যথা তথা।

নাত্নীর উক্তি।

বল্‌লে যত কথা
শুনবে কিগো কেউ ;
তোমরা যখন ঘর করেছ
(তখন) দেশে ছিল না ঢেউ।
নিত্য নূতন বই ছিল না,
থাকত না বউ ব'সে ;
নভেল পড়া জানতো না বউ,
মজত নাক শেষে।
চাষার ছিল লাঙ্গল চষা,
তাঁতি বুন্‌ত তাঁত,
(তখন) বামুন খেত পৈতে নেড়ে,
এখন সে উৎপাত।
বদ্যির ঘরে মিলত ওষুধ,
করতো না চাকুরি,
(তারা) মরতো নাকো ঘুরে ঘুরে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি'।

লোকের ছিল ধানের গোলা,
জানতো না মজুরি ;
(এখন) শূন্য ঘরে ফক্কা টেরি,
কেবল বাহাদুরী।
(তখন) বউ ছিল গো স্বামীর মতে
চল্‌তো তাঁহার কথায়,
এখন হালের বলদ পায়না দানা
শুনবে কি-সে কথা।
মোটা কাপড় পরেন না বউ,
সরম লাগে তাঁর,
(এখন) ফ্যান্সি করা জিনিস বিনা
সদাই হাহাকার।
চায়নাক বউ ঘাঁটতে গোবর
চায়না দিতে ভাত,
চায়নাক সে মোটা শাঁখা
বলে কি উৎপাত।
শিশি ভরা ওষুধ চায় বউ
ছেলের অসুখ হলে,
(এখন) ড্যাম বলে সে বদ্যি বুড়োয়
ক্রোধে উঠে জ্ব'লে।
বার্লি সাবু দেখলে কাবু
করেন ছি ছি,
(ওমা) একি ঘেন্না বৈদ্য বুড়োর
ব্যবস্থাটাই কি।
গরম সদাই থাকেন তিনি
গন্ধ দ্রব্য দেখে,
(এখন) বললে কিগো খাটবে কথা
তোমার পেঁতে থেকে।

কাল হয়েছে সর্ব্বনেশে
বিলাসিতায় ভোর,
(এখন) বুঝেনাক আসল নকল
ভালয় বলে চোর।
কটা কথা বলব দিদি
বলতে হাঁসি পায়,
(এখন) দাদা দিদির ভাত যোড়েনা
(তবু) বিলাসিতা চায়।
পোনর টাকা জামাই তোমার
মাসে আনেন ঘরে,
(কিন্তু) দেখ তাহার কত বাহার
আয়না চিরুণ তরে।
কালাপেড়ে ধুতি বিনা
চলতে নারেন তিনি,
ঝুলিয়ে কোঁচা বাঁকা তেড়ি
যেন খোকামণি।
ভাত যোটেনা ছেলে পিলের
শুকয়ে হ'লাম খড়ি,
(দিদি) এমন কিগো বাবুয়ানা
নাই মিলে তাঁর দড়ি।
(তিনি) সন্ধ্যা বেলায় গাঁজা টানেন
রাত্রি ন টায় গুলি,
রাত্রি ঘোরে বাহিরে পালান্
আমায় দিয়ে গালি।
এখনকারের দাদা দিদির
চটক লাগা প্রাণে,
পোড়বে কিগো দৃষ্টি শুভ
টোটকা পেঁতের পানে

ঠাকুরমার-মুষ্টিযোগ খণ্ডে

উপদেশ-মালা।

১। অজীর্ণেতে খেলে জল,
সদ্য তাতে ফলে কুফল।

২। ভোজন আগে খেলে জল,
নিত্য তাতে শরীর দুর্ব্বল ;
অগ্নি নাশে ক্ষুধা যায়,
যমের বাড়ী ত্বরা ধায়।

৩। আহার মধ্যে খেলে জল,
অগ্নি বাড়ে ফলে সুফল।

৪। ভোজন শেষে খেলে জল,
শরীর মোটা কফ প্রবল।

৫। খালিপেটে খেলে পানি,
জলোদরে মরে জানি।

৬। অজীর্ণ দোষ থাক্‌লে পরে,
জল খেও না ভুক্তোপরে।

৭। রাত্রিকালে দধি ভোজন,
ক্রমে তাতে হয় যে মরণ।

৮। ক্ষুধাপেলে মৈথুন করে,
সদ্য যায় সে যমের ঘরে।

৯। বাসিমাংস খায় যে,
উদরপীড়া পায় সে।

১০। দিনের বেলায় খেলে ছাতু,
সদাই হয় সে ব্যাধির হেতু,
আহারান্তে ছাতু খায়,
তাতেও সদা কুফল ধায়।

অধিক ছাতু খেওনা,
দিবানিদ্রা যেওনা।
ছাতুর সাথে অধিক জল,
জীর্ণে ভাল কিন্তু কুফল।

১১। অভ্যাসেতে দিনে ঘুমায়,
উহার ভাল, অন্যের না হয়।

১২ মলের বেগ না ক'রো রোধ,
ইহা যে করে সে নির্ব্বোধ;
সদা তার পেট পীড়য়ে জোরে,
কুষ্ঠ, কামল, ব্যাধি ধরে।

১৩ বায়ুত্যাগের কালে,
ভয়ে চেপে ফ্যালে।
সদা এ যে করে মানা।
উদরাধ্মান তার যায় জানা।

১৪ মূত্র বেগ পেলে,
কর্ম্ম রাখ ফেলে।
শীঘ্র ত্যাগ কর তারে,
ব'সে সাধ কাজ পরে;
মূত্রবেগ চেপে রয়, কিম্বা দেরি করে;
মূত্রকৃচ্ছ্র শিরঃশূল তারে চেপে ধরে।

১৫ আশ্বিন মাসের রৌদ্র সেবা পঞ্চম দিনের দধি,
অজীর্ণেতে ভোজন করে না মানিয়া বিধি।
পচামাংস ঘৃণ্য আহার গ্রহণ করে যে,
প্রাতঃকালে স্ত্রীপ্রসঙ্গ মৃত্যুমুখে সে।
আপন হতে বৃদ্ধা স্ত্রী যার বিহারকালে রয়,
মরার চিতায় উঠবে ত্বরা দায়ি কে তার হয়॥

১৬। যথাকালে অধিক খেলে কুফল ফলে ভারি,
অধিক ক্ষুধায় অল্প আহার তাতেও কুফল হেরি,

আহার করে তার উপরে জীর্ণ নাহি হ'তে,
লোভের বশে খায় যে ক'সে সে যায় মৃত্যু পথে।

১৭। তৃষ্ণাপেলে আহার করে খায়না শীতল জল,
ক্ষুধা পেলে খায় না কিছু পিয়ে কেবল জল ;
ইথেও ভারি দোষ—
কঠিন ব্যাধি হয় যে তাহার সদাই অসন্তোষ ॥

১৮। কুসঙ্গেতে ভ্রমণ করি কুক্রিয়া অর্জ্জনে ;
নিত্য শুক্রে. রক্তে নাশে আপনার মনে,
যুবাকালে বৃদ্ধ হয়ে ভ্রমে দেশে দেশে,
টাকা কড়ি নাশে কেবল আপন বুদ্ধি দোষে,
হয় পাথুরি রোগ.
প্রমেহ তায় যোগ।
শ্বাস, কাস, উদরপীড়া কঠিন ব্যাধি ধরে,
থাকৃতে বয়স হয় যে মরণ যায় সে যমের ঘরে।
বুদ্ধিমানে মনে, জ্ঞানে
রাখে শরীর সযতনে।
শুক্রই আশা, বল,
রাখলে নানা ফল ॥৩

১৯। প্রাতঃকালের ভুক্ত বস্তু জীর্ণ নাহি হ'লে,
শুঁঠ সৈন্ধব, হরিতকী খেও শীতল জলে,
যখন হবে ক্ষুধা তখন খাবে ভাত,
তা-নাহলে বিষমব্যাধির হইবে উৎপাত ॥

২০। উষাকালে পিও জল,
বাতিক যাবে রসাতল,
চাউল সহ খেলে জল, ত্রিদোষ যায় দূরে
উষাকালের ভাল এটা সহ্য হ'লে পরে ॥৫

২১। খালি কেবল না থেকো ব'সে
ভ্রমণ ক'রো উষার শেষে,

বোসে কেবল খেলে অন্ন,
শীঘ্র যাবে উৎসন্ন ॥৮

ঠাকুরমার-মুষ্টিযোগ।

বিবিধ টোটকা।

জ্বরের দাহনাশক মুষ্টিযোগ।

কুলের গাছের কুঁড়িপাতা কাঁজির সনে বেটে,
কাঁজির সঙ্গে গুলে ঘোট মন্থনদণ্ড কেটে ;
উঠবে যখন ফেনা, বুঝবে তখন ফল,
গাত্রদাহে লাগাও ফেনা পাইবে সুফল ॥১
মনসাসিজের পাতার রসে যমান বাটি কোসে,
গাত্রদাহে প্রলেপ দিবে ঘুচবে তোমার দিসে ॥২
জ্বরের দাহে গাত্র জ্বলে, কুকসিমার রস মাখাও ফেলে
সহমতে দিবে রস, না বুঝিলে হবে কুযশ ॥

আভ্যন্তরিক দাহ ও তৃষ্ণা।

* কেলেকাষ্ঠ লালচন্দন কুলের বীচির শাঁসে,
যষ্টিমধু আর কাঁজি ল'য়ে, বেটো ঘ'সে ঘ'সে ;
তৃষ্ণা, দাহে, দিবে প্রলেপ মাথার তেলোয় ভাই,
সোজা কথায় মুষ্টিযোগ দেখতে ক্ষতি নাই ॥৪

জ্বরের ঘর্ম্ম নিবারণ।

† কুলথি কলাই ভেজে লোয়ে চূর্ণ করি ছাঁক,
জ্বরের কালে অধিক ঘামে আচ্ছা করে মাখ ॥৫ ‡

---

* ঔষধ বিশেষ। † যে জ্বরে ঘর্ম্ম হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে সেই সময়। ‡ কুলথ কলাই।

বমন শান্তি।

ক্ষেতপাপড়া সিদ্ধ ক'রে ছেঁকে ল'য়ে জল,
বমন-রোগে দিলে এটা পাইবে সুফল ॥৬ *
তেলাপোকার অন্ত্রভাগ গোলমরিচ তায় দেও অর্দ্ধভাগ
সিকি রতি বাঁধ গুটি,
শীতল জলে সেব্য এটি ॥ ৭

(২)

অশ্বথ (খ) গাছের শুষ্ক ছাল যত্ন ক'রে এনে,
যত্নকরি পোড়াও তারে লইয়া আগুণে ;
অবশেষে ডুবাও তাকে দিয়ে ঠাণ্ডা জল,
ছাকি শেষে মাত্রা মত পান করিলে ফল। †
হিক্কা বমির ভাল এটা প্রয়োগ কর তুমি
অনায়াসে থেমে যাবে কঠিন হিক্কা বমি ॥ ৮

(৩)

কলার এঁটের রস
হিক্কাতে সুযশ,
রস ল'য়ে দু এক তোলা
চিনি দিবে অর্দ্ধ তোলা,
নাকে লবে টেনে
হিক্কা যাবে থেমে,
কিছু কিছু খাবে
ভারি মজা পাবে ॥৯

(৪)

গোলমরিচ গোটা গোটা ছুঁচের ডগায় হেনে
দীপের আলোয় দগ্ধ ক'রে ধূম লবে টেনে,

---

* রোগীর অবস্থানুসারে দাতব্য। † আবশ্যকমত যেন পেট-ভরা দিও না, প্রতি বারে অর্দ্ধছটাক পূর্ণ মাত্রা।

ইথে করে হিক্কা নাশ,
মরা রোগীর পাবে আশ ॥১০

কলেরার মূত্ররোধ নষ্ট করা।

ঘরের কোনের কুমড়াশিকড় বাছি লবে দেশী *
† স্তন্যদুগ্ধে বাট ভাল খাওয়াও তুমি হাঁসি।
দেখবে হবে ভাল ফল,
বদ্ধমূত্র হবে সরল ॥১১

(২)

সহ্যমত গরম জলে ডুবিয়ে দিয়ে কোটি, ‡
কিছুকাল রাখবে টবে কটি পরিপাটী;
বহুদিনের মূত্ররোধ হইবে সরল।
মুগ্ধ হবে, দেখে মূত্র হবে গল্ গল্।
রোগ বিশেষের মূত্ররোধে,
দেখ্‌বে সদা অবিবাদে।
মূত্রকৃচ্ছ্রে ভারি ফল,
মূত্র হবে অনর্গল ॥১২

সাধারণ বমন শান্তি।

এক আঁজলা ভাজাখই একতোলা চিনি,
দেড়পো জলে ভিজাইয়া লও শেষে ছানি;
পরিশেষে বেনারমূল বাটা এক তোলা,
ছোট এলাচ চূর্ণ তাতে দিবে এক তোলা,
শ্বেতচন্দন ঘোষে তাতে তোলাপ্রমাণ দেও,
মৌরী অর্দ্ধতোলা বাটা একত্রে মিশাও;
অর্দ্ধঘণ্টা পরে পরে
অর্দ্ধতোলা মাত্রা করে,

---

* যে কুমড়ার বড়ি দেয় ও ঔষধ প্রস্তুত হয়।

† দুগ্ধের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধ ছটাক। ‡ কোমর।

দিবে পৌঁতে মেনে
বমি যাবে থেমে ॥

(২)

ভাল কাঁজি ক্রমে খাবে,
বমির মাত্রা থেমে যাবে।
পেটভরি খেওনা,
সুখ তাতে পাবে না ॥১৫

রক্তপিত্ত।

রক্ত উঠলে থর, থর, লও মাত্রায় ফটকিরি গুঁড়,
সহমত গরমদুধে মিলাও একে মনেরসাধে,
খেলে বিধি জেনে, রক্ত যাবে থেমে ॥১৫
মুগ, যব, চৈ, আর লইয়া পিপুল,
লালচন্দন, মুথা, বলা, দিবে বেনামূল,
সমান সমান লবে
রাত্রিতে ভিজাবে,
প্রাতঃকালে খাবে,
রক্ত থেমে যাবে ॥১৬

(৩)

লালচন্দন, প্রিয়ঙ্গু আর লয়ে মউলফুল
একত্র করিয়ে দাও শারিবার মূল (অনন্তমূল)
লোধ, মুথা, ধাইফুল, শুষ্ক আমলকী,
† পঙ্ক পর্পটে পিছে বুঝে লহ দেখি।
সর্ব্ব সমান ভাগে এদের লহ করি তুল,
অবশেষে মিলাও সমান ষৈষ্টীক তণ্ডুল। *
ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে ছাঁকো,
চিনির সঙ্গে খেলে শেষে রক্তবন্ধ দেখ ॥১৭

† ষেটে ধানের চাউল।
* পাঁকের উপর যে পাতলা চটা হয়।

রক্তপিত্ত জন্য মলদ্বার দ্বারা রক্তভেদ শান্তি।

গব্যদুধে বটের সুঙ্গো
সিদ্ধ করি পিয়ো,
সদ্য হবে রক্ত বন্ধ
খালি পেটে খেয়ো ॥১৮

গুহ্য, যোনি, লিঙ্গ হইতে রক্তস্রাব শান্তি।

লালচন্দন, গঁদের গুঁড়ো, আর বেলশুঁটো,
একত্র করিয়ে দেও আতইচকুটে ;
কুটজছালি দিয়ে শেষে লইবে দু তোলা ;
ষোল তোলা গব্যদুগ্ধ জল আশী তোলা
একত্র করিয়া শেষে সিদ্ধ কর ব'সে,
দুগ্ধ অবশেষে পিও সুস্থ হবে হেঁসে ॥১৯

অর্শের বেদনা।

গন্ধবিড়জার ধূম দিলে,
অর্শব্যথা সদ্য টলে ॥

অর্শরোগে দাস্ত বন্ধ নিবারণ।

বিটলবণ, যমানগুঁড়ো দুয়ে আধ ভরি,
অর্দ্ধপোয়া ঘোলের সাথে খাবে পেট পুরি ॥২০

কৃমিজন্য শূল ব্যথা।

হুঁকোর পানি চূণের জল,
সমান ভাগে খেলে ফল ॥২১

শিশুর লালপড়া শান্তি।

* শারিবা আর যষ্টিমধু, লোধ তিন লয়ে,
সিদ্ধ কর জলের সাথে অগ্নিতে চাপায়ে ;
লও ছেঁকে জল,
শিশুর তুমি ধোয়াও মুখ লালা যাবে তল ॥২২

---

* অনন্তমূল কিন্তু কেহ কেহ শ্যামালতা বলেন, আমি অনন্তমূল ব্যবহার করি।

বালকের উদরাময় শান্তি।

লঙ্গ, জীরে, জায়ফল,
সোহাগা খৈ পরিমল ;
সমভাগে করি চূর্ণ,
দাড়িমের কর পেট পূর্ণ ;
দগ্ধকর পুটপাকে,
শিশুকে দেও মাত্রা দেখে ;
অর্দ্ধরতি মাত্রা থেকে,
বৃদ্ধি হবে অবস্থা দেখে ;
দুই রতিতে হবে শেষ,
শিশুর মাত্রা ইহাই নির্দ্দেশ ;
মধু আর ছাগল দুধে,
খেতে দিবে মাত্রা বেঁধে।

শিশুর জ্বরাতিসার বমন ও শ্বাস কাস শান্তি।

কাঁকড়াস্থঙ্গী, মুথা, পিপুল,
আতইচ সহ লও সমতুল ;
পৃথক, পৃথক, গুঁড়াও এদের মিলাও ভাল ক'রে,
দু রতি দেও মধুরসাথে শরীর বুঝে ধীরে ॥২৩

বাধক শান্তি।

গোল মরিচ আর অর্কমূল, *
মাত্রা ভেদে বাধক নির্ম্মূল ॥২৪

সর্দ্দিনাশক।

কুড় কটফল, শুঁটের গুঁড়ো,
কাঁকড়াস্থঙ্গী পিপুল চুরো।
কৃষ্ণজীরা দিয়া ইথে, দুরালভা লবে সাথে,
সমান সমান ভাগে, চূর্ণ কর আগে।

---

* শ্বেত।

মধু সহ বাঁধ গুটী, খেলে হবে সর্দ্দি মাটী।
পূর্ণমাত্রা দু তিন আনা,
দিনে চারবার, আর দিও না ॥২৫

শিরঃপীড়া।

সাদাজাতি অপরাজিতার পাতা বাটি জলে,
প্রলেপ দিবে মাথা ব্যথায় ব্যথা যাবে চ'লে ।২৬

রজোদোষ শান্তি।

শুষ্ককুল, কুশমূল, রম্ভা আর বলামূল।
একত্রেতে লবে, গুলঞ্চ তায় দিবে,
সবে সমান লও, চূর্ণ করি খাও।
পূর্ণ মাত্রা দু তিন আনা,
চেলে জলে করবে পানা।
খালিপেটে খাবে,
রজো দুষ্টি যাবে ॥২৭

২.

বাসক, মুথা, রসাঞ্জন, দারুহলুদ, ভেলা,
কিরাততিত, বেলশুঁঠিতায়, সকলে এক তোলা ;
দেড় তোলা জলের সাথে পাক করিবে শেষে,
কাঁচ্চাপাঁচেক রাখি পরে দিবে রজো দোষে ॥২৮

অম্লরোগের শুদ্ধিযোগ।

ডাবেরজলে শ্বেতচন্দন ঘোসে তোলা * দেও,
মুখটী বেঁধে শেষে ডাবের, আহার শেষে খাও ॥২৯

কচিছেলের বুকে সর্দ্দি বসা।

পাঁকেপচা আমেরপাতা কতক প্রমাণ লয়ে,
সরষেতেলে লবে ভাজি অগ্নিতাপে দিয়ে।
থাকতে গরম পাকাতৈল শিশুলয়ে কোলে,
বুকে হাতে দিবে ডোলে আর পদতলে।

এতেই সর্দ্দি যাবে উঠে,
ছেলে হবে ছট্‌ফটে ॥৩০

২

গোবর ঠোলে পাতিলেবু বদ্ধ করি হাতে,
ঘুঁটের পোড়ে করবে পাক পুট বিধিমতে ;
অবশেষে জানবে যখন গোবর পুড়ে গেল,
বাহির ক'রে লয়ে লেবু পাথর থালে ফেল,
গ্রহণ কর পরে শাঁস, দেও পুরাণ ঘি,
আচ্ছা করে ফেঁট তারে ব'সে কর কি ?
মাজাঘসা হ'লে যখন, ননীর মত হবে,
শিশুর বুকে করবে মালিস সর্দ্দি উঠে যাবে ॥৩১

দাঁত ফোলা ও কন্‌কনানি।

ডাবের জল গরম করা
ফটকিরি তায় মিশাও ত্বরা,
কুলি কর ব'সে,
তুষ্ট হবে শেষে ॥৩২

কর্ণমূল ফোলা ও ফোড়া বসান।

একষ্ট্রাক্ট বেলে ডোনা,
গরম করে ফোঁড়ায় দেনা,
ইথে দিলে গ্লিসরিন,
নষ্ট হবে ফোঁড়া ক্ষীণ ॥৩৩

২

হরিণের শৃঙ্গ ঘ'সে,
বাঘি রোগে দিও ব'সে
দিনে দিও দু চার বার,
বাঘি যাবে যমঘর ॥৩৪

বাত বেদনা।

জায়ফল ঘসি আদার রসে.
দুই তিন বার লাগাও ক'সে;
সদ্য পাবে ফল.
হবেনা কুফল ॥৩৫

জোলাপ।

শুঁঠচূরো মরিচ গুঁড়ো সমান ভাগ লবে.
কর্জ্জলি আর সোহাগাখৈ দ্বিগুণ প্রমাণ দিবে।
শুদ্ধকরা জয়পালবীজ লহ ত্রিগুণ ভাগে,
চূর্ণ করি জলের সনে মর্দ্দন করিবে,
পূর্ণমাত্রা দুই রতি, চিনি সঙ্গে মাড়ি,
জলসহ গিলে খাও দাস্ত হবে ভারি,
অতি দাস্ত হলে খাবে মিশ্রি লেবু পানা;
বন্ধ হবে. দাস্ত তোমার ঘুচবে আনাগোনা ॥৩৬

ভীমরুল ও বিছার কামড়।

বিষের স্থানে ফটকিরি গলা,
দিলে যাবে বিষের জ্বালা।
কিম্বা দিও তাপিণ,
তাতেই বিষ হবে ক্ষীণ.
আমড়া পাতার রস,
বিষ করে বশ ॥৩৭
ভীমরুল যদি কামড়ায় জোরে,
অর্কক্ষীর দিবে উপরে।

হাঁপানি রোগ।

অষ্ট সংখ্যা আরশুলায়, সেরেক জল দিবে,
মৃদুজলে সিদ্ধকরি এক পোয়া রাখিবে।

ঠাণ্ডা হলে ছাঁকি তারে রাখ বোতল মাঝে,
রেকটী ফায়েড স্পিরিট পোয়া মিশ্রকর পিছে,
দিনে তিনবার হেঁপরোগী খাও ঐ জল।
কাঁচ্চা জলে মাত্রা ফোটা খেলে পাবে ফল।
প্রতিবারে দুফোটা যে মাত্রা করে সার,
হাঁপানিতে পারনা কষ্ট ভয় কি আছে তার ॥৩৮

প্রদর।

ওলটকম্বল মূলের গুঁড়ো লয়ে তিরিশ রতি,
গোটা একুশ মরিচসহ খাইবেক বাটি ;—
ঋতুস্রাবের সুরু হতে সপ্তদিনা বধি,
সেবিলে সুফল ফলে, নাশে দুষ্ট ব্যাধি ॥৩৯ *

আমাশয়।

† দু - দশ দিনের আমাশয়,
আমরুল রসে করে ক্ষয় ॥৪০
বেল শুঠের ক্বাথ দিলে,
সদ্য যায় আমাশা চলে,
যদি দেখ রক্ত তাতে,
কুড়চি ছাল দিবে ইথে ॥
ইথেই হবে রোগ নষ্ট,
আমাশা যাবে ঘুচবে কষ্ট ॥

জ্বর নিদান।

শুন শুন এক ভাবে করি নিবেদন,
অষ্টবিধ জ্বররোগ করিব বর্ণন,
দক্ষরাজার যজ্ঞকালে দেব পশুপতি ;
ক্রুদ্ধ হ'য়ে রুদ্রদেব শাপ দিয়ে অতি ;

---

* শরীরের অবস্থা বুঝিয়া মাত্রা নির্দ্দেশ করিবে।

† আমরুলের শিকড় একটা গোলমরিচ ২॥০টা একত্রে বাটিয়া সেবন করিলেও শ্বেত আমাশয় নষ্ট হইবে ইহা পূর্ণ মাত্রা।

রক্ত নেত্রে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িল যখন,
সেই হতে অষ্টজ্বর হইল সৃজন।
মিথ্যা আহার বিহার শীলে
সদ্য তাতে কুফল ফলে।
বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা বাড়ে,
উদর রোগ আর আমাশা ধরে ;
ভুক্ত অন্ন হয়না পাক,
রস বেড়ে হয় জ্বরের তাপ।

জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ।

বাতিক জ্বরে হাঁই তোলা হয়, পিত্তে নয়ন জ্বলে,
কফজ্বরে অরুচি হয়, অন্ন আহার কালে।
বাত—পিত্তে. চক্ষুজ্বলে, হাঁই তুলে সে অতি,
শ্লেষ্মা—বাতে. জৃম্ভাতুলে. অন্নেতে অরুচি।
বাত—পিত্তে, চক্ষুদাহ জৃম্ভা, সদাই হয়,
শ্লেষ্মা—বাতে, অন্নে ঘৃণা হাইতোলা তায় রয়।
পিত্ত—শ্লেষ্মে, চক্ষুদাহ অন্নেতে অরুচি,
সন্নিপাতে মিলিত ভাব লবে তুমি বাছি ॥৩

বাতিক জ্বর।

জ্বর বেগের বিষমতা বাতিকজ্বরের কালে,
কণ্ঠ, ওষ্ঠ. মুখশোষে তায় বাতিক জ্বর হ'লে,
নিদ্রানাশ রুক্ষগাত্র দেহ ভার হয়.
মাথা ব্যথা সদাকরে হৃদি ব্যথা রয়,
বিরস মুখের হয়. পেটফাঁপে ত্বরা,
হাই তুলে ও গাঢ়মল আধ্মানেতে ভরা ;
হাঁচি স্তব্ধ পেটব্যথা বাতিক লক্ষণ.
ইহা হ'লে বুঝে লবে বাতিক তখন ॥৪

পিত্তজ্বর।

তীক্ষ্ণ বেগ, অতিসার, পাতলামল রয়,
অল্পনিদ্রা, বমি আর প্রলাপী সে হয়;
কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখে, নাকে, ক্ষত দেখা দেয়,
ঘর্ম্ম হয় তিক্ত মুখ, মূর্চ্ছা, দাহ হয়;
মত্ততা পিপাসা তায় শরীর ঘুর্ণন,
মল মূত্র পীতবর্ণে পিত্তের লক্ষণ ॥৫

কফজ্বর।

স্তিমিততা, মন্দবেগ, মুখ, মিষ্ট হয়,
মল-মূত্র-চক্ষু সাদা শ্লেষ্মাজ্বরে রয়;
আলস্য শরীর স্তব্ধ, পেট ভরা মত,
বমন অরুচি, কাস, তাহে শ্লেষ্মা যুত।
অঙ্গ অবসাদ হয়, দেহ ভার বোধ,
কখন বমনভাব কভু বাগ বোধ,
নিদ্রাতে মগন সদা যেন শীত শীত,
রোমাঞ্চ গাত্রের হয় বুদ্ধি বিপরীত।
নাতী উষ্ণ দেহ, তার প্রতিশ্যায় হয়,
এ সব লক্ষণে শ্লেষ্মা বুঝিবে নিশ্চয় ॥৬

বাত-পিত্তজ্বর।

নিদ্রা নাশ, গাত্র ঘোরা মস্তকে বেদনা,
তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি, শরীরে যাতনা;
কণ্ঠমুখ শোষে সদা রোমাঞ্চ অরুচি,
হাই তুলি সে, ভাবে যেন অন্ধকারে আছি;
পর্ব্বস্থানে ব্যথা তার ভেঙ্গে দেওয়ার মত,
এ লক্ষণে বুঝবে তখন বাতিক পিত্ত যত ॥

বাত-শ্লেষ্মা জ্বর।

গাত্রেতে আর্দ্রতা বোধ হ'লে বাছাধন;
নিদ্রাধিকা, পর্ব্বভেদ শিরোর বেদন;

প্রতিশ্যায়, ঘর্ম্ম, কাস, মধ্যবেগে জ্বর,
সন্তাপ তায় সুসংযুক্ত রোগীর উপর,
সেইকালে বুঝি লবে আমার যাদুমণি,
বাতশ্লেষ্মা জ্বরে তারে করেছে টানাটানি ॥৮

পিত্ত-শ্লেষ্মা জ্বর।

শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্তমুখ দেখিবে যখন,
তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, কাস, তাহাতে মিলন ;
অরুচি, মুহুর্দ্দাহ, মুহুর্মুহুঃ শীত,
পিত্তজন্য তিক্তমুখ ব্যাধি বিপরীত ;
এই সব দৃশ্য যবে হেরিবে ত্বরিতে,
পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর তথা বুঝ বিধিমতে ॥৯

সন্নিপাত জ্বর।

ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, জলভরা চোক্,
অস্থি, সন্ধি মাথা ব্যথা সদা তায় যোগ ;
ঘোলা মত রক্ত চক্ষু, কুটিল চাহনি,
দুটি কাণে নানা শব্দ সদা যেন শুনি ;
বেদনা আছয়ে তাতে দেখি নানা মত,
বিশেষ বেদনা যেন শূকেতে আবৃত ;
তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাস, প্রলাপ ভাষণ,
দারুণ অরুচি তায় সদাযুক্ত ভ্রম ;
কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা তার খরস্পর্শ অতি,
শিথিল অঙ্গের ভাব কভু ব্যস্ত মতি ;
মুখ হ'তে কফ সহ রক্ত উদ্গারণ,
কভু বা-বা-বিনারক্তে পিত্ত দরশন ;
ইতস্ততঃ মাথা চালা, তৃষ্ণা নিদ্রানাশ,
দারুণ বেদনা হৃদে তাহাতে প্রকাশ ;
দীর্ঘকাল পরে মল মূত্রত্যাগ অল্প,
বহু দোষযুত হেতু যেন মৃতকল্প ;

কণ্ঠমাঝে নিরন্তর কুজনে তাহার,
দোষ পূর্ণ হেতু দেহ নাতি কৃশ তার ;
কভু রোষে কভু হাসে, পেট ভারি রয়,
স্থানে স্থানে কাহার যে চাকা চিহ্ন হয় ;
উঁচু হয় দাগ স্থান কোঠ* জাতি প্রায়,
শ্যামলাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত তাহায় ;
স্বল্প বাক্য হয় তার, স্রোতাদির পাক,
রসপূর্ণ বহু দোষ, দুরে পরিপাক ;
এই সব বহু দোষ দেখিবে যখন,
সান্নিপাত রোগ তারে বুঝ বাছাধন।
ইহা ছাড়া বহু বিধ আছে সন্নিপাত,
লিখিতে সে সব কথা বেড়ে যায় পাত ;
তুমি হলে মেয়ে জাতি মোটা কথাই ভাল,
ঘরকন্না করবে যাদু ল'য়ে চিরকাল ;
মোটা কথায় অষ্টজ্বর করিনু বিচার,
অবশেষে দেখ তুমি ঔষধি ইহার ॥১০

অষ্টবিধ জ্বর চিকিৎসা।

ক্ষেতপাপড়া বেনামূল, লালচন্দন, বালা,
একত্রিত মুথো, শুঁঠে লহ লো দুতোলা ;
চারিসের জল শেষে সিদ্ধ করি লও,
দুসের রাখিয়ে ক্রমে পিপাসাতে দেও ॥

(২)

অবিচ্ছেদ জ্বরে যবে কোষ্ঠবদ্ধ হয়,
সেইকালে নিয়মবিধি করিবে নিশ্চয়।
ইন্দ্রযব আর পটল পত্র,
কটকির সাথে কর একত্র,

* বোল্‌তা-দষ্ট স্থানের ন্যায় শোথ।

মোটেমাটে লও দুতোলা,
জল দাও তায় বত্রিশ তোলা,
আট তোলা রাখি শেষে,
শীতল হ'লে পিও বসে,
কোষ্ঠ শুদ্ধি সদায় করে,
সিদ্ধ ক'রবে আচ্ছা ক'রে।
দেখ যদি তার পিত্ত বৃদ্ধি,
শেষে করো এই বুদ্ধি ;
ইন্দ্রযব তায় মিশাইবে
ক্ষেৎপাপড়া উঠাইবে ॥

বাতজ জ্বর।

বেল, শোনা, গাম্ভারী মূল,
গাম্ভারী ফল (আর) দিবে পারুল ;
অবশেষে পাঁচ দ্রব্য লইবে দু তোলা,
বত্রিশ তোলা জল দিয়ে,
আট তোলা শেষ নামায়ে,
বাতিক জ্বরে দিও হেঁসে তুমি সকাল বেলা ॥৩

পিত্তজ্বর।

পিত্তজ্বরে ক্ষেতপাপড়া, লালচন্দন, বালা,
একত্রিত তিনে ল'য়ে করিবে দুতোলা ;
বত্রিশ তোলা জল দিয়ে তায়, সিদ্ধ কর ব'সে,
অষ্টতোলা রাখি শেষে দিও পিত্ত দোষে ॥৪

শ্লৈষ্মিক জ্বর।

পিপুল মরিচ, চিতামূল, আর বামুন হাটি
গজ পিপুল, আকনাদিতায় হিং পরিপাটী ;
শুঁঠ, চই, গজপিপুল, পিপুলমূল ল'য়ে,
এলাচ, জিরে সরষেদানা তাহাতে মিশায়ে,

আতইচ্, বচ্ ইন্দ্রযব আর ঘোড়া নিমের ফল,
মুর্ব্বা, রেণুক, কটুকী আর বিড়ঙ্গে ফল ;
একত্রে সকলে করি লইবে দু তোলা,
অর্দ্ধসের জলে সিজি রাখ আট তোলা,
শ্লেষ্মাজ্বরে সর্ব্ব দোষে পিপুলাদিগণ।
কেহ দেন দশমূল বুঝ বিচক্ষণ॥

জ্বর চিকিৎসা।

পিত্ত জ্বর।

যাহার যেমতে ইচ্ছা, লহ বুঝে জানি,
শ্লেষ্মাজ্বর নষ্ট ইথে বহু গুণ মানি॥৫
পটোলপাতা, ক্ষেতপাপড়া আর বেনামুল,
লালচন্দন, বালা ল'য়ে সবে করতুল ;
ঘাসের মুথা তাতে দিয়ে লইবে দু তোলা,
বত্রিশ তোলা জল দিয়ে তায় সিজাও সকালি বেলা,
অষ্টতোলা শেষ থাকিতে শীতল হ'লে পর,
কাশীর চিনির সাথে দিলে যাবে পিত্ত জ্বর॥ ৬

বাত—শ্লেষ্মাজ্বর।

লাল চন্দন, গুলঞ্চ আর পদ্মকাষ্ঠ ধনে,
নিমছাল তায় প্রদান কর টোটকা পেঁতে মেনে ;
একত্রিতে উপর মতে সিদ্ধ কর ব'সে,
জ্বরের কালে দিও তুমি শ্লেষ্মা বাতের দোষে।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর।

পটোলপাতা, গুলঞ্চ, আর লালচন্দন, মুতো,
কলিঙ্গবীজ, নিমছাল তায় কটকী শুঁট থেঁতো,
বিধিমতে সিদ্ধ করি অষ্ট তোলা রাখি,
পিপুল চুরোর সাথে দিও, পিত্তশ্লেষ্মা দেখি॥৮

সন্নিপাত জ্বর।

সন্নিপাতে অনেক কথা লিখতে পুঁথি বাড়ে,
চিকিৎসকের যুক্তি লবে সন্নিপাতের জ্বরে,
কালজীরে ক্ষেৎপাপড়া, মুথা বচ ধনে,
বামুনহাটী ধলা আঁকড়, গ্রহণ কর জেনে,
হরিতকী, বালা, শুঠঁ, আর ভৃঙ্গ রাজে,
আকনাদিতায় কুষ্ঠ, জীরা, লহ আপন কাজে,
চিরেতা আর কটকী পিপুল শৃঙ্গী দশমূল,
ইন্দ্রযব তায়, বেড়ালামূল, দিও পিপুলমূল,
একত্রিত সবে কর কটফলের সাথে,
পূর্ব্ব মতে সিদ্ধ করি দিও সন্নিপাতে ॥৯

জীর্ণ ও বিষম জ্বর।

পঞ্চমূলি বড় ল'য়ে দিবে ইন্দ্রযব ;
কটকী মুতো আদাশুঁটো গ্রহণ কর সব,
গুলঞ্চ তায় কন্টিকারি আমলকী ল'য়ে,
চিরেতা আর দুরালভা তাহাতে মিশায়ে ;
পূর্ব্ববিধি মতে পাচন, করিবে যতনে,
ঠাণ্ডা হ'লে দিবে পাচন বিষম জ্বর মেনে,
দু আনা তায় পিপ্পুল গুঁড়ো উহার সহিত দিবে,
রাত্রিকালের বিষম জ্বরে মধুসহ খাবে ॥১০

প্লীহাযুক্ত পুরাতন জ্বর।

লালচন্দন নিমের ছাল ক্ষেৎপাপড়া ধনে,
নিমের গাছের গুলঞ্চ তায় দিবে পেঁতে জেনে,
কিরাততিক্ত ছিনকোনাছাল অনন্তের মুল,
একত্র করিয়ে দ্রব্য সবে কর তুল,

প্রতি দ্রব্য তোলা তোলা করিয়া লইবে,
ষোল গুণ জলে শেষে সিদ্ধ করি লবে ;
দেড় পোয়া অবশেষে নামাবে সত্বর,
দু-দু তোলা খেতে দিবে দুঘণ্টা অন্তর ॥১১

পিত্তজ্বরের পাচন।

ত্রায়মাণাদি।

পিপুলমূল, যষ্টিমধু, বহেড়া, মুথা, বালালতা, চিরতা ও মধুকফুল, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। অমৃতাদি পাচন। ২। ক্ষেতপাপড়া, আমলকী ও গুড়ুচী ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিপাসাযুক্ত পিত্তজ্বর বিনাশ হয়। ভূনিম্বাদি কাথ। ৩। বেলছাল, গুলঞ্চ, মুথা, ধনে, চিরতা, বালা, আতিস ও ইন্দ্রযব এই কয়টি দ্রব্যের কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর সহ মলভেদ, কাস, শ্বাস ধ্বংশ হয়। মহা-দ্রাক্ষাদি কাথ। ৪। বেণামূল, পলতা, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, রক্তচন্দন, পরুষকফল, লোধ, ধনিয়া, গুলঞ্চ, বালা, মুথা, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, আমলকী, যষ্টিমধু, কুটকী ও চিরতা ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিপাসা, গাত্রদাহ, রক্তপিত্ত, প্রলাপ, ভ্রম ও পিত্তজ্বর আরোগ্য হয়। গুড়ুচ্যাদি কষায়। ৫। গুড়ুচী, বেণামূল, বাসক, তেউড়ি, দ্রাক্ষা, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, আমলকী, অগুরুকাষ্ঠ ও বালা এই কয়টি দ্রব্যের কাথ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে উপদ্রবসহ পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। বিশ্বাদি পাচন। ৬। ক্ষেৎ-পাপড়া, রক্তচন্দন, মুথা, বেণামূল, শুঁট ও বালা ইহাদের কাথ করিয়া পান করিলে, বমন গাত্রদাহ ও তৃষ্ণাযুক্ত পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। লোধ্রাদ্য পাচন। লোধ, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গুড়ুচী ও নীলোৎপল ইহাদের কাথ বাহির করিয়া, অর্দ্ধতোলা চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ্বরের আশু ফল দর্শে। ৭

কফজ্বরের পাচন।

১। বাসাদি ক্কাথ। কণ্টিকারি বা বাসক মূল ছাল ও গুড়ুচী এই দ্রব্যেত্রয়ের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, কাস ও কফজ্বর নষ্ট হয়। নিম্বাদি। ২। গজপিপ্পলী, নিমের ছাল, দেবদারু, কণ্টিকারি, পিপ্পলি, চিরাতা, শুণ্ঠি, বনআদা, গুড়ুচী, ও কুড় ইহাদের ক্কাথ করিয়া পান করিলে শ্লৈষ্মিক জ্বর বিনাশ হয়। হরিদ্রাদি পাচন। ৩। নিমের ছাল, পলতা, রক্তচিতার সিকড়, ইন্দ্রযব, কাঁচাহরিদ্রা, বেণামূল, বচ, আতিস, সূচিমুখি ও কুড় ইহাদের ক্কাথ মরিচ চূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। কটুত্রিকাদ্য। ৪। নাগকেশর, ইন্দ্রযব, মরিচ, হরিদ্রা, পিপুল, কটকী ও শুণ্ঠি ইহাদের ক্কাথ পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। ভূনিম্বাদি। ৫। শতমূলী, নিমের ছাল, বৃহতী, শঠি, শুণ্ঠি, চিরতা, পিপুল ও গুড়ূচী ইহাদের ক্কাথ পান করিলে কফজ্বর দূর হয়। অভয়াদি ৬। রক্তচিতার মূল, বচ, হরীতকি, পিপুল ও আমলকী ইহাদের ক্কাথ পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয় ও মলভেদসহ ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। কুষ্ঠাদি পাচন। ৭। পলতা, কুড়, মুর্ব্বামূল ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্কাথ মধু ও মরিচ চূর্ণের সহিত পান কর্ত্তব্য।

৮। ত্রিফলাদি পাঁচন। বাসক, ত্রিফলা, গুড়ূচী, পলতা ইহাদের ক্কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়।

বাত-পৈত্তিক জ্বরের পাঁচন।

১। ঘনচন্দনাদি।

ক্ষেৎপাপড়া, পাথরকুচি, বেণামূল, রক্তচন্দন, পলতা, মুথা ও কটকী ইহাদের ক্কাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করিলে গাত্রদাহ, বমন, অরুচি, পিপাসা, বাতপিত্তজ্বর ইত্যাদি আরোগ্য হয়। মধুকাদ্য পাচন। ২। হরীতকি, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, আমলকী, লোধ, পদ্মকেশর, শ্যামালতা, পরুষক-ফল, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, বহেড়া, মৌয়াফুল, মৃণাল, গাম্ভারী ও দ্রাক্ষা ইহাদের

একত্রে রাত্রিতে সিদ্ধ করিয়া পরদিন প্রত্যুষে চিনির সহিত পান করিলে গাত্র-দাহ, বমন, তৃষ্ণা, মজ্জাগত জ্বর বাতপিত্তজ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

বাত-শ্লেষ্মাজ্বরের পাচন।

দশ মুলীয় কষায়।

আধতোলা পিপ্পলী চূর্ণ অনুপানে দশমূলের ক্কাথ করিয়া পান করিলে পার্শ্বব্যথা, শ্বাসকাসের সহিত বাতশ্লেষ্মাজ্বর আরোগ্য হায়। ১। ক্ষুদ্রাদি পাচন। শুণ্ঠি কণ্টিকারী, কুড়, গুড়ূচী ইহাদের ক্কাথ পান করিলে শ্বাস, কাস, পার্শ্বব্যথা অরুচি ও বাতশ্লেষ্মাজ্বর বিনাশ হয়। ২। মুস্তাত্রয় পাচন। চিরতা, মুথা, শুণ্ঠি এই দ্রব্যত্রয়ের ক্কাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মাজ্বর নষ্ট হয়, এবং অগ্নি--বৃদ্ধি করিয়া পরিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। ৩। পিপ্পলী ক্কাথ। পিপ্পলী ক্কাথ করিয়া পান করিলে, বাতশ্লেষ্মাজ্বর প্লীহাজ্বর দুর হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি করে।

পিত্ত-শ্লেষ্মাজ্বরের পাচন।

পটোলাদি ক্কাথ। পটোলপত্র, কটকী, রক্তচন্দন, আকনাদি, সুচিমুখি ও গুড়ূচী ইহাদের ক্কাথ পান করিলে অরুচি, বমি, পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর প্রভৃতি দুর হয়। ৫। অমৃতাষ্টক পাচন। নিমের ছাল, রক্তচন্দন, ইন্দ্রযব, মুথা, শুণ্ঠি, গুড়ূচী কটকী ও পলৃতা ইহাদের ক্কাথ, অর্দ্ধতোলা পিপ্পলীচুর্ণের সহিত পান করিলে বমনেচ্ছা, অরুচি, পিপাসা, বমন, গাত্রজ্বালা ও পিত্ত-শ্লেষ্মাজ্বর আরোগ্য হয়। ৬। চাতুর্ভদ্রক পাচন। গুড়ূচী, শুঁঠ, মুথা ও চিরতা এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের ক্কাথ পান করিলে শ্লেষ্মাধিক্য পিত্তজ্বর নষ্ট নয়। ৭।

সন্নিপাত জ্বরের পাচন।

দ্রাক্ষাদি অষ্টাদশাঙ্গ। আকনাদি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, দুরালতা, পদ্মকাষ্ঠ, গুড়ূচী, কণ্টিকারী, কটকী, নিমছাল, শুণ্ঠি, বালা, দ্রাক্ষা, শঠি, বেণা-মুল, মুথা, পুষ্করমুল ও চিরতা ইহাদের ক্কাথ পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, সন্নিপাত জ্বর, শোথ, শ্বাস কাস দুর হয়। ৮। দশমূল পাচন। বেলছাল,

গনিয়ারী, কন্টিকারী, বৃহতি, গোক্ষুর, শালপান, চাকুলে, গাম্ভারছাল, পারুল-ছাল একত্র করিয়া ক্বাথ করতঃ পান করিলে সন্নিপাত জ্বর, পার্শ্বশূল কাস, তন্দ্রা ও শ্বাস নষ্ট হয়। এবং পিপ্পলী অনুপানে ঐ ক্বাথ পান করিলে বুকের বেদনা বিনাশ হয়। ৯। চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন। চিরতা, গুড়ুচী, দশমূল, শুণ্ঠি ইহাদের ক্বাথ করিয়া পান করিলে দীর্ঘস্থায়ী কফবাতজনিত সন্নিপাতজ্বর নষ্ট হয়। ১০। অষ্টাদশাঙ্গ পাচন। কাঁকড়াশৃঙ্গী, দশমূল, বামনহাটি, দুরালতা, পলতা কুড়, শঠি, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সন্নিপাতজ্বর, পার্শ্ব-ব্যথা হৃদয়ব্যথা ও হিক্কা নষ্ট হয়। ১১। পদ্মকাষ্ঠ পাচন। পদ্মকাষ্ঠ, জাতিপুষ্প ক্ষেৎপাপড়া, গুড়ুচী, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, মুথা, বালা, রক্তচন্দন, ও নিমের ছাল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সন্নিপাত জ্বরের রক্তষ্ঠীবীর রক্ত দূর হয়। ১২। ব্রষণাদি ক্বাথ। ইন্দ্রযব, ত্রিফলা কটকী, হলুদ ও মুথা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কণ্ঠ-কুব্জ সন্নিপাত আরোগ্য হয়। ১৩। রোহিষাদ্য পাচন। ক্ষেৎপাপড়া, দুরালভা, প্রিয়ঙ্গু, বাকস, কট্কী ও গন্ধতৃণ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ক্ষতজ রক্তধারা বন্ধ হয়। ১৪। দর্দ্দুরদলাদ্য পাচন। হরিতকী, আকনাদী, ঝিঙামূল, সোঁদাল, বালা ব্রাহ্মীশাক, ক্ষেতপাপড়া, শঙ্খপুষ্পী ও কটকী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে মনোবিকার জনিত সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়। ১৫। জয়াদ্য পাচন। কন্টিকারী, বামুনহাটি, কাঁকড়াশৃঙ্গী পুষ্করমূল, গুড়ুচী, গণিয়ারী, বচ, শুণ্ঠি, মরিচ, বাকস ও কটকি ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কর্ণক সন্নিপাত নষ্ট হয়। ১৬।

বিষমজ্বরের পাচন।

গুড়ুচী—ক্বাথ। গুড়ুচীর শীতল ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে জ্বরা-বস্থার বমন আরোগ্য হয়। ১৭। অস্তোদয়াদ্য পাচন। আমলকী, মুথা ও গুড়ুচী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। ১৮।

পাচন।

পাচনে যে কয়েকটি দ্রব্যের উল্লেখ থাকিবে তাহার পরিমাণ সমষ্টিতে মিলিত ২ তোলা। এই ২ তোলা ছেঁচিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবেন,

এবং ৮ তোলা জল থাকিতে নামাইয়া একবার বা দুইবারে উহা সেবন করাইবেন। ইহাই পাচনের সাধারণ নিয়ম ও পূর্ণ মাত্রা।

ঔষধার্থ সমুদয় দ্রব্যই নূতন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অথচ শুষ্ক প্রয়োজন। শুষ্ক দ্রব্যের অভাবে কাঁচা দ্রব্য দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যবহার করিবে। আর যে সকল দ্রব্য কাঁচা লইবার ব্যবস্থা আছে, তাহার দ্বিগুণ গ্রহণ করিতে হইবে না। যথা—বাসক, নিম্ব, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, গুড়ুচী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, ঝিণ্টি, আদা প্রভৃতি দ্রব্য কাঁচা অবশ্যই লইতে হইবে।

পাচনের মাত্রা—১২ বৎসরের উর্দ্ধে পূর্ণমাত্রা, ১২ হইতে ৭ বর্ষ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাত্রা। ৭ হইতে ২ বৎসরের সিকি ও ২ বৎসরের ছোট শিশুকে এক অষ্টমাংশ ব্যবহার করিতে দিবেন।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি পাচন—বামুনহাটি, হরিতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, শুঁঠ এবং দশমূল [বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী,শালপাণি চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর] এই পাচন জ্বরাদি বহুরোগ নাশক। এইরূপ সহস্র সহস্র মুষ্টিযোগ সম্বলিত তৃতীয় সংস্করণ চিকিৎসার পুস্তক সডাক ১।০ পাঁচসিকা। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার রোগ চিকিৎসা আছে।

জ্যোতিষের মতে রোগ নিরূপণ ও শান্তি।

এইগণনা করিতে হইলে অগ্রে লগ্ন নিরূপণ করিয়া একটী রাশি-চক্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রোগীর শুভাশুভ নির্দ্দেশ করিতে হয়। অর্থাৎ ব্যাধি হইলে সেই ব্যাধি সারিবে কিনা, কি যাপ্য থাকিবে, কিম্বা বহু চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিবে, অথবা তাহাতেই তাহার সংশয় হইবে এই গণনায় তাহা বলিয়া দেওয়া যায়।

১ম। লগ্নস্থ কিম্বা অষ্টম স্থান গত পাপ গ্রহ, যে রোগীর জন্ম রাশিকে দেখিয়া থাকে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

২য়। লগ্নস্থ পূর্ণ-চন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি হইলে, অথবা কেন্দ্রে বৃহস্পতি এবং শুক্র থাকিলে সেই ব্যাধি নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নে ক্রূর গ্রহ থাকিলে বৈদ্যকৃত ঔষধে রোগ বৃদ্ধি পাইবে, আর লগ্নে শুভগ্রহ থাকিলে বৈদ্যকৃত ঔষধে রোগ নিবৃত্তি পাইবে।

রোগবিষয়ক প্রশ্নকালে যদি লগ্নে পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগে রোগ বৃদ্ধি হইবে এবং শুভগ্রহ থাকিলে রোগমুক্তি জানা যাইবে। লগ্নের চতুর্থ ও দশম স্থানস্থিত শুভাশুভ গ্রহদ্বারা রোগমুক্তি ও প্রশ্নের শুভাশুভ জানা যাইবে।

লগ্নের চতুর্থ স্থানে রাহু ও শনির দৃষ্টি থাকিলে রোগশান্তির জন্য যে ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; সেই ঔষধ বিষের ন্যায় অপকারী হয়, আর ঐ চতুর্থ স্থানে যদি শনি ও মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে রোগীকে কটু মূলজ ঔষধ সেবন করাইবে।

প্রশ্ন লগ্নের চতুর্থ স্থানে মঙ্গল থাকিলে ভস্মীভূত ঔষধে রোগ নষ্ট করিবে, আর মঙ্গল ও রবি থাকিলে, তাম্রঘটিত, শনি থাকিলে রঙ্গ তাম্র লৌহঘটিত, শুক্র ও চন্দ্র থাকিলে রৌপ্যঘটিত অথবা পারদ মিশ্রিত, বৃহস্পতি থাকিলে স্বর্ণঘটিত অথবা হরিতাল ওগন্ধকমিশ্রিত ঔষধে রোগ নিবারণ জানা যায়। মিশ্র অর্থাৎ উক্ত দুই তিন গ্রহ প্রশ্ন লগ্নের চতুর্থে থাকিলে দুই তিন প্রকার ঔষধ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে রোগ নিবৃত্তি হইবে। প্রশ্ন-লগ্নের চতুর্থ স্থানে শুক্র থাকিলে অহিফেন অর্থাৎ আফিং, রবি ও মঙ্গল থাকিলে ফল মিশ্রিত ঔষধ সেবন করাইয়া রোগ মোচন করা যাইতে পারিবে।

প্রশ্নলগ্নের চতুর্থ স্থানে রাহু বা কেতু থাকিলে উগ্রবীর্য্য ঔষধে, শুক্র ও বুধ থাকিলে তৈলমিশ্রিত ঔষধ সেবনে রোগমুক্ত হইবে।

লগ্নাধিপতি যে গৃহে থাকিবে, সেই গৃহের ও লগ্নের দুই পার্শ্বে যত সংখ্যক গ্রহ থাকে, প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির শরীরের তত সংখ্যক রোগ আছে জানা যাইবে।

প্রশ্ন লগ্নের পূর্ব্ব বা পর রাশিতে শনি থাকিলে রক্তরোগ ও গ্রহণী, বুধ থাকিলে অজীর্ণ ও কফরোগ জানিবে।

প্রশ্ন লগ্নের ও লগ্নাধিপতির পূর্ব্ব বা পর রাশিতে শুক্র থাকিলে প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির শরীরে প্রমেহ, শোথ, বহুমূত্র, মুষ্কবৃদ্ধি (কুরণ্ড) প্রভৃতি রোগ আছে

নিশ্চয় করিবে। এইরূপ মঙ্গল ও রবি থাকিলে ব্রণ, জ্বর, বায়ুরোগ, রক্ত-দোষ ও দাহরোগ জ্ঞান করিবে।

প্রশ্ন লগ্নের অষ্টম স্থানে রবি ও মঙ্গল থাকিলে কুষ্ঠরোগ, রাহু ও রবি থাকিলে বাতরোগ, ঐরূপ রাহু, রবি ও মঙ্গল থাকিলে গলিতকুষ্ঠ, রাহু ও শনি থাকিলে বর্ণক্ষয় ইত্যাদি রোগ অবধারিত করিবে।

প্রশ্নলগ্নের অষ্টম স্থানে শনির দৃষ্টি থাকিলে অঙ্গহানি ও উন্মাদ রোগ জানিতে হইবে। ঐরূপে মঙ্গল, রাহু ও রবি থাকিলে লিঙ্গরোগ, শুক্র থাকিলে কণ্ডু তর্থাৎ চুলকানি ও বিখাজ প্রভৃতি রোগের কথা জানা যাইবে।

প্রশ্ন লগ্নের সপ্তম অথবা অষ্টমে চন্দ্র থাকিলে যদি ঐ চন্দ্র দুর্ব্বল হয় ও তাহার প্রতি শনি ও কেতুর দৃষ্টি বা যোগ থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির কাসরোগ অনুমান করিতে হইবে।

প্রশ্নকালে শনি লগ্নে এবং রাহু কেতু থাকিলে পার্শ্বরোগ জ্ঞান করিবে।

প্রশ্ন লগ্নের অষ্টম স্থানে রবি থাকিলে পিত্তপ্রকোপিত রোগ জানিবে, আর ইহাতে যদি চন্দ্র পাপগ্রহের মধ্যগত হয়, তবে ঐ রোগে সন্নিপাত উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হয়।

শনি, রাহু, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এই সকল গ্রহ প্রশ্নলগ্নকে নিরীক্ষণ করিলে এবং ঐ সময়ে চন্দ্র দুর্ব্বল থাকিলে ঐ রোগে জীবন সংশয় হয়।

প্রশ্নলগ্নের ষষ্ঠ স্থান চররাশি হইলে রোগী গমনাগমনে সমর্থ থাকে, কিন্তু বাক্‌শক্তিরহিত হয়। ঐ ষষ্ঠ স্থান স্থির লগ্ন হইলে রোগী সর্ব্বদা নিদ্রিত থাকিবে।

প্রশ্নলগ্নের অষ্টম স্থান চররাশি হইলে রোগী বিদেশে থাকে. ঐ অষ্টম স্থান দ্বাত্মক রাশি হইলে স্বদেশ বা বিদেশ উভয় স্থানেই রোগীর অবস্থান সম্ভবিতে পারে।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয় ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে চন্দ্র থাকিলে রোগীর সুখ এবং ঐ সকল স্থানে ও সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নের সপ্তম, চতুর্থ ও দশম স্থানে পাপগ্রহ সকল থাকিলে সেই পীড়ায় নিশ্চয় রোগীর মৃত্যু জানিবে।

প্রশ্নলগ্নের চন্দ্র, দ্বাদশ স্থানে শনি ও মঙ্গল, চতুর্থ স্থানে রবি থাকিলে এবং বৃহস্পতি দুর্ব্বল হইলে রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

প্রশ্নকালে রবি যদি শুক্র গৃহে বা আপন ক্ষেত্রে অবস্থিতি করে এবং চন্দ্র দশম স্থানে থাকে, তাহা হইলে বিষম রোগ এবং তাহার তৃতীয় দিবসে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রশ্নকালে লগ্ন, পঞ্চম, তৃতীয় ও চতুর্থ এই সকল স্থানে সমস্ত পাপগ্রহ অবস্থিতি করিলে, অষ্টম দিবসে রোগীর রোগ মুক্তি বা মৃত্যু হয়।

প্রশ্নলগ্নের সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ অবস্থান করিলে, যদি ঐ স্থান ধনু কিম্বা মিথুন রাশি হয় তবে সুস্থ ব্যক্তির রোগ এবং সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হয়।

জয়-পরাজয়-বিচার।

প্রশ্নলগ্ন তাহার সপ্তম বা দশম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে, জয়লাভ, মঙ্গল ও শনি নবম স্থানস্থ হইলে পলায়ন, এবং বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র নবমে থাকিলে বিজয় হয়।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয় স্থান হইতে অষ্টম স্থান পর্য্যন্ত ছয়টি ক্ষেত্রের সংজ্ঞা পৌর এবং লগ্নের নবম স্থান অবধি দ্বিতীয় স্থান পর্য্যন্ত ছয়টি ক্ষেত্রের সংজ্ঞা যায়ী। পৌর স্থান শুভ গ্রহযুক্ত হইলে নগরবাসীর জয় এবং যায়ী স্থান শুভগ্রহযুক্ত হইলে গমনকারীর শুভ হয়। লগ্নের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে পুরবাসীর অনিষ্ট ও গমনকারীর ইষ্ট হয়।

শুভাশুভ বিচার।

লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম অথবা পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে এবং পাপগ্রহ যদি কেন্দ্র ও অষ্টম স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে থাকে, তাহা হইলে সকল প্রকার ইষ্ট সিদ্ধি হয়। ইহার বিপরীত হইলে, সকল কার্য্যের হানি হইয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম বা একাদশ স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির লাভ এবং পাপগ্রহ থাকিলে হানি হয়। তুলা, কন্যা, মিথুন ও কুম্ভ এই চারিটী রাশিতে শুভগ্রহ থাকিলে শুভ হয়।

প্রশ্নলগ্নের সপ্তম ও দশম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে লাভ হয়, দ্বিতীয় বা

পঞ্চম স্থানে থাকিলে মণি ও অর্থ লাভ হয়, একাদশ ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকিলে শুভ হয় না। লগ্নে বা লগ্নের দশমে চন্দ্র থাকিলে মন্দ হয়।

প্রশ্নলগ্নের দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম, একাদশ, ষষ্ঠ বা তৃতীয় স্থানে চন্দ্র থাকিলে ও তাহাতে বৃহস্পতি দৃষ্টি করিলে, প্রশ্নকর্তার স্ত্রীর শুভফল লাভ হয়। প্রশ্নলগ্নে ও উহার তৃতীয়, নবম পঞ্চম বা অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে কার্য্যহানি, অর্থহানি এবং ভীতি সঞ্চার হয়। কিন্তু এই সকল স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নে বা উহার সপ্তম, অষ্টম বা পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে ও শুভ-গ্রহ কর্ত্তৃক তাহারা পরিদৃষ্ট হইলে এবং লগ্নের তৃতীয় ষষ্ঠ দশম ও একাদশ স্থানে চন্দ্র থাকিলে, রোগীব্যক্তির পীড়া নষ্ট হয়।

প্রবাস বিচার।

প্রশ্নলগ্নের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পঞ্চম স্থানে কোন গ্রহ থাকিলে দূরাগত ব্যক্তির আগমন হয়; ঐখানে শুভগ্রহ থাকিলে নষ্ট দ্রব্যেরও লাভ হইয়া থাকে, এবং বৃহস্পতি শুক্র থাকিলে প্রবাসী অতি শীঘ্র গৃহে গমন করে।

যদি প্রশ্নলগ্নের ষষ্ঠ সপ্তম স্থানে কোনও গ্রহ থাকে এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ হয়, কিম্বা নবম বা পঞ্চম স্থানে বুধ বা শুক্র থাকে, তাহা হইলে প্রবাসী সত্বর গৃহে গমন করিয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নের অষ্টম স্থানে চন্দ্র অবস্থিতি করিলে ও কেন্দ্রস্থানে কোনও পাপ-গ্রহ না থাকিলে প্রবাসী সুখে গৃহাগত হয় এবং ঐ কেন্দ্রস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে, ধনাদি লাভযুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে।

মেষ, বৃষ, কর্কট, মকর, ধনু বা মীনরাশি যদি প্রশ্নলগ্ন হয়, এবং তাহাতে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে প্রবাসীর বধ বা বন্ধন জানিবে। পাপগ্রহ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া যদি লগ্নের তৃতীয় স্থানে থাকে, তাহা হইলে, প্রবাসী এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করে, কিম্বা পাপগ্রহ লগ্নের ষষ্ঠ স্থানে থাকে, তবে প্রবাসীর মৃত্যু হয়, অথবা যদি কেন্দ্রে অবস্থিতি করে, প্রবাসীর দ্রব্যাদি সমস্ত অপহৃত হয়।

প্রশ্নলগ্ন হইতে যত সংখ্যক রাশিতে পূর্ব্বোল্লিখিত কারণভূত গ্রহ অবস্থিতি করে, তত সংখ্যা দ্বারা দ্বাদশ রাশি অর্থাৎ কয়টি অঙ্ক গুণিত করিয়া গুণ ফল

যাহা হইবে, সেই পরিমিত দিবসের মধ্যে প্রবাসী গৃহে আগমন করে। যদি বক্রগামী হয়, তবে ঐ সংখ্যক দিনের মধ্যে প্রবাসীর, দেশে আগমন হইবে না।

নানা বিষয় বিচার।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা একাদশ স্থানে শনি থাকিলে পুত্র এবং অন্যত্র থাকিলে কন্যা জন্মে। প্রশ্নলগ্নের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ স্থানে শনি অবস্থিত করিলে, বরের কন্যা লাভ হয় এবং বিষম স্থানে থাকিলে কন্যালাভ হয় না।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, একাদশ বা ষষ্ঠ স্থানে যদি চন্দ্র অবস্থিতি করে এবং বৃহস্পতি, রবি বা বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, অথবা শুভ গ্রহ কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে।

শুক্র বা শনি যদি রবির বা চন্দ্রের সপ্তম স্থানে কিম্বা প্রশ্নলগ্নের চতুর্থ বা অষ্টম স্থানে, অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে, তাহা হইলে বর্ষাকালে বৃষ্টি হইবে।

কর্কট, মকর বা মীন রাশিতে যদি শুভগ্রহ অবস্থিতি করে, কিম্বা শুক্লপক্ষের অর্দ্ধমান সময়ে কোন শুভগ্রহ জল রাশিস্থ হইয়া লগ্নের দ্বিতীয় তৃতীয় বা কেন্দ্রস্থানে থাকে, অথবা চন্দ্র জলরাশিস্থ হইয়া লগ্নে অবস্থিতি করে, তবে বৃষ্টি হইবে।

প্রশ্নলগ্ন যদি মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু, সিংহ, কুম্ভ বা কোন বলবান রাশি হয় এবং তাহাতে পুরুষ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে পুরুষ জন্মিবে। যদি যুগ্ম রাশি লগ্ন হয় ও তাহাতে স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। প্রশ্নলগ্নে বুধ অবস্থিত করিলে স্ত্রীর প্রসব হয় নাই, এ পর্য্যন্ত গর্ভিনী আছে বুঝাইবে।

প্রশ্নলগ্নে যদি বালচন্দ্র বা বুধ দৃষ্টি করে, কিম্বা অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে কুমারী, শনি হইলে বৃদ্ধা, সূর্য্য বৃহস্পতি হইলে প্রসূতা এবং মঙ্গল ও শুক্র থাকিলে কর্কশা স্ত্রী বুঝাইবে। এইরূপে পুরুষের বয়ঃক্রমও গণনা দ্বারা অবগত হইবে।

ভাগ্যাদি গণনা।

"প্রশ্নাঙ্ক চূড়ামণি" নামক পুস্তকে গণনার নিম্নলিখিত ক্রিয়া লিখিত হইয়াছে।

যদি সকালে প্রশ্ন হয় তবে একটি বালককে একটি ফুলের নাম করিতে হইবে এবং যদি বৈকালে প্রশ্ন হয় তবে একটি বৃদ্ধকে কোন একটি দেবতার নাম করিতে বলিবে। এইরূপ ফুল, ফল ও দেবতার নামে যে কয়েকটি অক্ষর থাকিবে এবং নিম্নলিখিত রূপে যে প্রশ্নের যে ধ্রুবাঙ্ক অর্থাৎ মূল অঙ্ক নির্দ্ধারিত আছে, এই দুই অঙ্ক একত্রে যোগ করিতে হইবে;—পরে তিন দিয়া ভাগ করিয়া যে প্রশ্নে যেরূপ উত্তর হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ঋ ৠ স স এই চারিটী অক্ষর ব্যতীত আর অক্ষর সকলের যে যে সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে, তাহা নিম্ন স্থানে প্রদত্ত হইল।

প্রশ্নাঙ্ক চূড়ামণি মতানুসারে স্বরবর্ণ।

অ ১৩ আ ২১ ই ১৩ ঈ ১৮ উ ১৫ ঊ ২২ এ ১৯ ঐ ২২ ও ১৯ ঔ ৩১ অং ১২ অঃ ১৮। এইগুলি স্বরবর্ণ রূপে গ্রহণ করিবে।

প্রশ্নাঙ্ক চূড়ামণি মতানুসারে ব্যঞ্জন বর্ণ।

ক ২১ খ ৩০ গ ১৩ ঘ ১৮ ঙ ৩১ চ ২৭ ছ ১৬ জ ৩৫ ঝ ১৮ ঞ ২০ ট ১৭ ঠ ৩৫ ড ১৩ ঢ ১৪ ণ ১৭ ত ১৭ থ ১৭ দ ৩৫ ধ ২৮ ন ১৮ প ৩৬ ফ ২১ ব ২১ ভ ২০ ম ১৫ য ১৩ র ১১ ল ৩ ব ২১ শ ৩৫ ষ ১৭ স ৩৫ হ ১২ ক্ষ ১৪।

লাভালাভ।

লাভালাভ সম্বন্ধে প্রশ্নের ধ্রবাঙ্ক ৪০, ইহাতে ফুল ফল বা দেবতার নামের অক্ষর যোগ করিয়া অক্ষরের সংখ্যা উপরের বর্ণনামত গ্রহণ পূর্ব্বক অক্ষরাঙ্ককে একত্রে যোগ দিয়া তিন দিয়া ভাগ করিলে যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে লাভ; দুই হইলে অল্প লাভ এবং শূন্য অবশিষ্ট থাকিলে ক্ষতি হইবে।

দৃষ্টান্ত।—মনে করুন, কেহ একটী ব্যবসা করিতে মনস্থ করিয়া ব্যবসায়ে লাভ হইবে কিনা প্রাতে গণককে প্রশ্ন করিলেন। একটী বালক ফুলের নাম করিল গোলাপ। ইহাতে এই কয়টী অক্ষর আছে গ × ও × ল × আ × প। উপরিস্থ টেবিল অনুসারে গ = ১৩ × ও = ১৯ × ল = ৩ × আ = ২১ × প ৩৬ =

অর্থাৎ ১৩+১৯+৩+২১+৩৬=৯২, ৯২+৪০=১৩২, ইহাকে তিন দিয়া ভাগ করুন ১৩২—৩=৪৪, অবশিষ্ট ০ শূন্য, সুতরাং ব্যবসায়ে লোকসান হইবে।

জীবন মরণ।

কেহ বাঁচিবে কি মরিবে এরূপ প্রশ্ন হইলেও ঐরূপ ৪০এর সহিত ফুল ফল বা দেবতার নামের অক্ষর যোগ করিয়া পরে সেই অঙ্ককে তিন দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে বাঁচিবে, দুই হইলে কষ্ট পাইবে, শূন্য থাকিলে নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটিবে।

সুখ দুঃখ।

কোন বিষয়ে সুখ কি দুঃখ ঘটিবে, ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলে মূলাঙ্ক ৩৮, ইহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ফুল, ফল বা দেবতার নামের অক্ষর যোগ করিয়া তিন দিয়া ভাগ করিয়া যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তবে সুখ, দুই থাকিলে সুখ ও দুঃখ দুই মিশ্রিত, ০ থাকিলে দুঃখ হইবে।

গমনাগমন।

কেহ আসিবেন কি আসিবেন না, এরূপ প্রশ্ন হইলে মূল অঙ্ক ৩৮ এই ৩৮ এর সহিত ফুল ফল বা দেবতার নামের সংখ্যা যোগ করিয়া তিন দিয়া ভাগ করিলে যদি এক অবশিষ্ট থাকে তবে তিনি আসিবেন; যদি দুই থাকে তবে বিলম্বে আসিবেন ০ থাকিলে আসিবেন না।

গর্ভস্থ সন্তান।

গর্ভস্থ সন্তান পুত্র বা কন্যা, তাহা অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে ইহার মূল অঙ্ক ৩২। এই বত্রিশে ফুল ফল বা দেবতার নামের সংখ্যা যোগ করিয়া পরে তিন দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ১ থাকিলে পুত্র, ২ থাকিলে কন্যা, ০ থাকিলে কিছুই হয় না।

বীর্য্য স্তম্ভন ও বাজীকরণাধিকার।

বাজীকরণ কাহাকে বলে ?

এবং কি কারণে ধ্বজভঙ্গ উৎপত্তি হয়।

শাস্ত্র বলেন---

চিন্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্ম কর্ষণাৎ।
ক্ষয়ঃ গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীনাঞ্চাতি নিষেবণাৎ ॥
জনয়েৎ লিঙ্গ ভঙ্গঞ্চ পুরুষাণাং সুনিশ্চিতং।
বিবিধং ক্লেশ বাহুল্যং রতিকালে বিশেষতঃ ॥

অর্থাৎ শাস্ত্র বলেন—অতিরিক্ত চিন্তা, জরা, বিবিধব্যাধিভোগ, ক্লেশজনক-কর্ম্ম, উপবাস, অতি মৈথুন, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীগমন, বৃদ্ধাসহরতি, অরসজ্ঞা স্ত্রীগমন, প্রভৃতি কারণে এবং অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু বহু কষ্টদায়ক ভঙ্গ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ধ্বজভঙ্গ রোগ পুরুষগণের পক্ষে রতিকালে বিশেষ কষ্ট-দায়ক ব্যাধি।

কিরূপে ধ্বজভঙ্গ রোগ উপস্থিত হইয়াছে জানা যায়।

গ্লানিঃ কম্পোঽবসাদ স্তদনু চ কৃশতা ক্ষীণতা চেন্দ্রিয়াণাং,
শোষোচ্ছাসোপদংশ জ্বরগুদ জগদাঃ ক্ষীণতা সর্ব্বধাতৌ।
জায়ন্তে দুর্নিবারাঃ পবন পরিভবাঃ ক্লীবতা লিঙ্গ ভঙ্গো ;
বামা-বশ্যাতি যোগাত্তজত ইহসদা বাজিকর্ম চ্যুতস্য ॥

অর্থাৎ—অধিক স্ত্রীসঙ্গ করিয়া যদি বাজীকর ঔষধ সেবন না করা যায়, তাহা হইলে সত্বর কম্প, অবসন্নতা, কৃশতা, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, রতিশক্তিহীনতা, জনন-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা, শোষ, উচ্ছাস, উপদংশ, জ্বর, অর্শঃ, ধাতুঃক্ষীণতা, বায়ু-প্রকোপ, শুক্রহানি, স্ত্রীর অপ্রিয়তা, উত্তেজনাশূন্যতা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া ক্লীবতা বা লিঙ্গভঙ্গ রোগ উপস্থিত হয়।

এই রোগ শান্তি কিরূপে হয়।

উপরোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীসহবাস বন্ধ দিয়া যে সকল দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্য, ধাতুপোষক, শুক্র বর্দ্ধক, কামবর্দ্ধক এবং যে সকল

কার্য্যদ্বারা চিত্তের আনন্দ উপস্থিত হয় এই সকল ধাতুপোষক পথ্য ও ঔষধাদি সেবন এবং বাজীকর কর্ম্মাদি প্রশস্ত।

বাজীকরণ কাহাকে বলা যায়।

যে সকল ঔষধ পথ্য সেবনে সদ্যই শুক্র উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধগণও যৌবনোচিত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে পারে এবং বীর্য্য স্তম্ভিত হয়, তাহাই বাজীকরণ নামে প্রশস্ত।

বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভনের মহৌষধ।

যথা—*শক্রবল্লভরস, অর্জ্জকাদিবটি, নরসিংহবটি, নাগবল্ল্যাদি রসায়ন, *কামিনী-বিদ্রারণরস প্রতি সপ্তাহ সডাক ৩৲ টাকা। *মদনবটি, মদনানন্দ-মোদক, রতিবল্লভমোদক, * কামাগ্নিসন্দীপণমোদক প্রতি মাস সডাক ২৷৹ টাকা। উপরোক্ত যে কোন ঔষধ একটি নিয়মিত সেবন করিলে সদ্যই ফলোপলব্ধি করা যায়। উপরোক্ত ষ্টার চিহ্নিত ঔষধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং আনন্দদায়ক ও চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদক।

মতান্তরে

সাধারণ রোগ চিকিৎসা।

আমি বহু দিবস পর্য্যন্ত কবিরাজি, ইউনানি, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, অবধৌত, তান্ত্রিক প্রভৃতি চিকিৎসার সার সংগ্রহ করিয়া একটী তান্ত্রিক ঔষধ পাঠক-সকাশে উপস্থিত করিলাম, এই ঔষধ খাইতে কষ্ট নাই, সকল ধাতুতে সেবন চলে, কালাকাল ভেদ নাই এবং মূল্যও অল্প অর্থাৎ মোট ৪৫ দিনের ব্যবহার্য্য ঔষধের মুল্য সডাক মোট ২৷৶৹ দুই টাকা দশ আনা মাত্র। এই ঔষধ তান্ত্রিক মতে প্রস্তুত, কেবলমাত্র বনজ লতাপাতার সার প্রস্তুত করিয়া স্পিরিট সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে, একারণ বহুবৎসর গৃহে থাকিলে নষ্ট হয় না। ইহা দেখিতে হোমিওপ্যাথিকের মত, অথচ তাহা নহে। ফল অতীব আশ্চর্য্য, কড় যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, এমন সময় একমাত্রা দিলে তৎক্ষণাৎ শীতল হইয়া যায়। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

তান্ত্রিক ঔষধ, মহারুদ্র।

ইহা নিম্নোক্ত লক্ষণে ব্যবহার করা যায়।

হস্তমৈথুন জন্য মানসিক নিস্তেজতা, অলসভাব, তাচ্ছিল্যভাব, কার্য্যকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, সামান্য কথায় চটিয়া উঠা, প্রাতঃকালে রাগের বৃদ্ধি, জিনিষ ছুড়িয়া ফেলা, মানসিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা, ঔদাসীনতা, বিমর্ষতা, নির্জ্জনপ্রিয়তা, স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা, সামান্য কথা অসহ্য হওয়া, মস্তকের ভারবোধ, হস্তের উপর মাথা রাখিলে উপশম বোধ, অবসাদযুক্ত শিরোবেদনা, সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া প্রাতঃকালে বামদিকের কপালের অর্দ্ধভাগে ভিতর হইতে বাহির দিকে প্রবল চাপনীয় সূচী বেধবৎ বেদনা। বাম রগের ভিতর ও বাহিরের দিকে জ্বালা যেন বোধ হয় হাড়গুলি বাহির হইয়া যাইবে। মস্তকের পশ্চাৎ ভাগের ভিতরে ও বাহির দিকে নিপীড়িত হইবার ন্যায় অনুভব, মস্তকের পশ্চাতে পার্শ্ব ও কর্ণের পশ্চাতে আর্দ্র কণ্ডুয়নশীল ও দুর্গন্ধযুক্ত ফুস্কুড়ি প্রভৃতি উদ্ভেদ, উহা চুলকাইলে বৃদ্ধি, সম্মুখ মস্তকে যেন একটী গোলাকার পদার্থ দৃঢ়ভাবে আছে বোধ হওয়া, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে শিরঃপীড়া। চক্ষু বসিয়া যাওয়া, চক্ষুর চারিধারে নীলবর্ণের দাগ, চক্ষুর পাতা ও চক্ষু তারার শুষ্কতা ও চাপ বোধ, চক্ষুর পাতার উপর বেদনা, চক্ষু বুঁজিলে বেদনার বৃদ্ধি, চক্ষু তারার কামড়ানি, খচখচ করা, চক্ষুর পাতার কিনারায় চুলকানি, অক্ষিপুটের কিনারা প্রদাহ, এবং ঐ সঙ্গে চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া, চক্ষু তারার বিস্তৃতি, চক্ষুপাতার প্রদাহ, উহার প্রান্তভাগে শুষ্ক এবং শক্ত আঁচিল, চক্ষু কোনে স্ফোটক, বাতজ চক্ষু প্রদাহ এবং ঐ জনা দন্ত পর্য্যন্ত বেদনার বিস্তৃতি, প্রথম সর্দ্দির সময় ঘনশ্লেষ্মা, পরে জলবৎ স্রাব, সর্দ্দিহীন হাঁচি, প্রবল সর্দ্দি, নাকবন্ধ হওয়া, তৎসহ পুনঃপুনঃ হাঁচি, মুখ-মণ্ডলের অস্থির প্রদাহ, বামগণ্ডস্থল জ্বালাকরা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও চুলকানি, চিবুকের নীচে দৃঢ়তা এবং গিলিতে গেলে বেদনা, দন্তে কৃষ্ণবর্ণ দাগ, মুখমধ্যে অনবরত শ্লেষ্মা সঞ্চয়। মাড়ীফোলা, ক্ষত, আহারের সময় নীচের মাড়ীতে এবং দন্তমূলে ছিন্নকর বেদনা, দন্তনালীর ক্ষত, ফুলা ও ক্ষত, স্পর্শ করিলে উহা হইতে রক্তস্রাব, মুখে তিক্তাস্বাদ, মুখের ভিতর জল সঞ্চয়, মুখগহ্বরে এবং জিহ্বায়

ফোস্কা, ঋতু প্রকাশকালে দন্তশূল, কথা কহিবার বা গিলিবার সময় গলমধ্যে শুষ্কতা. কর্কশতা, যেন ক্ষত হইয়াছে বোধ হওয়া, হনুর নিম্ন গ্রন্থিতে বেদনা, যেন ফুলিয়াছে বোধ হওয়া. পারদ ব্যবহার জন্য তালুর স্ফীতি,কথা কহিবার সময় গলার ভিতর টাটানি এবং অনবরত ঢোক গেলা, পিপাসা হীনতা ও সর্ব্বদা ঠকঠকে হিক্কা, পেটপূর্ণ সত্ত্বেও ক্ষুধার উদ্রেক, ভুক্ত রুটিতে ইচ্ছা, তরল দ্রব্য খাইতে বাসনা. মুখ দিয়া জল উঠা, যেন পাকস্থলী ঝুলিয়া পড়িয়াছে বোধ হওয়া, উদরের দুর্ব্বলতা বোধ, উরু সন্ধি ও গ্রন্থিতে বেদনা, স্ফীতি,সমুদয় উদরের স্থানে স্থানে কামড়ানি ও মোচড়ানি, দক্ষিণ পার্শ্বে নাভির নিকট কঠিন ও চাপ বোধ, বামদিকের উদরে চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা,তল পেটের স্ফীত তৎসহ বেদনা, আহারের পর পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, মলত্যাগে পর সরলান্ত্রে ক্ষতবৎ বেদনা,বসিয়া থাকার সময় মলদ্বার চুলকানি, কোষ্ঠবদ্ধতা স্বল্প ও কঠিম মল, পাতলা মল, তৎসহ পেটকাঁপা, মলে পচা ডিমের মত গন্ধ, কোষ্ঠবদ্ধতা তৎসহ মলত্যাগের বেগ, সর্ব্বদা প্রস্রাবের বেগ, তৎসহ সরুধারে অল্প বা ফোটা ফোটা মলিন মূত্রত্যাগ. প্রস্রাব কালীন জ্বালা, মূত্রত্যাগের পর পুনরায় প্রস্রাবের বেগ, বোধ হয় যেন মূত্রাশয়ে মূত্র আছে, পরে ফোঁটা ফোঁটা মূত্রত্যাগ, প্রচুর পরিমাণে জলবৎ ও মলিন রঙ্গের প্রস্রাব. অসাড়ে মূত্রস্রাব, অধিক বেগের সঙ্গে প্রচুর বলহীন প্রস্রাব, সঙ্গম ইচ্ছার বৃদ্ধি, সঙ্গম ইচ্ছা না থাকা, চোক মুখ বসিয়া যাওয়া, সলজ্জ মুখাকৃতি, বিষন্নতা, রাত্রে স্বপ্নদোষ, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, পাদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা, পুরুষাঙ্গের শিথিলতা, ইচ্ছাকালে অনুদগম, অনিচ্ছায় উদগম, বেশ্যা সহবাসে পুরুষাঙ্গের অনুত্তেজনা, শিথিল ইন্দ্রিয়সহ শুক্রপাত, স্ত্রীসঙ্গমের পর দুর্ব্বলতা, স্ত্রীসহবাস সময়ে পুরুষাঙ্গের ক্ষীণতা, দক্ষিণ অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন সঙ্কোচ হইয়াছে, আকৃষ্টবৎ জ্বালাজনক বেদনা, এবং দক্ষিণ কুচকী হইতে দক্ষিণ অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত ঐ বেদনার বিস্তৃতি, লিঙ্গ মুণ্ডের উপর এবং পশ্চাৎভাগে কোমল ও আদ্র মাংসের উৎপত্তি, মৈথুন শেষ হইলে হাঁপধরা ও অবসন্নভাব, লিঙ্গমুখের শুষ্কতা, লিঙ্গমুণ্ডের ভয়ানক চুলকানি, মুষ্ক প্রদাহ. পা জ্বালা, হুল-বিদ্ধবৎ বেদনা, চাপিয়া ধরা ও আকৃষ্টবৎ অনুভব, সঙ্গম সময়ে স্ত্রীজনন যন্ত্রের বেদনা. ডিম্বকোষে চিড়িকমারা বেদনা, অনিয়মিত সময়ে, বিলম্বে প্রচুর

পরিমাণে রজঃস্রাব, সময় সময় জরায়ুর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, রজঃস্রাব কালীন প্রথমে ফিকা তারপর চাপচাপ রজঃস্রাব, কাসি, পূযময় হলুদে রঙ্গের শ্লেষ্মা উঠা, স্বরভঙ্গসহ স্বরনলী মধ্যে ও বুক হইতে আঠা আঠা চটচটে শ্লেষ্মা উঠা, কথা বলার জন্য স্বরনলীর ভিতরে বিদারণবৎ যাতনা, বুকের ভিতর টাটানি বিশেষতঃ রাত্রিকালে কষ্টজনক কাসি, হাঁপধরা বা শ্বাস কৃচ্ছ্রতা, সামান্য নড়াচড়া করিলেই বুক ধড় ফড় করা, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, গলদেশে, বগলে, গ্রীবাতে বেদনাযুক্ত স্ফীতি, কটিদেশ ভাঙ্গিয়া কিম্বা মোচড়ানবৎ বেদনা, বিশ্রামান্তে, বসিয়া থাকার পর উঠিলে,ঘুরিয়া বেড়াইলে বেদনার বৃদ্ধি, কোমর সাটিয়া থাকা, রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে মূত্র গ্রন্থিদেশে কণ্ডুয়ন সহ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রত্যেক শাখা সমূহে আকর্ষণবৎ ও ছিন্নকর এবং ছুঁচ বেধামত বেদনা, অধিক ভ্রমণের পর স্কন্ধ,যজ্ঘাদি স্থানের নীচে আঘাত প্রাপ্তি-বৎ বেদনার ন্যায় বেদনা বোধ, স্কন্ধ সন্ধিতে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, হস্তাঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পেশীতে ছিন্নকরা মত বেদনা, বাহুতে পাক্ষাঘাতিক বেদনা, হস্তা-ঙ্গুলীর অগ্রভাগের অবশতা, হস্ত ও কনুই সন্ধিতে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, বিশ্রাম করিবার সময় দক্ষিণ পায়ের অস্থিতে সূচীবিদ্ধ বেদনা, দক্ষিণ পায়ের ডিমে সূচীবিদ্ধ বেদনা,বসিয়া থাকিলে নিতম্বদেশে বেদনা,পায়ের স্নায়ুতে স্নায়ুশূলসহ নড়িলে চড়িলে বেদনা, মাটিতে পা ফেলিলে পেরেক বেঁধামত যাতনা, হাঁটুর দুর্ব্বলতা, বেড়াইবার সময় সমস্ত শরীরে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, পা টানিতে বেদনা বোধ, গ্রন্থি সমূহের বেদনাযুক্ত স্ফীততা,সমস্তদিন নিদ্রালুলতা, তৎসহ পুনঃপুনঃ হাই উঠা, আড়ামোড়া ভাঙ্গা, চক্ষুতে নিয়ত জল আসা প্রভৃতি বহু লক্ষণে এই ঔষধ অত্যাশ্চর্য্য ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

আমি উপরে যে লক্ষণ বলিয়া আসিলাম যে কোন ব্যক্তি উহার কোন একটি লক্ষণে এই ঔষধটি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহার ফলে আপনি বাস্তবিকই স্তম্ভিত হয়েন কি না ?

আজ ১৮ অষ্টাদশ বৎসর কাল এই ঔষধটি সহস্র সহস্র রোগীকে পরীক্ষা করাইয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলাম, আশা করি প্রত্যেক চিকিৎসক বা গৃহস্থ ইহা পরীক্ষা করিলে শ্রম সার্থক মনে করিব। মূল্য একত্রে দুই মাসের ব্যবহার্য্য প্রতি শিশি ২॥৶০ দুই টাকা দশ আনা মাত্র। ইহার নিম্নে বিক্রয় নাই।

প্রচণ্ড-নায়িকা।

অর্থাৎ স্ত্রীরোগের এবং শিরোরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য ৪৫ দিনের

ব্যবহার্য্য প্রতি শিশির মূল্য সডাক ১॥৵০ একটাকা নয় আনা মাত্র।

ঋতুর শোণিত বিলোপ কিম্বা রজঃ বৈলক্ষণ্য, কিম্বা যৌবন উপস্থিত হইলে ঋতুস্রাব না হওয়া, চিত্তবিকার, অপ্রফুল্লতা, নিদ্রাহীনতা, উদাসীনতা সকল বিষয়েই সন্ধিগ্ধচিত্ত, বিবিধ প্রকার জরায়ু বিকৃতি সহ গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগে, ঋতুর পূর্ব্বে হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগের আক্রমণে, ঋতুর পূর্ব্বে বা সময়ে বামপার্শ্বে বা বাম স্তনের নিম্নে বেদনা হইলে, ঐ সময় গা বমি বমি থাকিলে, বমনেচ্ছা থাকিলে, অত্যধিক মাথার যাতনা বা মাথা ধরা হইলে, অত্যধিক সহবাসজন্য অঙ্গ কাঁপিলে, ঋতুর পূর্ব্বে মাথা ধরিলে, ঋতুস্রাব সময়ে গা হাত পায়ে বেদনা, তলপেটে প্রসব বেদনার ন্যায় বোধ এবং পাকাশয়ের উপরের দিকে মৃদু মৃদু বেদনা, দুর্ব্বলতা, স্নায়বীয় বেদনা, অবসন্নতা, বিবিধ প্রকার যাতনাসহ জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হইবার উপক্রম, বাধক বেদনায়, ঋতু বন্ধ হইয়া ডিম্বাশয়ের ক্ষীণতা জন্মিলে, বিলম্বে ঋতু হইলে, অনিয়মিত ঋতু জন্য মাথা ভারে প্রথম ঋতুর বিলম্ব হইলে, স্নায়ুশূল রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকের রজসাধিক্য রোগে, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইলে, মৃতবৎসা দোষে, মদ্যপান অনিদ্রা বা মানসিক পরিশ্রম জন্য শিরঃপীড়ায় ঠাণ্ডা লাগিয়া শিরঃপীড়ায়, গর্ভিনীদের বমন রোগে, ডিম্বাশয়ের ভয়ানক বেদনায় যেন প্রসব হইয়া যাইবে, প্রসবের পথ হঠাৎ স্রাব বন্ধ হইয়া যাইলে, পরিশ্রম জন্য বাধক বেদনায় এই মহৌষধ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। আমি স্পর্দ্ধাসহ বলিতে পারি মাথা ধরা প্রভৃতিতে ইহা দ্বারা ১০ মিনিট মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত লাইন চিহ্নিত উপসর্গে এই ঔষধ ৩ মিনিট মধ্যে উপকার দর্শাইয়া রোগীকে পুনর্জীবন দান করে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বৃহন্নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস রসঃ।

ঔষধের ফর্দ্দ ঃ—কজ্জলি ৮ তোলা, অভ্রভস্ম ৮ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জায়ফল ৪ তোলা, জৈত্রি ৪ তোলা, বীজতাড়কবীজ ৪ তোলা, ধূতরাবীজ ২ তোলা, সিদ্ধিবীজ ২ তোলা, ভূমিকুমড়া ২ তোলা, শতমূল ২ তোলা, গোরক্ষ-চাকুলে ২ তোলা, শ্বেতবেড়েলা মূল চূর্ণ ২ তোলা, গোক্ষুরবীজ ২ তোলা, হিজলবীজ ২ তোলা, পানের রসের সঙ্গে ৩ রতি বটি করিয়া উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে নিম্নোক্ত ফললাভ হয়। যথা—

নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান গদান ঘোরান সুদারুনান।
বাতোত্থানপি পিত্তোত্থান নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ।
কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান বিংশতিস্তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময় ভগন্দরং।
শ্লীপদং কফ বাতোত্থং চিরজং কুলসম্ভবং।
গলশোথ মন্ত্র বৃদ্ধি মতীসারং সুদারুণং।
কাস-পীনস-যক্ষ্মার্শঃ স্থৌল্য দৌর্গন্ধ মেবচ।
আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গল গ্রহং।
অর্দ্দিতং গলগণ্ডঞ্চ বাতশোণিত মেবচ।
সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীনাং গদনিসূদনং।
বটিকাং প্রাতরে কৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলং।
অনুপান মিহ প্রোক্তং মাংসংপিষ্টংপয়ো দধি।
বারি ভক্ত সুরা সীধু সেবনাৎ কামরূপধৃক।
বৃদ্ধোপি তরুণ স্পর্দ্ধী নচ শুক্রস্য সংক্ষয়ং।
নচ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশা যান্তি পক্কতাং।
নিত্যং স্ত্রীনাং শতং গচ্ছেৎ মত্ত বারণ বিক্রমঃ।
দ্বিলক্ষ যোজনী দৃষ্টি জায়তে পোষ্টিকঃ পরঃ।
প্রোক্তঃ প্রয়োগ রাজোয়ং নারদেন মহাত্মনা।
রসোলক্ষ্মী বিলাসো হয়ং বাসুদেবো জগৎপতিঃ।
অভ্যাসা দস্য ভগবান লক্ষনারীষু বল্লভঃ।

পাঠক মহাশয়! এইবার দেখুন এই নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস রস কি উপাদেয় বস্তু, একটু স্থির চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, ঋষিগণ আমাদের জন্য কি অমৃতই সৃজন করিয়া গিয়াছেন, যাহার অসীম ক্ষমতাবলে আমরা আজ,সাধারণ্যে যশস্বী হইয়া চিকিৎসক পদবাচ্য হইয়াছি।

শাস্ত্র বলিতেছেন।

উপরোক্ত লক্ষ্মীবিলাস রস উপযুক্ত অনুপানসহ সেবন করিলে অতি ভীষণ বায়ু, পিত্ত, কফ ঘটিত রোগ, গাত্র বেদনা, ত্রিদোষজ রোগ, আঠার প্রকার কুষ্ঠরোগ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগ, নাড়ীব্রণ,ব্রণ, ভগন্দর, কফ, ঊর্দ্ধশ্লেষ্মা, বাতজ শ্লীপদ রোগ, চিরজাত ও বংশজাত শ্লীপদ রোগ, গলশোথ, অন্ত্রবৃদ্ধি, অতিসার, কাস, পীনস, যক্ষ্মা, অর্শ, মেদবৃদ্ধি, শরীরের দুর্গন্ধ, সকল প্রকার আমবাত, বাত, জিহ্বাস্তম্ভ গলবেদনা, অর্দ্দিত, গলগণ্ড বাতরক্ত, সকল প্রকার শূল রোগ, শিরঃশূল, সকল প্রকার স্ত্রীরোগ, বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিদিন প্রত্যূষে এক বটিকা সেবন করিয়া মাংস, পিষ্টক, দধি দুগ্ধ, মদ্য এবং সিধু, সাধ্য মত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে কন্দর্প সদৃশ রূপবান হইতে পারা যায়, ইহার দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবা সদৃশ স্পর্দ্ধাবান হইয়া থাকে, অতিরিক্ত প্রমদা প্রসঙ্গে শুক্রক্ষীণতা আসে না, শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বৈদ্যুতিক বেগে কার্য্যক্ষম হয়। অকালে কেশ পক্ক হয় না.অপিচ প্রমত্ত করী সদৃশ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া বিপুল ভোগ বাসনা পূরণে সমর্থ হয়, এবং দেহ শৈথিল্য জন্মে না। দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যাইলে নিয়মিত ৬ ছয় সপ্তাহ সেবনে গড়ুড়ের ন্যায় দৃষ্টশালী হইতে পারা যায়, এমন কি বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চালিত হইয়া থাকে। বল বীর্য্য ও দৈহিক পুষ্টি পক্ষে ইহার তুল্য ঔষধ বিরলই দেখা যায়। এই শ্রেষ্ঠ ঔষধের বিষয় মহাত্মা নারদ কর্তৃক উক্ত হইয়া জগৎপতি বাসুদেবের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল, ইহা নিয়মিত সেবনে ভগবান লক্ষ গোপাঙ্গনার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়, এই ঔষধের গুণাবলী শ্রবণে হয়ত কত কথাই চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিকই তাহা নহে, কেননা ইহা যদি না হইত তাহা হইলে শাস্ত্রীয় ঔষধের আদর থাকিত না, যে স্থলে শত শত ডাক্তার গভীর

গবেষণায় জীবনাশ৷ শূন্য রোগীর সুফল দর্শাইতে পারেন নাই, সেই স্থলেই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মনস্বিগণ আপন আপন প্রতিভাবলে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব প্রচার পূর্ব্বক ধন্য বাদার্হ হইয়াছেন ; অতএব আমাদের এই সামান্য বুদ্ধি, একটি দৃষ্টান্তের অধিক আর কি দিতে পারে। কিন্তু হায়, বড়ই পরিতাপ !

এ হেন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ সত্বেও আমাদের জীবনের সার অমৃততোপম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র লুপ্ত প্রায়, এমন গুণশালী ঔষধ সত্বেও আমরা অন্ধ হইয়া বসিয়া আছি। ইহার গুণের সঙ্গে মুল্যের তুলনায় বাস্তবিকই রহস্য বলিয়া বোধ হয়, কেননা ৫।৭ টাকা ব্যয় করিলে প্রায় দুই হাজারের অধিক বটি প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু আমরা ইহাতেও উদাসীনতা প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজারে অধিক স্থলে এই স্বল্প মূল্য ঔষধটির কোথায় ৩৲ তিন টাকা আর কোথায় ৫৲ টাকা সপ্তাহ বিক্রয় হইয়া থাকে, অতএব পাঠক মহাশয় বলুন দেখি, আজ কালকার শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় আপনি কিরূপে রাজি হইতে পারেন। আমরা নানাদিক চিন্তা করিয়া এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধটার মূল্য প্রতি সপ্তাহে ॥• আট আনা ধার্য্য করিয়াছি। আর ইহাপেক্ষা অধিক গুণ যুক্ত স্বর্ণাদি ধাতু ঘটিত মহা লক্ষ্মীবিলাস রস প্রতি সপ্তাহ ১॥• দেড় টাকা, এবং একত্রে একমাস লইলে সডাক ৫৲ পাঁচ টাকায় দিয়া থাকি। আবার এই ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ শ্রবণ করিলে নিশ্চয় মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই, মহালক্ষ্মীবিলাস রসের ফর্দ্দ নিম্নে দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মী বিলাস রসঃ।

বিশুদ্ধ বজ্রাভ্র ভস্ম চূর্ণ	৮	তোলা।
ঐ গন্ধক চূর্ণ	৪	তোলা।
ঐ বঙ্গ ভস্ম	২	তোলা।
ঐ রস	১	তোলা।
ঐ তালক	১	তোলা।
ঐ তাম্র ভস্ম	॥•	তোলা।
ঐ স্বর্ণ ভস্ম	॥•	তোলা।

কর্পূর, জায়ফল, জয়িত্রি, প্রত্যেক এক তোলা। বিস্তাড়ক বীজ ২ দুই তোলা, এবং ধুতুরা বীজ ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিধি জলসহ মর্দ্দন করিয়া দুই রতি বটি করিয়া ব্যবহার্য্য।

মহালক্ষ্মী বিলাস রসের গুণ।

ইহার গুণ, বৃহন্নারদীয় লক্ষ্মী বিলাস রসের মধ্যে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই সকল গুণ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটী বিশেষ যাহা গুণ আছে, এই স্থলে তাহাই প্রদান করিলাম। ইহা ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, (নালি ঘা) সন্নিপাতজ রোগ, হারেনিয়া, কোষবৃদ্ধি, এবং ক্ষতরোগে আশ্চর্য্য ফল দর্শাইয়া, সমধিক রতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মধ্য ও বৃদ্ধাবস্থার দুর্ব্বলতায় ইহা দ্বারা এরূপ আশ্চর্য্য ফল লাভ হয়, যাহা একমুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

প্রমেহ নিদান।

সমধিক দিবানিদ্রা, পরিশ্রম না করা, অত্যন্ত আলস্য, অধিক শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর রস-বিশিষ্ট, মেদজনক ও দ্রব-অন্নপানীয় দ্রব্যাদি অতি পান ও ভোজন করিলে প্রমেহরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেহরোগ জন্মাইবার পূর্ব্বে প্রায়ই নিম্ন উপসর্গগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—হস্ততল ও পাদতলে দাহ, শরীরের স্নিগ্ধতা, পিচ্ছিলতা ও গুরুতা, প্রস্রাবের মধুরতা এবং শ্বেতবর্ণতা শারীরিক অবসাদ, পিপাসা, দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, দন্ত ও জিহ্বাতে মলোৎপত্তি, কেশ-সমূহে জটাধরা, চুল উঠিয়া যায়, নখাদির বৃদ্ধি হয়। এবং সকল প্রকার মেহরোগেই মূত্র ঘোলাটে রং মূত্রাধিক্য বা মূত্রাল্পতা ঘটিয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক মেহের লক্ষণ।

উদক মেহ—সাদা এবং জলবৎ অধিক মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে।

ইক্ষু মেহ—লাল আভাযুক্ত পাতলা ইক্ষু-রসের ন্যায় মূত্র ত্যাগ হয়।

সুরামেহ—মদ্যের ন্যায় মূত্রের গন্ধ হইয়া থাকে।

সিকতা মেহ—অত্যন্ত যন্ত্রণার সঙ্গে মূত্রসহ বালুকণাবৎ নির্গত হয়।

শনৈ মেহ—অল্প অল্প শ্লেষ্মাযুক্ত পিচ্ছিল মূত্র ত্যাগ হয়।

লবণ মেহ—লবণাম্বু-সদৃশ বিশদ প্রস্রাব নির্গত হয়।

পিষ্ট মেহ—প্রস্রাবকালে রোমাঞ্চিত হইয়া পিটুলিগোলা জলের ন্যায় মূত্র ত্যাগ হয়।

সান্দ্র মেহ—ঘোলাটে, ঘন ও স্বল্প যন্ত্রণাযুক্ত মূত্র স্রাব হয়।

শুক্র মেহ—মূত্রসহ লালাযুক্ত শুক্র স্রাব হইয়া থাকে।

ফেন মেহ—দাহযুক্ত ফেনামিশ্রিত প্রস্রাব নির্গত হয়।

পিত্তজ মেহের লক্ষণ।

নীল মেহ—নির্ম্মল, সফেন ও নীলবর্ণাভ মূত্র ত্যাগ হয়।

হরিদ্রা মেহ—দাহযুক্ত হরিদ্রাভ মূত্র ত্যাগ হয়।

অম্ল মেহ—মূত্র টক গন্ধ বিশিষ্ট হয়।

ক্ষার মেহ—দাহযুক্ত ক্ষারধৌত জলের ন্যায় মূত্র ত্যাগ হয় এবং মূত্র ক্ষার-গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মাঞ্জিষ্ঠা মেহ—মঞ্জিষ্ঠা ভিজাইলে যেরূপ রং হয়, অথবা মাংস ধৌত স্বচ্ছ জলের ন্যায় মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে।

শোণিত মেহ—রক্তস্রাবযুক্ত মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে।

বাতজ মেহের লক্ষণ।

সর্পি মেহ—ঘন ও তৈলাক্ত পদার্থ মিশ্রিতবৎ মূত্র ত্যাগ হয়।

বসা মেহ—চর্ব্বিধৌত জলের ন্যায় মূত্র ত্যাগ হয়।

ক্ষৌদ্র মেহ—মধু তুল্য গন্ধ রসবর্ণ বিশিষ্ট মূত্র স্রাবিত হয়।

হস্তি মেহ—প্রস্রাবান্তে লিঙ্গ বর্দ্ধিত, বেদনাযুক্ত নিরন্তর প্রস্রাব ত্যাগেচ্ছা, অথবা মূত্রত্যাগকালীন লিঙ্গ-নাল বর্দ্ধিত হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

গণোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ।

দূষিত যোনি ও বেশ্যাদি সহবাস-জনিত এই মেহরোগ ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করে। এই মেহ জন্মাইলে লিঙ্গনালের মাথা সড় সড় করা, মূত্র-ত্যাগকালে লিঙ্গোদ্রেক হইয়া মূত্রত্যাগকালে বা প্রস্রাবান্তে অত্যন্ত যাতনা, বার বার স্বল্প মূত্রত্যাগ বা ইচ্ছা, ক্রমশঃ লিঙ্গনালে ক্ষত হয়, এবং স্ফীত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করে, লিঙ্গ হইতে সর্ব্বদা ক্লেদ ও পূঁয স্রাব হয়, অথবা লিঙ্গমুখে সাদা আঠাবৎ পূঁজ লাগিয়া থাকে, এবং ক্লেদ জন্য লিঙ্গমুখ বন্ধ হইলে সরু বা

দুই ধারায় মূত্র ত্যাগ হয়, কিম্বা মুদো জন্মিয়া থাকে। কুঁচকিতে বেদনা হয় বাঘি হইয়া থাকে। এই রোগ অতি ভয়ানক, একবার আক্রমণ করিলে সত্বর আরোগ্য হওয়া সুকঠিন।

প্রমেহ রোগের আশ্চর্য্য ঔষধ।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রসঃ।

বিশুদ্ধ স্বর্ণ ভস্ম অর্দ্ধ	৷৹ তোলা।
ঐ বঙ্গ ভস্ম	১ তোলা।
ঐ রস	১ তোলা।
ঐ গন্ধক	১ তোলা।
ঐ রৌপ্য ভস্ম	১ তোলা।
ঐ মুক্তা ভস্ম অর্দ্ধ	৷৹ তোলা।
কর্পূর	১ তোলা।

বিধিমত বটি প্রস্তুত করিয়া, উপযুক্ত অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে, বিংশতি প্রকার সাধ্যাসাধ্য মেহ রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ধাতুস্থ জ্বর, হলীমক, বাতপিত্ত, কফোদ্ভূত রক্তপিত্ত, গ্রহণী, আমদোষ, মন্দাগ্নি, অরুচি, বহুমূত্র, ঘোরতর মূত্র মেহ, এবং মূত্র হইতে বিবিধ প্রকারের পদার্থ নির্গত হওয়া, মূত্রাতিসার, বজ্র-বিনাশিত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ নিয়মিত দেড় মাস কাল, বিধিপূর্ব্বক উপযুক্ত অনুপানের সঙ্গে সেবন করিলে উপরোক্ত রোগাদি জন্য কৃশ ব্যক্তি পুষ্ট হয়, এবং ওজঃ তেজঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, স্ত্রী সহবাসে অত্যধিক ক্ষমতা জন্মাইয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ় শুক্রোৎপন্ন হইয়া থাকে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া এই মহৌষধ প্রয়োগ করিলে, দেড়মাস কাল মধ্যে বল-বর্ণাদির সহিত শরীর কান্তিমান এবং স্ফীত হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১৷৹ দেড় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। একত্রে দেড় মাসের লইলে সডাক ৫৲ টাকা মাত্র।

অনুরোধ—আজকাল বাজারের অধিকাংশ স্থানে যে সকল কবিরাজ মহোদয়গণ বৃহৎ বঙ্গেশ্বর ৸৹ বার আনা সপ্তাহ বিক্রয় করেন, পাঠক মহাশয়

অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই ঔষধ একটি খলে মর্দ্দন করিয়া জল দিয়া গুলিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

আমাদের পেটেণ্ট, অষ্টধাতু ঘটিত

১নং বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রসঃ

মতান্তর।

এই ঔষধ কেবল মাত্র মধু, অথবা কাবাবচিনির চূর্ণ অর্দ্ধ আনা ওজন ও মধু সহ পূর্ণ মাত্রা একটী প্রাতে (রোগের প্রবলাবস্থায় বৈকালে উক্ত নিয়মে একটা) সেবন করিয়া অর্দ্ধ ছটাক শীতল জল পান করিলে উপরোক্ত রোগসমূহ আশ্চর্য্যভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া স্বপ্ন-দোষ, মূত্রের জ্বালা এবং পুঁজ রক্তস্রাবযুক্ত মেহ, শ্বেত মূত্র, মূত্রবৃদ্ধি, মূত্র-কৃচ্ছ, ক্ষয়রোগ, পঞ্চবিধকাস, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, মন্দাগ্নি, অরুচি, এবং যাবতীয় মেহরোগ ৭ দিবস মধ্যে অত্যাশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য হইয়া থাকে। মূত্র মধ্য হইতে যাবতীয় বিকৃত পদার্থ পতন হওয়া বন্ধ করিতে ইহার তুল্য দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই। যদি কোন রোগী সুপথ্যপালন করিয়া ৭ দিন এই ঔষধ সেবনান্তে প্রমেহ ও মূত্রবিকৃতি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফল লাভ না করেন তাহা হইলে আমরা বিনা আপত্তিতে এই ঔষধটির মূল্য ফেরৎ দিয়া পুনর্ব্বার বিনামূল্যে ঔষধ দিব। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ২৷৷০ আড়াই টাকা, একত্রে ছয় সপ্তাহ সডাক ৬৲ ছয় টাকা মাত্র।

কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ সম্বন্ধীয় নূতন মত।

১৯১৫ সাল ৭ই জানুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক মহোদয় বলিয়াছেন।

Leprosy and its cause.

It is unnecessary to make our readers understand how dreadful disease is Leprosy. The manner in

which this nasty disease is making its progress now-a-days makes it abundantly clear that mankind is to a great extent becoming subject to this fell disease, simply because as if some new poison is entering into the human system. So far as we could understand from the writings of Pundit Rampran Sharma, Kaviranjan, of Howrah the famous physician and specialist in Leprosy, on this subject, which continually appeared in our Paper last year, this disease in most cases seems to be due to blood poisoning caused by syphilitic poison. We venture to suggest that what Pundit Ram Pran Sharma wrote about Leprosy and skin diseases was strictly in accordance with the shastras and was no doubt also the outcome of his long experience in this matter. By reading the Book called Leprosy and its cause and principle, written by the Pundit, one can easily understand that among the various causes of Leprosy, the principal causes are taking too much food stuffs cold and rich at the sametime and blood poisoning caused by syphilitic poison. The writer alone is aware of the truth or otherwise of this allegation, since he is a physician and the power of coming to a right decision in this matter rests solely with men of their class and not with us. But this much we can say that readers of high culture and men subject to this foul disease, by reading the symptoms, will be able to understand of what worth to the patients is the book written by Pundit Ram Pran Sharma. He has dealt with the subject in such a plain and simple way that we

have no hesitation in saying that men of scanty education, if they become a victim to any skin disease, will be able to diagnose their disease by perusing the book called Treatment of Leprosy.

The language of the book is simple and are just in accordance with the shastras. We have also noticed that Mr. P. Evans Lewin of Royal Colonial Institute Northumberland. Avenue, London wrote to the Pundit after reading this book as follows :—" This will doubtless be of considerable use to those who are studying the subject."

What more can we say than the above. The Pundit's merits and ability in the treatment of this disease have been fully dealt with in our paper before. The Pundit has again expressed his willingness to publish in our paper certain articles in connection with the treatment of Leprosy which we shall be glad to insert in due time to bring to the notice of our readers the experience derived by this Pundit in the treatment of this terrible disease. We wish this Pundit long life and success.

বিশেষ মন্তব্য।

১৯১৫ সালের ১৩ই মে

অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা প্রকাশ হইয়াছে।

SUCCESS OF A LEPER PHYSICIAN.

Perhaps our readers are all aware of the efficient treatment of Pundit Ram Pran Sharma. Kabiranjan,

Kustha-Kutir, Howrah. We are glad to say that almost every week, information is reaching us of his having showed signs of marked improvement in patients suffering from this fell disease even of a severe type. So far as we can understand, it takes time to attain success in the treatment of petty diseases not to speak of such a dreadful disease as Leprosy! We have several times expressed in our columns the qualities of both head and heart of this physician. To-day, we shall cite the case of another patient and hope that our readers will be thankful to Pundit Ram Pran Sharma for his successful treatment.

Babu Sarat Chandra Das of village Meerjapur P. O. Bhanga Bazar, Dist Sylhet, sent under his supervision for treatment a patient suffering from Anæsthatic Leprosy, There was no sensation on his patches; there were swellings over his body which was to a large extent deformed. At first, the patient did not get any relief anywhere, though he spent a large sum of money for the purpose; but finally under the advise of the said Sarat Babu he placed himself under the treatment of Pundit Ram Pran Sharma who on examining the patient, pronounced the case to be that of Anæsthatic Leprosy and gave him medicines for 45 days' use. The patient commenced using the medicine from 6th April last and the benefit derived by him after using the medicines only for 40 days, has been communicated to the Pundit by Sarat Babu and the following is an extract :—

'Sir, I have the pleasure to inform you that half

the disease of the patient has been cured by the use of only 40 days' medicines. I shall be glad to know how long more will it take to cure him completely. I am greatly obliged to you for the good effect that has been produced on the patient and my hope has been adequately fulfilled Nothing further to note ; may you long continue to do good to this world in this way. Please send medicines at once for the second course of treatment and oblige."

ইংরেজি বেঙ্গলী পত্রিকায় কুষ্ঠ কুটীর সম্বন্ধে কথা।

The "Bengalee" dated 19*th May*, 1915, *writes as follows* :—

KUSTHA-KUTIR.

———o———

The Kustha-Kutir in Khurut Road, Howrah, has already come in for its share of renown as a medical institution. Leprosy is a loathsome disease and is believed to be almost incurable. We are, therefore, glad to learn from the report of the "Kustha-Kutir" of the measure of success that Pundit Ram Pran Sharma, Kabiranjan, has attained in curing lepers. He has indeed given new life where life was hopeless and we hope his labours will be attended with increasing success.

১৯১৫ সালের ৩০শে এপ্রেল তারিখে বৌদ্ধ মঠের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ও জগজ্জ্যোতি সম্পাদক, রেভারেণ্ড, গুণালঙ্কার মহাস্থবীর এম, আর; এ, এস,

মহোদয়, ৫ নং ললিত মোহন দাসের গলি, কপালিটোলা, কলিকাতা হইতে রোগীর আরোগ্য সম্বন্ধে অমৃত বাজার পত্রিকা যাহা বলিয়াছেন :—

Rev. Gunalankara Mahasthabir M.R.A.S., Vice-President, Buddhist Monastery, No. 5, Lalit Mohon Das's Lane, Kapalitola, Calcutta, sent a certain patient, an inhabitant of Sylhet, who was a victim to a hopeless case of Leprosy, for treatment, to Pundit Ram Pran Sharma, Kaviranjan, specialist in Leprosy and skin-diseases, Kustha-Kutir, Howrah. The Reverend gentleman, after being satisfied with the effect produced on the patient by the use of 8 days' medicines, has written a Bengali letter to the Pundit, a translation of which is as follows :—

Visak Prabar,

Though a stranger to you, I beg to approach you through this letter. I hope I shall not be an unwelcome guest and shall not be held in utter disregard. Though we are personally unacquainted, yet I am long acquainted with your fame.

2. Now I must thank you from the bottom of my heart and be grateful to you for the relief which you have given to a poor Buddhist patient who used your medicines only for 8 days. If you can radically cure the patient and thus save his life, not only we but the whole society will take you into its bosom. I shall be happy to see you at any convenient time. I wish you long life. I again send the patient to you and I am sure you will be happy to see his present condition.

Sd. Gunalankar Mahasthavir.

লয়েল সিটিজেনের মত।

Babu Mohendra Nath Lahiri B. L., the Editor of the "Loyal Citizen" and the wellknown pleader of Howrah, in his paper dated the 26th October 1910 was pleased to remark thus—

"Pundit Ram Pran Sarma of, Khurut Road, Howrah whose "treatment of Leprosy" is advertised elsewhere in our column is a wellknown kaviraj of Howrah but he is better known as a specialist in the cure of Leprosy. His system of treatment is "Abadhautic" and his treatment we hear produced in good many cases of Leprosy marvellous results in a comparatively short time. The remedies he prescribes are his hereditary acquisitions and therefore they have been tried in a large number of cases and we are told never failed to produce desired effect.

১৩২২ সাল ৮ই শ্রাবণ **বাঙ্গালী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়** যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, হাওড়া কুষ্ঠকুটীর খুরুট রোডের চিকিৎসক, পণ্ডিত শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন মহোদয়, কুষ্ঠব্যাধি, বাতরক্ত, পারদ বিকৃতি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসায় যথার্থই সিদ্ধহস্ত। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের কার্য্যকলাপে যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইনি যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী, তেমনি দরিদ্রের প্রতি দয়াবান। অত্যল্প কাল মধ্যেই ইনি সাধারণের নিকট সমাদৃত হইয়াছেন। ইহার চিকিৎসা নৈপুণ্যের কথা যেরূপ শ্রবণ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে কুষ্ঠব্যাধি এবং অন্যান্য জটিল পীড়াসমূহ দক্ষতার সহিত আরোগ্য করিতেছেন। গুণ থাকিলেই তাহার আদর হয়, এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। আমরা কবি-

রঞ্জ রামপ্রাণ শর্ম্মা, মহোদয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করি। প্রত্যেক কুষ্ঠ-রোগকাতর নরনারীগণকে ইহার আশ্রয় লইতে বলি।

সন ১৩২২ সাল ২৪শে আষাঢ় **দৈনিক বসুমতী** যাহা বলিয়াছেন ঃ—

হাবড়া কুষ্ঠকুটীর প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জনের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। কবিরঞ্জন মহাশয় সত্য সত্যই এখন দেশের ও দশের নিঃস্বার্থ পরোপকারে প্রবৃত্ত। যাহারা বিপুল অর্থব্যয় করিয়াও উৎকট কুষ্টব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহারা পণ্ডিত শ্রীরামপ্রাণ কবিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

১৩২২ সাল ৪ঠা বৈশাখ **বীরভুমবাসীর সম্পাদক** মহোদয় তাঁহার পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন ঃ—

কুষ্ঠ-চিকিৎসক—বীরভূমের বোধ হয় অনেকেই হাওড়া কুষ্ঠকুটীরের কথা অবগত আছেন। অতএব ইহার কথা আর বিশেষ করিয়া জানাইতে হইবে না। সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন, হাওড়ার খ্যাতনামা কুষ্ঠরোগ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন মহোদয় উক্ত কুষ্ঠচিকিৎসালয়ে থাকিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছেন। ইহাঁর চিকিৎসার কথা আজ নূতন নহে, বহুদিবস হইতে তাঁহার সুনাম সুযশ শুনা যায়। ইনি গলৎকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারদ বিকৃতি প্রভৃতি দুঃসাধ্য ব্যাধিতে যেরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহাতে কেহই ইহাঁকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না। ইনি সুপণ্ডিত ও হৃদয়বান। অবস্থাহীনের প্রতি বিশেষ দয়া থাকায়, ভগবান তাঁহাকে উন্নীত করিয়াছেন। আমরা কবিরঞ্জন মহোদয়ের সুচিকিৎসা সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্রে যে সকল সংবাদ শ্রবণ করিতেছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, হাওড়া কুষ্ঠকুটীরের চিকিৎসার ব্যয়ভার সত্বরেই আমাদের গভর্ণমেণ্ট বহন করিয়া দরিদ্র রোগীর আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন। আমরা কুষ্ঠব্যাধি ও রক্তদোষ—যুক্ত বীরভুমবাসী রোগিগণকে, পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন মহোদয়ের চিকিৎসাধীনে থাকিতে অনুরোধ করি। ইহাঁর ঠিকানা হাওড়া, কুষ্ঠকুটীর, খুরুট রোড, হাওড়া।

LUCKNOW,
3rd March, 1913.

To

The Editor, Amrita Bazar Patrika.

A MARVELLOUS LEPROSY CURE.

SIR,

Allow me through the medium of your much-esteemed Journal to bring to the notice of the unfortunate sufferers of Leprosy how a very difficult and obstinate case was cured by Pundit Ram Pran Sharma, Kaviranjan, Kustha Kutir, Khurat Road Howrah.

A near relative of a friend of mine was subject to this fell disease viz. Leprosy. There were swellings nearly all over his body, his whole face was disfigured, there were red copper coloured patches over his body and also there were ulcers in his feet. My friend asked my advice as to what he should do about the treatment of the patient. I advised him to place the suffering man under the treatment of Pundit Ram Pran Sharma who is known to me for a long time as I am myself an inhabitant of Howrah.

Remaining under the treatment of the Pundit for 6 or 7 months, the patient was cured and on his way back he appeared before me and asked me if I could recognize him. At first I was astonished to think if I had ever seen him in my life; but after carefully looking at him for a while, I could understand that he was the unfortunate leper who was advised by me to use the medicines of the Pundit. He then gave me an account as to how he was gradually cured and he

was grateful to me for the advice I gave him. Every leper, I think, should try the medicines of this Pundit.

Yours faithfully,
(Sd.) Narayan Chandra Bose.

দুঃসাধ্য ক্ষতের অত্যাশ্চর্য্য আরোগ্য সংবাদ।

DEAR SIR,

With heart-felt thanks, I beg to inform you that I have been thoroughly cured of the ulcer in my feet from which I was suffering very badly since one entire year. Myself being a Homeopathic Doctor I tried my best to heal up the obstinate disease, but failed. Your treatment in three months time has made me out of danger. The process of your treatment and the medicinies applied by you appeared to me as miracle. Had I any knowledge of you before I would have been saved from the trouble I had undergone for the disease so long.

I do not know how am I to express my gratitude to you. But in a way of Pronamee I beg to send you Rs. 200 which I hope you would kindly accept.

My friends who have witnessed your treatment and the effect of your medicines have gladly signed on the certificate and you are at liberty to publish them.

Jotindra Mohon Mookerjee,
Homeo. Medical Student.

Gopal Chunder Das,
Medical Practitioner.

Sudhir Chunder Banerjee,

Krishno Pado Hazra,
Saileswar Bose,
Chhatto Sarsa.
Prokash Chundra Bose,
Chatto Sarsa.
Provash Chundra Mukherjee,
Mahanad.
Karunamoy Banerjee,
Mahanad.
Kanay Lall Ghosh,
Belun.
Panchu Gopal Dass,
Gosain Malipara.

The Amrita Bazar Patrica

dated 24th January, 1915, writes as follows:—

Successful treatment of Leucodarma or white Leprosy.

We are glad to publish the following letter which has been written by Mr. B. Rasik Marmu B.A. Christianpara, Dumka P. O. Sonthal Perganas, to Pundit Ram Pran Sharma, Kabiranjan, specialist in Leprosy and skin diseases, Kustha Kutir, Khurut Road, Howrah :—

DEAR SIR,

Words fail me to give adequate expression to my heart-felt gratitude to you for the medicine which you sent me for the patient who is suffering from white Leprosy. And I can boldly declare to all the world that those sufferers of this nasty disease will reap an

immense benefit from the use of your medicine which is the very best of its kind in the field.

I am glad to inform you that about half of the white patches on the patient's nose has resumed its original colour within 45 days and that the further progress and development of it has been effectually arrested by the use of your medicines.

I may add here, as my duty, the kindness which you displayed to him on the former occasion by allow-him to enjoy the benefit of your good medicine at the concession rate will ever be gratefully remembered by him.

May I tax again the same feeling of pity in you, as on the former occasion to make once again further concession at the rate of the price of medicine ?

The patient can with the best of his ability pay you at present only an insignificant sum which is but a sad apology of repaying you the greatest benefit that he would derive from the use of your medicine.

Well Sir, I would not have put you intentionally to such an awkward position, had not the patient's present circumstances compelled him to follow this course.

Knowing as I do of the milk of human kindness that flows in you that to ask you for granting him the concession rate will not perhaps weigh heavy with you, should you feel pity on him, he will be ever grateful to you, if you would kindly send the medicine of white Leprosy for the use of further 45 days. Please send it by V. P. P. at your earliest convenience.

And I remain in expectation that the medicine will be sent at the concession rate; if otherwise please let me know.

Would to God that he would prolong your life in this world to extend the greatest service that you, as a physician, has been conferring on the human kind in general.

I remain,
Sir,
Yours faithfully,
Sd. B. RASIK MARMU.

CERTIFICATE. সার্টিফিকেট।

The certificate given on the 12th January 1910 by Babu Sudhir Chundra Banerji Sub-Inspector G R. Police Howrah is as follows:—

"I know for a long time Pandit Ram Pran Sarma, Kaviranjan, the specialist in the cure of Leprosy. He has got deep knowledge in Shastras and his treatment of Leprosy is wonderful. I have been much pleased at his successful treatment of a few Lepers whose lives were once despaired of. It is my firm belief that no one will be disappointed at the treatment of the Kaviraj whatever may be the nature of his Leprosy."

১৯১৫ সালের ২১শে এপ্রেল, সাপ্তাহিক প্রভৃতি অমৃত বাজার পত্রিকায় রাজ-মহল নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ মহাশয়, আশাশূন্য কুষ্ঠরোগে ৪৫ দিবস মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে দেখুন ঃ—

The following is the translation of a Bengalee letter written by Babu Basanta Kumar Ghosh of Raj-

mahal, New Market, to Pundit Ram Pran Sharma, Kabiranjan, Specialist in Leprosy and skin diseases, Kustha-Kutir, Khurut Road, Howrah :—

(Cure ot a hopeless case of Leprosy).

"Dear Sir.

I am in due receipt of your letter of the 11th instant and noted its contents. All that you have written is correct. The medicine and oil which you sent for 45 days' use are producing effect and I find perceptible improvement. The ailments in the leg are gradually daily disappearing by the use of your medicine. Your medicines are simply working as a miracle through the mercy of the Almighty God. May your fame be everlasting in this world in every Yuga. The people of this part of the Province are thanking you very much and congratulate you on your success, since your medicines have produced appreciable good effect within 45 days and you have thereby established your fame here. The medicines have been used only for 36 days and I believe I shall be completely cured within the remaining nine days. I shall again let you know the state of my health hereafter.

(Sd.) Basanta Kumar Ghose.

১৯১৫ সালের ৬ই মে তারিখে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজিমা অর্থাৎ পামা রোগ আরোগ্য হইয়া অমৃত বাজার পত্রিকায় যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং সন্তোষের সহিত সম্পাদক মহোদয় সর্ব্বসাধারণকে যাহা অবগত করাইয়াছেন :—

We are very glad to inform the public that the following letter has been written by Babu Gopal Chan-

dra Banerjee of Delta Jute Mill, Manickpore, to Pundit Ram Pran Sharma, Kaviranjan, specialist in Leprosy and skin diseases, Kustha-Kutir, Howrah :—

Manickpore,
Dated the 24th April 1915.

To

Pandit Ram Pran Sharma,
Khooroot Road,
HOWRAH.

Dear Sir,

In continuation of my last letter published in the Daily and Biweekly editions of the Amrita Bazar Patrika, regarding the miraculous efficacy of your treatment of Eczema, I have now the pleasure to inform you that all the ulcerations and itching sensation are completely cured. In about one month you have cured me of the weeping Eczema with its maddenning itching sensation day and night, and if I delayed to write you ere this, it was with the intention to see if the benefit I derived by taking and applying your medicines would be a lasting one. As I wrote you in my last letter I had lost all faith in medicines prescribed for Eczema because none could cure me although some had the effect of giving me temporary relief when relapse followed with a vengeance. However, I am fully satisfied that you have been able to cure me of this most obstinate skin disease and I wish you may have this letter published in the Amrita Bazar Patrika for the information of those who are suffering from Eczema and have given up all hopes of recovery.

I am sure they will be radically cured if they only place themselves under your treatment and follow your advices as I am doing. May God bless you.

Yours faithfully,
Gopal Chandra Banerjee.

নিম্নোক্ত যাবতীয় ধাতু, বিশেষ শোধন আবশ্যক।

আয়ুর্ব্বেদমতে ঔষধ প্রস্তুত করণ এবং সহজ পারিবারিক চিকিৎসা।

ইচ্ছাভেদী রস।

সোহাগা, গন্ধক, মরিচ, সমভাগে লইয়া তাহার দুই গুণ শুণ্ঠি এবং নয় গুণ জয়পাল বীজ (শোধিত) একত্রে মিলিত করিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করতঃ হিম জলের সহিত সেবন করিলে ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ যতক্ষণ না উষ্ণ জলপান করা যায় ততক্ষণ ভেদ হইবে। বিরেচনের পর দধি এবং অন্ন পথ্য ব্যবস্থা। ভেদ অধিক হইলে মিছরির সরবৎ ও লেবুর রস দুই একবার পান করিলে ভেদ বন্ধ হয়।

নবজ্বরাঙ্কুশঃ। পারদ এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, হিঙ্গুল তিন ভাগ, দন্তিবীজ চারি ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য দন্তির কাথে মর্দ্দন করতঃ তিন রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। নবজ্বরে ইহাই ব্যবস্থা।

হিঙ্গুলেশ্বর রসঃ। পিপ্পলী, হিঙ্গুল ও বিষ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণ লইয়া মর্দ্দন করণান্তর তিনরতি পরিমাণে মধুর সহিত বাতজ্বরে ব্যবস্থা করিবে।

মৃত্যুঞ্জয় রসঃ। বিষ, মরিচ, পিপ্পলী, সোহাগা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ খলে মর্দ্দন করিয়া মুগ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান। সর্ব্বপ্রকার জ্বরে মধু, বাতজ্বরে দধির মাত, সান্নিপাতিক জ্বরে আদার রস, অজীর্ণজ্বরে গোঁড়ালেবুর রস, বিষমজ্বরে কৃষ্ণজিরা এবং গুড়ের

সহিত ব্যবস্থা করিবে। যৌবনাবস্থার তীব্র জ্বরে একবারে চারিটিও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোক, বালক, অতিবৃদ্ধ প্রভৃতির পক্ষে অর্দ্ধ বটিকা।

স্বচ্ছন্দ ভৈরব রসঃ। তাম্রভস্ম ও বিষ সমভাবে লইয়া ধুতুরার রসে শত-বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধরতি পরিমাণ আদার রস, চিনি, সৈন্ধব লবণ অনুপানে তরুণজ্বরে ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—ইক্ষু, দ্রাক্ষা, মিছরী, দধি ইত্যাদি।

পুটপক্ক বিষম জ্বরান্তক লৌহ। হিঙ্গুলস্থ পারদ এবং গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্জ্জলী প্রস্তুত করিয়া পর্পটি প্রস্তুত করিবে। এই পর্পটি এক ভাগ, স্বর্ণ পর্পটির চতুর্থাংশ; লৌহ, তাম্র, এবং অভ্র প্রত্যেক উপরোক্ত পারদের দ্বিগুণ, বঙ্গ এবং প্রবাল পারদের অর্দ্ধেক, মুক্তা,শঙ্খ এবং শুক্তিভস্ম উপরোক্ত পারদের চতুর্থাংশ লইয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র করতঃ একটী ঝিনুকের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক লঘু পুটপাক দিবে। তৎপরে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পিপ্পলী চূর্ণ, হিঙ্গু, এবং সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতে সেবন বিধি। ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, সমস্ত প্রকার জ্বর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, গুল্ম, অরুচি, গ্রহণী, কাস, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিসার ইত্যাদি রোগ নাশ হয়।

জ্বরাতিসারাধিকারে আনন্দ ভৈরব। হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগা, গন্ধক এই সকল সমপরিমাণে লইয়া গোঁড়ালেবুর রসে দুই প্রহর পাক করিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, অতিসার, গ্রহণী, অপস্মার মেহ, অজীর্ণ বায়ুরোগ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কনক সুন্দর রসঃ। হিঙ্গুল, মরীচ, পিপ্পলী, বিষ, ধুতুরাবীজ এই কয়েকটি দ্রব্য একত্রে সমান পরিমাণ মর্দ্দন করিয়া ছোলা প্রমাণ এক একটি বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগে ইহাই ব্যবস্থা করিবে।

অতিসারাধিকারে মহগন্ধক। পারদ ও গন্ধক সমান পরিমাণ লইয়া শোধন করতঃ কর্জ্জলী প্রস্তুত করিবে, তৎপরে পর্পটিবৎ পাক করিয়া তাহার সহিত জাতিফল, জৈত্রি, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দা পত্র, এবং এলাচ এই সমুদয় দ্রব্য সম পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া ঝিনুকের মধ্যে স্থাপন করিবে এবং উত্তম-রূপে কর্দ্দম দ্বারায় লেপ দিয়া লঘু পুটপাক দিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন ৬

রতি পরিমাণে সেবন বিধি। ইহা দ্বারা জ্বরনাশ, অগ্নি উদ্দীপন, বলবৃদ্ধি, গ্রহণী রোগ ও প্রবাহিকা, সূতিকা রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা স্ত্রীজাতির ষট প্রকার রোগের মহৌষধ।

গ্রহণীশার্দ্দূল রস। পারদ এবং গন্ধক সমভাগে মর্দ্দন করিয়া কর্জ্জলী প্রস্তুত করণানন্তর পারদের ষোড়শাংশ স্বর্ণভস্ম, এবং প্রত্যেক দুই তোলা পরিমাণ, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, জাতিফল, জয়িত্রী এবং ছোট এলাচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একটি ঝিনুকের মধ্যে স্থাপন করিয়া উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা—দিবসে পাঁচ রতি। ইহা সেবনে সূতিকা রোগ, গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি রোগ বিনাশ হয়।

স্বর্ণ-পর্পটি। হিঙ্গুলস্থ পারা ৮ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, এই উভয় দ্রব্যকে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কর্জ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ৮ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া পুনরায় লৌহ খলে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে একখণ্ড লৌহ পাত্র কুলকাষ্ঠের অঙ্গারের উপর স্থাপন করিয়া উহাতে কর্জ্জলী দিবে; যখন দেখিবে কর্জ্জলী দ্রব হইয়াছে, তখন কতকটা গোবরের উপর কদলীপত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপর গলিত কর্জ্জলী ঢালিয়া দিয়া অপর একখণ্ড কদলীপত্র চাপা দিয়া পর্পটি প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—প্রথম দিবস এক রতি তৎপর দিবস হিসাবমত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে।

অগ্নিকুমার রসঃ। পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ এই সমুদয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সমুদায়ের তুল্য পরিমাণে ভাঙ্গ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর চিতা, ভাঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে এবং এক প্রহর পর্য্যন্ত বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া পুনর্ব্বার আদার রসে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে উদরাগ্নির বৃদ্ধি করিয়া আমদোষ ও গ্রহণী রোগ নিবারণ করে।

বহু পরীক্ষিত

সদ্য ফলপ্রদ টোটকা চিকিৎসা।

বাঘী বসানর ঔষধ—ঘেঁটকুলমূল (আলুর মত) হুঁকার জলে পিষ্ট করিয়া গরম পূর্ব্বক বাঘী ও ফোড়ার উপর প্রত্যহ দুই তিন বার প্রলেপ

দিলে কঠিন হইলেও বসিয়া যায়। আর উক্ত বাগী পাকিয়া থাকিলে সামান্য মুখ রাখিয়া চতুর্দ্দিকে লেপ দিলে ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফাটিয়া যায়।

পুরুষত্ব হানীর ঔষধ—খাঁটি মধু এবং শূকরের চর্ব্বি সমভাগে লিঙ্গনাল মর্দ্দন করিলে পুরুষত্বের বল বৃদ্ধিসহ সবল ও স্থূল হয়।

রতিক্ষীণতার ঔষধ—পদ্মবীজ, কলমীশাকের বীজ সমভাগে মধুসহ পেষণ করিয়া নাভীর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বাধকের ঔষধ—ট্যাপারিমূল অর্দ্ধ তোলা, গোলমরিচ অর্দ্ধ তোলা বাটিয়া চারিভাগ করিয়া ঋতুর প্রথম হইতে চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত সেব্য। পথ্য—দুগ্ধ, অন্ন, জীবন্ত মৎস্যের ঝোল। সহবাস নিষিদ্ধ।

ন্যাবার ঔষধ—মিষ্ট আম্রের ছাল বাটা ১ ভাগ, টাটকা চূণ ১ ভাগ জলে গুলিয়া ভোরের সময় হস্ততলে মর্দ্দন করিলে ন্যাবা ভাল হয়। তিন হইতে ৭ দিন কর্ত্তব্য। প্রত্যহ টাটকা হওয়া চাই।

ঘুংড়িকাসির ঔষধ—আম গাছে একরূপ লাল পিপীলিকাতে বাসা করে, ঐ পিপীলিকা কতকগুলি ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া উহার সামন্য মাত্রায় (১ হইতে ২ গ্রেণ) মধুসহ সেবন করাইলে ঘুংড়িকাসি ভাল হয়।

ক্ষত হইতে পোকা বাহির করা—আপাঙ শিকড় ও আতার পাতা হুঁকার জলে বাটিয়া ক্ষতের উপর দিয়া বাঁধিয়া দিলে আশ্চর্য্যভাবে ক্ষত হইতে পোকা বাহির হয়।

হাঁপকাসের ঔষধ—সাত ভেলে হরিণের শিং অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ৩ রতি প্রমাণে প্রত্যহ তিনবার মধুসহ ভক্ষণ করিলে হাঁপকাস নিবৃত্তি হয়।

অগ্রকড়া নিবৃত্তি—রবিবারের প্রাতে চিতামূল বাটিয়া উহার উপর প্রলেপ দিলে নির্দ্দোষ হয়। রক্ত চিতামূল চিনিয়া লওয়া চাই।

বোলতা দংশনের জ্বালা নিবৃত্তি—দষ্ট স্থানে গুড়ুক তামাক ঘর্ষণ করিলে আশ্চর্য্যভাবে জ্বালা যায়।

বিছার কামড়—দষ্টস্থানে আকন্দের আঠা কিম্বা যে দিকে কামড়াইয়াছে তাহার বিপরীত কর্ণে গুড়ুক তামাক ঘন করিয়া গুলিয়া সামান্য ঢালিয়া দিলে পাঁচ মিনিট মধ্যে জ্বালা শান্তি হয়।

কর্ণে পূঁয—এক ছটাক শামুকের মাংস, অর্দ্ধ পোয়া খাটি সরিষার তৈলে উত্তম ভাজিয়া লইয়া ছাকিয়া ঐ তৈল কর্ণে দিলে কান পাকা সারে।

চক্ষু উঠা—ছাগী দুগ্ধে বিল্বপত্র পেষিত করিয়া উহা বস্ত্রে ছাঁকিয়া রস হইলে ঐ রস পিত্তলের বাটিতে গরুর চুয়ালের হাড় দ্বারা ঘসিতে ঘসিতে যখন ঘন অঞ্জনবৎ হইবে, তখন হইতে চক্ষে কাজলের মত দিলে ৩ দিনে চক্ষু উঠা সারিবে। ইহা দ্বারা বহু প্রকারের চক্ষুদোষ নিবৃত্তি হয়।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও প্রমেহ রোগের

আশ্চর্য্য মহৌষধ।

যে সকল ব্যক্তি মেহদোষ জন্য নিম্নোক্ত উপসর্গ ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা একবার নিম্নোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবেন প্রার্থনা।

সর্ব্বপ্রকার শুক্রদোষ, পুরাতন মেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, রতিশক্তিহীনতা জন্য

সিদ্ধ শাল্মলী রসায়নের ফর্দ্দ।

ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ, শতমূল চূর্ণ, কাবাবচিনি চূর্ণ, নিম্ববৃক্ষজাত গুলঞ্চ চূর্ণ, আলকুসী বীজ চূর্ণ, বীজতাড়ক বীজ চূর্ণ, শ্বেতচন্দন চূর্ণ, আম্রকেসি চূর্ণ, জাম বীজ চূর্ণ, কুলেখাড়া বীজ চূর্ণ, তালমাখানা চূর্ণ, তালমূলী চূর্ণ, প্রত্যেক ৮ তোলা এবং সমষ্টির সমান আফুলা শিমুলমূল চূর্ণ, বঙ্গভস্ম ১ তোলা, অভ্রভস্ম ৩ তোলা, স্বর্ণভস্ম ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা, লৌহভস্ম ১ তোলা, এবং সমষ্টির সমান চিনি, গব্যঘৃত ।০ এক পোয়া যথাবিধি পাক করিয়া পূর্ণমাত্রা ৵০ আনা ওজন হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এক ছটাক গরম দুগ্ধসহ সেবিত হইলে ২১ একুশ দিবস মধ্যে নিম্নোক্ত উপসর্গাদি নির্দ্দোষ হইবে সন্দেহ নাই।

উপসর্গ।—প্রস্রাবের আদি অন্তে লালাবৎ শুক্রস্রাব, ঘোলা প্রস্রাব, বিকৃত স্রাব, স্বপ্নদোষ, তরল শুক্র, প্রস্রাবে জ্বালা, বহুমূত্র, সোমরোগ, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, জনন যন্ত্রের শিথিলতা, খর্ব্বতা, বক্রভাব, ক্ষীণবীর্য্য, নষ্টশুক্র, নষ্টার্ত্তব, ঋতুদোষ, রজোদোষ, বন্ধ্যাদোষ, প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যাবতীয় শুক্র-

রোগ, পুরাতন মেহদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, নষ্ট হইয়া প্রচুর গাঢ় শুক্র বৃদ্ধিসহকারে ধ্বজভঙ্গাদি রোগের যাবতীয় লক্ষণ বিনষ্ট করিয়া যৌবনোচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিপুল তেজোবৃদ্ধি করে। আমি স্পর্দ্ধাসহ বলিতে পারি, যে সকল ব্যক্তি সহস্র সহস্র শিশি ঔষধ সেবন করিয়াও ধাতুদৌর্ব্বল্য মেহদোষ, সঙ্গম-শক্তিহীনতা, রুগ্নদেহ. এবং পুরুষত্বহানি হইতে অব্যাহতি পান নাই, তাঁহাদের একবার সেবন করিতে বলি। এই ঔষধ ৪৫ দিবস সেবন করিলে বল, কান্তি, তেজঃ, বৃদ্ধিসহ ক্ষীণদেহ ত্বরায় পুষ্টি-সাধন করে। আমবা নানাদিক চিন্তা করিয়া ৪৫ পঁয়তালিশ দিনের ব্যবহার্য্য শিশি সডাক ২৷৷০ আড়াই টাকা ধার্য্য করিলাম। ৪৫ দিনের নিম্নে বিক্রয় নাই।

শূলরোগান্তক।

এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহ সেবন করিলে, বুকজ্বালা, অম্লঢেকুর উঠা, আহারান্তে বমন, প্রাতঃকালীন বমন, অম্লপিত্ত, অম্লশূল প্রভৃতি অম্ল-ঘটিত যাবতীয় রোগ দুই সপ্তাহে নির্দ্দোষ হয়। আমরা বহু বিবেচনা করিয়া দুই সপ্তাহের মূল্য ২৲ টাকা ধার্য্য করিলাম। ইহার নিম্নে বিক্রয় নাই।

অম্লারি রস।

এই ঔষধ সেবনমাত্রেই দশ মিনিটের মধ্যে দারুণ যাতনা দূর হইয়া ৪৫ দিনের মধ্যে পরিণামশূল, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, অত্যাশ্চর্য্যভাবে নিবৃত্তি হয়। ৪৫ দিনের ব্যবহার্য্য শিশি সডাক ২৷৷০ আড়াই টাকা, ইহার নিম্নে বিক্রয় নাই।

ঘুসঘুসে মজ্জাগত জ্বরের পাঁচন।

চিরেতা ২ তোলা, গুলঞ্চ ২ তোলা, ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, ধনে ১ তোলা, রক্তচন্দন ১ তোলা, রেডসিনকোনাবার্ক ১ তোলা। (ইহা বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।)

উপরোক্ত দ্রব্যাদি থেঁতো করিয়া তিন সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ দেড় পোয়া নামাইয়া অৰ্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ঐ পাচন প্রত্যহ চারিবার সেবন করিলে সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বর নিশ্চয় বিনষ্ট হয়।

আমাদের শান্তি পাচন সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহাযুক্ত জ্বরের অব্যর্থ

মহৌষধ। মূল্য প্রতি বোতল ॥৹ আট আনা মাশুলাদি বিদেশে একটাকা স্বতন্ত্র। এজেণ্ট হইলে উপযুক্ত কমিশন দিবার বন্দোবস্ত আছে।

দন্তরোগের চিকিৎসা।

যে সকল ব্যক্তির সর্ব্বদাই দাঁতের গোড়া ফুলে, কনকন করে, রক্ত পড়ে, শীতল জল লাগিলে বেদনা করে, কিম্বা গা শিহরিয়া উঠে,সিড়সিড় করে, মুখে দুর্গন্ধ হয়, দাঁত নড়ে, তাঁহারা সোঁহালিয়া গাছের আঠা চূর্ণ দিয়া প্রত্যহ দন্ত ধৌত করিবেন। ইহার দ্বারা নিত্য মুখ ধৌত করিলে কখনই মুখরোগ জন্মাইবে না।

ঠিকানা—

কুষ্ঠরোগ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত—

শ্রী রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন, কবিরাজ।

এম, ডি, এইচ, আই, এ, এছ্।

হাওড়া-কুষ্ঠ-কুটীর, খুরুট রোড, হাওড়া।

---

৩৭ বৎসরের বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীঅম্বিকা চরণ হাজারি, ডি, এইচ, এম, হোমিও মেডিকেল কলেজের শিশু চিকিৎসার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, মফস্বলস্থ যাবতীয় শিশুরোগ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। মফস্বল বাসিগণ পত্র দ্বারা রোগ বিবরণ পাঠাইলে যত্নের সহিত ব্যবস্থা এবং ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠান হয়। মূল্য সুলভ।

ডায়েবেটিক বুন্।

অর্থাৎ বহুমূত্র রোগের অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ।

এই ঔষধ নিয়মিত ভাবে মাত্র পনর দিবস কাল সেবন করিলে, বহুমূত্র, সোমরোগ এবং তজ্জনিত যাবতীয় উপসর্গাদি নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়া থাকে। আমি স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারি এ পর্য্যন্ত বহুমূত্র রোগের এরূপ ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই। পনর দিনের ব্যবহার্য্য প্রতি শিশি সডাক ২॥৹ আড়াই টাকা মাত্র।

ডাক্তার এ, সি, হাজারি,

পোঃ ব্যাতোড়, গ্রাম চক্রবেড়,

হাওড়া।

আমাদের তান্ত্রিক চিকিৎসার কথা

অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার।

এই বিভাগে তান্ত্রিক মতে সর্ব্ব প্রকার রোগের ব্যবস্থা এবং ঔষ প্রদান করা হয়। এই বিভাগের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের কোন সংশ্রব নাই। এই ঔষধের ফল অতীব আশ্চর্য্য এবং মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য দর্শাইয়া থাকে। ইহার এতই আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যখন সকল প্রকার চিকিৎসক, সকল প্রকা ঔষধ বিফল হইবে, তখন ইহার এক ফোঁটা ঔষধে নবজীবন আনয় করিবে। রোগিগণ রোগ বিবরণ সহ নাম ঠিকানা পাঠাইলে আমরা যত্নে সহিত সর্ব্ব প্রকার রোগের জন্য ব্যবস্থা সহ এক মাসের ঔষধ পাঠাই থাকি। ইহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতি মাসে চারি টাকা হিসাবে খর দিতে হয়। মাশুলাদি স্বতন্ত্র দেয়। কোন ঔষধ একত্রে দুই সপ্তাহের অধি পাঠান হয় না। এই চিকিৎসার সঙ্গে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের ঔষধে কিম্বা কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ চিকিৎসার সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই। ইহার নিয় স্বতন্ত্র। যে কোন রোগী তান্ত্রিক চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা করিলে, যে স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া লেখেন যে, আমি তান্ত্রিক মতের চিকিৎসায় [illegible] ইচ্ছা করি। এ কথা না লেখা থাকিলে আমরা সচরাচর আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ যৌগিক মতের ব্যবস্থা দিয়া থাকি। ইহার মূল্য স্বতন্ত্র হিসাবে ধার্য্য হয়। অতএব প্রত্যেক রোগী পত্র দিবার সময় নিজের রোগ বিবরণ সহ নাম ধা স্পষ্ট ভাবে লিখিবেন। এবং পত্র দিবার সময় নিম্নোক্ত কথা উল্লেখ করিবেন।

কুষ্ঠরোগ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত

শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন, এম, ডি, এইচ, আই, এ, এফ,

মহোদয়ের তান্ত্রিক চিকিৎসা বিভাগ।

১৬৫ নং খুরুট রোড, হাওড়া।